নজরুল কাব্যে আরবী ছন্দের ব্যবহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

গবেষক

এ.এন.এম. নূরুন্নবী
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
(পি-এইচ.ডি., আলীগড়)
প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

RB
B
891.441
NUN

অক্টোবর ২০০৯ ইং

P.

448514

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্যে আরবী ছন্দের ব্যবহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

গবেষক

এ.এন.এম. নূরুন্নবী
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

GIFT

448514

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো: আবু বকর সিদ্দীক
(পি-এইচ.ডি., আলীগড়)
প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Library
448514

অক্টোবর ২০০৯ ইং

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নজরুল কাব্যে আরবী ছন্দের ব্যবহার" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার স্ব-রচিত এবং এ অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত সকল গবেষণা কর্ম আমার নিজের। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণা কর্মটি ইতোপূর্বে অন্য কোথাও কোন একাডেমিক ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপন করা হয় নি।

448514

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

15.10.09

(এ.এন.এম. নূরুন্নবী)
এম.ফিল. গবেষক
রেজি. নং ৪১/২০০২-২০০৩
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীন আরবী বিভাগের এম.ফিল. গবেষক জনাব এ.এন.এম. নূরুন্নবী কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "নজরুল কাব্যে আরবী ছন্দের ব্যবহার" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মো: আবু বকর সিদ্দীক)
পি-এইচ.ডি., আলীগড়
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

448514

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বাংলাদেশের জাতীয় কবি ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সর্বস্ব ত্যাগী সৈনিক-কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬) এর কাব্য কর্মের উপাদান নিয়ে গবেষণায় এটি আমার দ্বিতীয় উদ্যোগ। এর আগে "নজরুল কাব্যে আরবী ভাষার প্রভাব" শীর্ষক একটি অভিসন্দর্ভ (Dissertation) আমি আমার মাস্টার্স ডিগ্রীর ২০০ নম্বরের পরিবর্তে উপস্থাপন করি।

বর্তমান "নজরুল কাব্যে আরবী ছন্দের ব্যবহার" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি প্রকৃতিগত কারণেই কিছুটা জটিল। আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি ভাষার দুই ধারার ছন্দের মাঝে মিল ও গরমিল খোঁজা হয়েছে এ গবেষণায়। কাজী নজরুল ইসলামের মত একজন অলৌকিক প্রতিভাধর কবি তাঁর কবি শক্তির জোরে আরবী ছন্দে বাংলা কবিতা রচনার যে অবিশ্বাস্য স্পর্ধা দেখিয়েছেন তাকে যুক্তির তুলা দন্ডে দাঁড় করানোই ছিল এ গবেষণার মূল মন্ত্র। তারপর আরবী-বাংলায় ছন্দের একটি মেল বন্ধন রচনা করা ছিল এ গবেষণার দ্বিতীয় লক্ষ্য (Secondary Target).

একই সাথে দুটো লক্ষ্য অর্জনের এ কর্মযজ্ঞে আমাকে নানা জনের বুদ্ধি-পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা নিতে হয়েছে। তাঁদের ঋণ শোধ করার সামর্থ্য তো আমার নেই। শুধুমাত্র ঋণ স্বীকার করার অভিপ্রায়ে আমি এখানে কিছু কথা বলছি।

শুরুতেই আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের Most Senior Professor ড. মো: আবু বকর সিদ্দীক স্যারের প্রতি। ছাত্র ও গবেষকদের প্রতি তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা সর্বজন বিদিত। সে জন্যেই হয়তো বাংলাদেশে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর উচ্চতর গবেষণা ও ডিগ্রী অর্জনে His contribution tops the list, with a big margin.

আমার বর্তমান গবেষণার কথাই বলি না কেন! যে গিরি খাদে পড়েছিল আমার গবেষণা প্রক্রিয়াটি, তাঁর Steady & Fast পদক্ষেপ না হলে (আল্লাহ্ না করুন) এ প্রয়াস হয়তো আঁতুড় ঘরেই অক্কা পেত। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে নিবেদিত।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. মু. নকিবুল্লাহ'র প্রতি। তিনি তাঁর স্ব-রচিত, বাংলা ভাষায় আরবী ছন্দের প্রথম প্রজন্মের বই, "আরবী ছন্দ বিজ্ঞান" এর একটি কপি বিনা মূল্যে ও নিজ খরচে আমার জন্যে পাঠিয়েছেন। অথচ তাঁর সাথে আমার কোন পরিচয় ছিলো না। আমরা কেউ কাউকে দেখি নি, এখনো নয়।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ-এর প্রতি। ওঁর বিভিন্ন বুদ্ধি-পরামর্শ আমার Total M.Phil. এর পথকে প্রশস্ত করেছে।

আমি শ্রদ্ধা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যপক ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, ভূতপূর্ব অধ্যাপক আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান, অধ্যাপক ড. মো: ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, অধ্যাপক ড. আ.স.ম. আব্দুল্লাহ ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান নিজামীসহ সকল শিক্ষকের প্রতি। তাঁদের সকলের মিলিত সহযোগিতায় আমি আমার মানযিল-ই-মাকসূদের দিকে এত দূর অগ্রসর হতে পেরেছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি ধন্যবাদ জানাই আরবী বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব হাফেজ মুহাম্মাদ শিহাব উদ্দীন ও অফিস সহকারি জনাব মো: নাসির উদ্দীনসহ অন্যান্যদের। সময়ে সহযোগিতা আর অসময়ে সহমর্মিতা জানানোর মাধ্যমে এঁরা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমি সাধুবাদ জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উর্দু বিভাগের ছাত্র ও আই.টি. ব্যবসায়ী মো: কামরুল হাসানকে। আমার ব্যক্তিগত কম্পিউটারে আরবী সফ্টওয়্যার ইনিস্টল করে সে আমাকে আরবী কম্পোজে সহযোগিতা করেছিলো। তাতে আমার অর্থ, শ্রম ও সময় সবই সাশ্রয় হয়েছে।

আমি ধন্যবাদ জানাই REZA COMPUTER এর সত্ত্বাধিকারি জনাব মো: ফয়সল রেজাকে। তিনি আমার ব্যক্তিগত কম্পিউটারকে ভাইরাস মুক্ত রাখতে সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদ জানাই Blue Bell Textile এর সত্ত্বাধিকারি ও IT Specialist জনাব মো: সাঈদকে। তিনি আমাকে গবেষণা কর্মটি কম্পিউটারে কম্পোজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম Technical Support দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর আইটি কর্মকর্তা জনাব মো: সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী ও জনাব মো: আতিকুর রহমানকে। অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটারে কম্পোজ করা কালে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও সঙ্কট উত্তরণে তাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধু ও প্রেস ব্যবসায়ী জনাব মো: মশিউর রহমান প্রধান (মর্জি) 'র প্রতি, যাকে আমার সকল প্রয়োজনে পাশে পাই।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মিণী ড. শাঈলা রুম্মান ও তার ছোট ভাই শেখ মওদুদ রেজা শাফী'র প্রতি। ওরা সকল পর্যায়ে ও সকল প্রয়োজনে আমাকে Logistic Support যুগিয়ে আজকের এ পর্যায়ে উপনীত হতে সাহায্য করেছে।

পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার মরহুম শ্বশুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক হিসাব পরিচালক ও বিশিষ্ট হিসাববিদ জনাব মো: শাহজাহান আলী শেখকে। আমার এ গবেষণায় তিনি সব সময় উৎসাহ যোগাতেন। সঙ্কটকালে তিনি তা উত্তরণের চেষ্টাও করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে Accommodate করুন!

এ গবেষণা কর্মে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, সহযোগিতা প্রদানকারি, উক্ত কিংবা অনুক্ত, সকলের জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নসীব করুন! আমীন।

-গবেষক

বিষয় সূচি

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	i - ii
২.	বিষয় সূচি	iii - iv
৩.	এ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট	v - vii
৪.	ভূমিকা	১ - ৬
৫.	প্রথম অধ্যায়: কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী	৭- ৪১
	ক) জন্ম ও বংশ পরিচয়	৭
	খ) কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা জীবন	১১
	গ) নজরুলের বৈবাহিক জীবন	১৩
	ঘ) নজরুলের কবি জীবন	১৪
	ঙ) কবি নজরুলের শেষ জীবন	৩৮
৬.	দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবী ভাষার আগমনের ইতিহাস ও বাঙালি সমাজ জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব	৪২- ৮৮
	ক) আরবী ভাষা	৪২
	খ) বাংলাদেশে আরবী ভাষার আগমন	৪৮
	গ) বাঙালি সমাজ জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব	৫১
	ঘ) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নামের আরবী উৎস	৫২
	ঙ) বাংলাদেশের প্রতিবেশি কিছু স্থানের আরবী নামকরণ	৫৪
	চ) বাঙালি হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ও বিবিধ ধর্মীয় পরিভাষার আরবী উৎস ...	৬৪
	ছ) বাঙালি হিন্দুদের সামাজিক শ্রেণী ও বংশীয় লকবের আরবী উৎস ...	৬৭
	জ) বাঙালি মুসলমানের সামাজিক জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব	৭০
	ঝ) বাঙালি মুসলমানের আত্মীয়তার সম্বোধনে আরবী পরিভাষা	৭১
	ঞ) বাঙালি মুসলমানের পোষাক-পরিচ্ছদের নাম আরবী ভাষায়	৭২
	ট) বাঙালি মুসলমানের পারিবারিক জীবনে আরবী পরিভাষা	৭৩
	ঠ) বাঙালি মুসলমানের সকল ধর্মীয় পরিভাষা আরবী	৭৪
	ড) বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক জীবনে আরবী পরিভাষা	৭৭
	ঢ) বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরবী পরিভাষা	৮০
	ণ) বাঙালি মুসলমানের অফিস আদালতে আরবী পরিভাষা	৮১
	ত) বাঙালি মুসলমানের সামাজিক জীবনে আরবী পরিভাষা	৮৫
৭.	তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী ভাষার প্রভাব এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বসূরী বাঙালি কবিদের কাব্য-কর্মে আরবী ভাষা ব্যবহরের নমুনা	৮৯ - ১০৩
৮.	চতুর্থ অধ্যায়: আরবী ছন্দের উৎপত্তি ও শ্রেণী বিন্যাস । বাংলা ছন্দ ও আরবী ছন্দ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা	১০৪ - ১৪৩
	ক) ছন্দ কি ?	১০৪
	খ) কবিতা কি ?	১০৬
	গ) ছন্দ ও কবিতার মধ্যে সম্পর্ক	১০৮
	ঘ) ছন্দ সম্পর্কিত কিছু জরুরি পরিভাষা	১১০
	ঙ) আরবী ও বাংলা ছন্দের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা	১২১
	চ) নজরুল ছাড়া যেসব বাঙালি কবি আরবী ছন্দ ব্যবহার করেছেন ...	১৩০
৯.	পঞ্চম অধ্যায়: নজরুল কাব্যে ব্যবহৃত আরবী ছন্দের পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও উদাহরণ	১৪৪ -১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	1. দোলন চাঁপা কাব্য-গ্রন্থের 'দোদুল দুল' কবিতা	১৪৪
	2. ছায়ানট কাব্য- গ্রন্থের 'প্রিয়ার রূপ' কবিতা	১৫১
	3. ছায়ানট কাব্য-গ্রন্থের 'বাদল-দিনে' কবিতা	১৫৪
	4. ফণি-মনসা কাব্য-গ্রন্থের 'প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়' কবিতা	১৫৬
	5. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত 'লাল-সালাম' কবিতা	১৬১
	6. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ১	১৬৭
	7. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ২	১৬৮
	8. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ৩	১৬৯
	9. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ৪	১৭০
	10. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ৫	১৭১
	11. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ৬	১৭২
	12. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ৭	১৭৩
	13. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ৮	১৭৪
	14. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা - ৯	১৭৫
	15. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১০	১৭৬
	16. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১১	১৭৭
	17. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১২	১৭৮
	18. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১৩	১৭৯
	19. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১৪	১৮০
	20. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১৫	১৮১
	21. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১৬	১৮২
	22. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১৭	১৮৩
	23. "নির্ঝর" কাব্য-গ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা -১৮	১৮৪
১০.	উপসংহার	১৮৫
১১.	গ্রন্থপঞ্জি	১৮৬- ১৮৮
১২.	পরিশিষ্ট	১৮৯- ২০৬
	পরিশিষ্ট- ক	১৮৯
	পরিশিষ্ট- খ	১৯০
	পরিশিষ্ট- গ	১৯১
	পরিশিষ্ট- ঘ	১৯২
	পরিশিষ্ট- ঙ	১৯৩
	পরিশিষ্ট- চ	১৯৪
	পরিশিষ্ট- ছ	১৯৫
	পরিশিষ্ট- জ	১৯৬
	পরিশিষ্ট- ঝ	১৯৭
	পরিশিষ্ট- ঞ	১৯৮
	পরিশিষ্ট- ট	১৯৯
	পরিশিষ্ট- ঠ	২০০
	পরিশিষ্ট- ড	২০১
	পরিশিষ্ট- ঢ	২০২
	পরিশিষ্ট- ণ	২০৩
	পরিশিষ্ট- ত	২০৪
	পরিশিষ্ট- থ	২০৫
	পরিশিষ্ট- দ	২০৬

Dhaka University Institutional Repository

এ্যব্‌স্ট্র্যাক্ট

স্বাধীনতা ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-কে স্বভাব কবি বলা যায়। কারণ তাঁর জন্ম, শৈশব, কৈশোর ও Academic Background কোনটিই সাহিত্য তথা কাব্য চর্চার অনুকূল ছিল না। তবুও তিনি কবি হয়েছেন। কেমন কবি? তিনি "একদিন বিনে নোটিসে আল্লাহু আকবার তাকবীরের হায়দরি হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা সাহিত্যের দূর্গ জয় করে বসলেন। মুসলিম বাংলার ভাঙ্গা কেল্লায় নিশান উড়িয়ে দিলেন। এক দিনে দূর করে দিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের হীনমন্যতা।"

কবি যে তিনি একদিন হবেনই, তা আর কেউ না জানলেও তিনি নিজে বিলক্ষণ জানতেন। সে জন্যেই তো এত আয়োজন। পেটে ভাত নেই, সে দিকে খেয়াল নেই। তিনি আছেন লেখা-লেখি নিয়ে, পত্র-পত্রিকা নিয়ে। সুর ও ছন্দের খেলা যেন তাঁকে পেয়ে বসলো। এসব দেখে দুর্মুখরা বলতো, গরীবের ঘোড়া রোগ। আর অর্বাচীনরা বলতো, কালে ও একটা ভাল রবীন্দ্র-শিল্পী হবে!

সুর আর ছন্দ – ছন্দ আর সুর। এভাবে খেলা চলতে থাকে। এ খেলার অনুষঙ্গ হয়ে একে একে ধরা দেয়, তোটক ছন্দ, চন্ড বৃষ্টি-প্রপাত ছন্দ, ফার্সি ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, স্বরবৃত্ত ছন্দ, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, মুক্তক ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইত্যাদি।

সুরের সারিতে যোগ হতে থাকে ভৈরবী, জৌনপুরী, ইমন-মিশ্র গজল, পিলু, মিশ্র বেহাগ, দাদরা, সিন্ধু, মান্দ, ভীম পলশ্রী, বাগেশ্রী, বৃন্দাবনী, কালাংড়া, কাওয়ালী, বিহারী, দূর্গা, বসন্ত হিন্দোল, সিন্ধি কাফি, মালকৌষ, ছায়ানট, হাম্বীর, দেশ, জয়-জয়ন্তী, দরবারি, সারং, গারা, যোগিয়া, বারোয়াঁ, পূরবী, মিয়া কি মল্লার, শুদ্ধ সারং, ভাটিয়ালী, কীর্তন, পাঞ্জাবী ঠেকা, ভূপালী, কাজরী, ঠুংরি, পরজ, মেঘ রাগ, হিন্দোল, গীতাঙ্গী, সাদ্রা, ভজন, আড়ানা, মাড়, মল্লার, পুরীয়া, মুলতানী, পাহাড়ী মিশ্র, ধবলশ্রী, মধুমতি সারং, বৃন্দাবনী সারং, গৌড়ী সারং, নাগ ধ্বনী, কানাড়ী, মধ্যমান, আড়ানা, বেহাগ ও বসন্ত, যোগিয়া টোড়ি, পোস্তা, গারা, বামকেলি, তিলক, কামোদ, সাহানা, বিভাস মিশ্র, শাওন, তেওড়া, কেদারা, রাগমাল, বাউল, রাম প্রসাদী, তিলং সাদরা, হোরী, ঠেকা, টোড়ি, মালবশ্রী, সরফর্দা, সাজগিরী, বেলাওল, ঝিঁঝিট, লাউনী, ধানী, মাঢ়, রূপক, আশা, নবতাল, জংলা, মালগুঞ্জ, খেমটা, চতুরঙ্গ, মর্সিয়া, চিত্রা, মেঘ, ঝুমুর, ডুয়েট গান, বিভাষ মিশ্র, সরস্বতী, আরবী সুর, আরবী নৃত্যের সুর, শঙ্করা, আশোয়ারি, পঞ্চমরাগ মিশ্র, দেশ মিশ্র, সুরট মিশ্র, মালগুঙ্গ, কিউবান ডেন্সের সুর, ইজিপশিয়ান ডেন্সের সুর, চৈত্রী, চাঁচনী কেদারা, লাচ্ছা শাখ, নটনারায়ণ, তেওড়া, আনন্দ ভৈরবী, রামকেলী, হৈমন্তী, পরোজ-বসন্ত, হিন্দুস্তানী কাজরী, শিবরঞ্জনী, সাবন্তী সারং, নীলাম্বরী, নৌরেচকা, নাগ স্বরাবনী, মনোরঞ্জনী, আহীর ভৈরব, সন্ধ্যা-মালতী, কুন্তলা, রূপ মঞ্জরী, অরুণ রজনী, দেবজানী, নবনন্দা, নির্ঝরিণী, মীনাক্ষী ও শ্যাম কন্যা।

তালের মধ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন কাহরবা, আশাবরী, দাদরা, খাম্বাজ, যৎ, সারং, পোস্তা, ঠুংরি, সুরট, একতালা, দোতালা, তেতালা, চৌতালা, আদ্ধা, কানাড়া, আছ, খেমটা, ঝাপতাল, কার্ফা, কেদারা, কালাংড়া, ফেরতা, তিলক-কামোদ, ভীম পলাশী, হাম্বীর, জলদ তেতালা, লোফা, সাদ্রা, বন্দনা, সেতারখানী, খচমচি, স্রোস্ত, চৈত্রি ও তেওড়া প্রভৃতি। অবশেষে আরবী ছন্দের কবিতা।

ওপরে এতগুলো ছন্দ, সুর ও তালের নামোল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ কথা প্রমাণ করা যে, আরবী ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করা নজরুলের জন্য অস্বাভাবিক কোন বিষয় ছিল না। বরং তাঁর মত কবিকেই কেবল মানায় কোন সিন্ধু পারের ছন্দের পাটাতনে বাংলা কবিতার সৌধ বিনির্মাণে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম , শৈশব, কৈশোর, পড়া-শোনা, সাহিত্য চর্চা, পবিবার-পরিজন ও সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নিয়ে, যাতে করে পাঠক কবির মানসলোকের সাথে যথাযথভাবে পরিচিত হতে পারে, যা এ অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝতে সহায়ক হবে ।

আরবী ভাষার উৎপত্তি, ক্রম.বিকাশ, বাংলাদেশে আরব বণিকদের আগমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশে আরবী ভাষার ব্যবহার ও চর্চা, বাংলা ভাষায় আরবী শব্দ ও ভাষার অনুপ্রবেশ, সর্বোপরি, বাংলা সাহিত্যে আরবী সাহিত্যের প্রভাব – এসব বিষয়ে, এ গবেষণা কর্মে, সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে । এর মধ্য দিয়ে এ ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাঙালি সমাজ জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব কত দূর প্রসারী এবং বাঙালি সমাজের মর্ম মূলের কতটা গভীরে এর প্রভাব প্রোথিত । এখানে এ কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, নিকট প্রতিবেশী (Next door neighbor) ভাষা হিন্দি কিংবা ঔপনিবেশিক ভাষা ইংরেজি নয়, সুদূরের আরবী কেন কবির কাব্য চর্চার অনুষঙ্গ হলো ।

এ গবেষণার শুরুতে এ আলোচনাও করা হয়েছে যে, কবি নজরুল যখন সাহিত্য চর্চা শুরু করেন, সেকালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবীর কী অবস্থা ও অবস্থান দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাঁর পূর্বসূরী বাঙালি কবিগণ তাঁদের কাব্য চর্চায় আরবী ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা কতটা প্রভাবিত ছিলেন ।

যেহেতু এ গবেষণা কর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ছন্দ, সে জন্যে, এখানে, ছন্দ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে । তারপরে কবিতার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং কবিতার সাথে ছন্দের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে । একই সাথে বাংলা ছন্দ ও আরবী ছন্দের কিছু জরুরি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । বাংলা ছন্দ ও আরবী ছন্দের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে উভয়ের মধ্যে মিল ও অমিল উভয়ই খোঁজা হয়েছে ।

নজরুল ভিন্ন আর যেসব বাঙালি কবি আরবী ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করেছেন বা তাঁদের কবিতায় আরবী ছন্দ ব্যবহার করেছেন তাঁদের সেসব কবিতা এ গবেষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সে সবের ছন্দ সমীক্ষা করা হয়েছে । উল্লেখ্য, নজরুল ভিন্ন যেসব বাঙালি কবি আরবী ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কবি যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত (১৮৮৭- ১৯৫৪ খৃ.) ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খৃ.) অন্যতম ।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, বাংলা কবিতায় আরবী ছন্দের ব্যবহার সর্বপ্রথম করেছেন বাংলা ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । কারণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা গেছেন ১৯২২ খৃস্টাব্দের ২৮ শে জুন । এদিকে নজরুলের আরবী ছন্দের কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের মার্চ/এপ্রিলে । অর্থাৎ সত্য কবির মৃত্যুর পর ।

তবে বাংলা কবিতায় আরবী ছন্দের ব্যবহারে নজরুল সত্যেনদত্তের অনূজ হলেও আরবী সবগুলো ছন্দে বাংলা কবিতা কেবল নজরুলই রচনা করেছেন । এ তথ্য ও সত্য, বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, নি.সন্দেহে প্রমাণ করা হয়েছে এ গবেষণা কর্মে । আর এটাই এ গবেষণা কর্মের উপজীব্য ।

সবশেষে, নজরুল কাব্যে ব্যবহৃত আরবী ছন্দের সমীক্ষণ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং নজরুল তাঁর সামগ্রীক কাব্য কর্মের যে কয়টি কবিতায় আরবী ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা সবই এ অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি ছন্দ সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে মূল আরবী ছন্দ ও তাদের "তাফ'ঈলাহ"গুলো উল্লেখ করা হয়েছে এবং মাত্রা চিহ্ন ব্যবহার করে বাংলা কবিতার শ্লোক ও আরবী ছন্দের "তাফ'ঈলাহ" পাশাপাশি দেখানো হয়েছে, যাতে সামান্য পরিমাণ আরবী জ্ঞান সম্পন্ন পাঠকও আরবী ছন্দের কারুকাজ বুঝতে সক্ষম হন। আর এটাই এ অভিসন্দর্ভের বিশেষত্ব, যা আর কোন সাহিত্য সমালোচনা বা গবেষণা কর্মে করা হয়েছে বলে জানা নেই।

আশা করি, গবেষণা কর্মটি বাংলা ছন্দ সমীক্ষকদের কাছে আদৃত হবে।

-গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ। বিশ্বের মোট বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ও মুসলমানরা মেজরিটি। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী। সাড়ে পাঁচ শ' বর্ষব্যাপী (১২০৪-১৭৫৭ খৃ.) বাংলায় মুসলিম শাসনকালে আরবী একটি বিশেষ ভাষার মর্যাদায় ছিল। ওই সময়ের মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যে ধর্ম নির্বিশেষে কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠ পোষকতা করেন বিপুল উৎসাহে। মহাভারতের ভূমিকায় কবি কৃত্তিবাসের কলমেই তার প্রমাণ দেয়া যাক –

নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসালো।
খুশি হৈয়া মহারাজ দিল পুষ্প-মাল্য ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিলা পাটের পাছড়া ॥

বিশ্বের আর পাঁচটি সাহিত্যের ন্যায় বাংরা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাকালে ও একে সমৃদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন ভাষার সেরা সাহিত্য কর্ম বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারিভাবে সে উদ্যোগ সর্ব প্রথম গ্রহণ করেন মুসলিম শাসকগণই। গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের আমলে (১৩৯৩-১৪১০ খৃ.) তো সংস্কৃত ভাষার সেরা সাহিত্য কীর্তি রামায়ন, মহাভারত, রাধা-কৃষ্ণ লীলা, মনসা মঙ্গল প্রভৃতি বাংলা ভাষায় অনুবাদের ধুম পড়ে গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকগণ ধর্ম ও বিশ্বাসের ভিন্নতার প্রশ্ন তোলেন নি। কবি শ্রীকর নন্দীর (পঞ্চদশ শতক) মহাভারতে অশ্বমেধ সর্গ দেখুন –

পন্ডিত মন্ডিত সভা খান মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি ॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনীর রচিত সংহিতা ॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখন্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানগণ রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকায় এবং তাদের উদার পৃষ্ঠ পোষকতার ফলে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের পাশাপাশি মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে আত্ম নিয়োগ করেন। তাদের সাহিত্য চর্চার মূল উপজীব্য ছিল কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের নানান কাহিনী। এসব কাহিনীর অধিকাংশই আরবী ভাষা ও সাহিত্য হতে গৃহীত হওয়ায় স্বভাবতই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা পর্বেই পড়তে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা পর্বের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছেন,

১. শাহ মুহাম্মদ সগীর (চতুর্দশ শতক),
২. জয়েন উদ্দীন (পঞ্চদশ শতক),
৩. মুজাম্মিল (পঞ্চদশ শতক),
৪. শাহ পরান (১৪৫০-১৫৫১ খৃ.),
৫. শাহ বিরিদ খান (১৪৮০-১৫৫০ খৃ.),
৬. শেখ ফয়জুল্লাহ্ (ষোড়শ শতক),
৭. দৌলত উজির বাহারাম খাঁ (ষোড়শ শতক),
৮. মুহাম্মদ কবীর (ষোড়শ শতক),
৯. হাজী মুহাম্মদ (১৫৫০-১৬২০ খৃ.),
১০. সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃ.),
১১. মীর মুহাম্মদ শফী (১৫৫৯-১৬৩০ খৃ.),
১২. নসরুল্লাহ্ খান (১৫৬০-১৬২৫ খৃ.),
১৩. মুহাম্মদ খান (১৫৮০-১৬৫০ খৃ.),
১৪. দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮ খৃ.),
১৫. মহাকবি আলাওল (১৬০৭-১৬৮০ খৃ.),
১৬. আব্দুল হাকীম (১৬২০-১৬৯০ খৃ.),
১৭. হায়াৎ মাহমুদ (১৬৮০-১৭৯০ খৃ.),
১৮. আলী রেজা (১৬৯৫-১৭৮০ খৃ.),
১৯. মুহাম্মদ মুকিম (১৭০০-১৭৭৫ খৃ.) এবং
২০. সৈয়দ হামজা (১৭৩০-১৮১৫ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় দীর্ঘ মুসলিম শাসনে বাংলা ভাষা আরবী, ফারসি ও উর্দুর একটি মিশেল ভাষায় রূপ নিয়েছিল। তাতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধই হয়েছিল এবং হিন্দু কি মুসলিম সকল বাঙালিই ওই ভাষা ব্যবহারে সমান আগ্রহী ছিলেন। ১৭৭৮ সালের ২৬ শে জুলাই তারিখে লেখা জনৈক বাঙালি হিন্দুর একটি অফিশিয়াল চিঠির নমুনা দেখুন। ভদ্র লোক লিখেছেন –

শ্রী রাম,

গরীব নেওয়াজ সেলামত। আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম শিকিস্তি হইয়াছে- সেই দুই গ্রাম পয়স্তি হইয়াছে- চাকালে একবেলপুরের শ্রী হরেকৃষ্ণ রায় চৌধুরী আজ জবরদস্তি দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মালগুজারির সরবরাহতে মারা পড়িতেছি। উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমি ও এক চোপদার সরেজমিনেতে পঁহুচিয়া তোরফেলকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন।

ইতি। ১১৮৫, তারিখ ১১ শ্রা

ফিদবি

জগতাধিব রায়।

ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি ও বালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ A Grammar of the Bengali Language (বাংলা পাঠ ও বাংলা লিপি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা হিসাবে) এর রচয়িতা (১৭৭৮ খৃ.) নাথানিয়েন ব্রাসি হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০) স্বীকার করেছেন, এ যুগে তারাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যারা ভারতীয় ক্রিয়া পদের সাথে অজস্র আরবী-ফারসি বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত ব্যাকরণ "ভোকাবুলারিও"। এটি পর্তুগীজ ভাষায় ১৭৪৩ খৃস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিজবন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

সজনী কান্ত তাঁর "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, এক হিসাবে ১৭৭৮ সালে যে ভাষার আত্ম প্রকাশ দেখছি তা দেশে মুসলমান প্রভাবের ফল। লক্ষণীয়, ১৭৭৮ সালে কিন্তু মুসলমানরা বাংলার শাসন ক্ষমতায় নেই। মুসলমানরা বাংলার মসনদ হারান সেই ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন। ১৭৭৮ সালে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার ভাগ্য বিধাতা ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫ খৃ.)। সুতরাং ১৭৭৮ সালের ২৬ শে জুলাই তারিখে জগতাধিব রায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে যে নালিশনামা লিখেছেন তাতে আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহারে বাধ্য হবার কোন কারণ ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা নিশ্চিন্তে বলা যায়, অস্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যদি ইংরাজের উৎপাত দেখা না দিত এবং পরবর্তী কালে যদি ইংরাজ বাংলা তথা ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহের ওপর বল প্রয়োগ না করতো তবে হিন্দি যেমন তার আদি বর্ণ আরবীতে লেখা হত তেমনি বাংলা ও সংখ্যা গরিষ্ঠের যোগ্য ভাষা রূপেই প্রগতির পথে অগ্রসর হত। ইংরাজ তথা উইলিয়াম কেরি (১৭৬১- ১৮৩৪), শ্রীরামপুর ব্যপ্টিস্ট মিশন (জানুয়ারি ১০, ১৮০০ খৃস্টাব্দে কোলকাতার নিকটস্থ ড্যানিশ উপনিবেশে প্রতিষ্ঠিত) এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০১ খৃ.) জবরদস্তির ফলে বাংলা ভাষা যেভাবে রাতারাতি আকৃতি পরিবর্তন করে বিকৃতাবস্থায় একটি মৃত ভাষার পায়ে আত্ম সমর্পণ করলো তাতে বিবেকবান কবি-সাহিত্যিক মাত্রই বিক্ষুব্ধ হলেন। সেই বিক্ষোভ মহানাদে বিস্ফোরিত হল নজরুল কাব্যে।

বুদ্ধিবৃত্তিক দস্যুতায় ইংরাজের প্রধান চেলা উইলিয়াম কেরি (১৭৬২-১৮৩৪ খৃ.) যেখানে বাংলা ভাষা হতে মুসলমানির চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে চেয়েছিল সেখানে নজরুল তাঁর প্রতিরোধমূলক কাব্যে লিখলেন –

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া !
বুজ্‌দিল্ ঐ দুশমন সব বিল্‌কুল্ সাফ হো গিয়া !
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া,
হুর্‌রো হো !
হুর্‌রো হো !

– কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা

Dhaka University Institutional Repository

কেরির মুখে ছাই দিয়ে নজরুল রচনা করলেন –

উর্‌জ্‌ য়্যামেন্‌ নজ্‌দ হেযাজ্‌ তাহামা ইরাক্‌ শাম
মেসের ওমান্‌ তিহারান-স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম ।"
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর-পরী মরি ফির্‌দৌসের হাম্মাম্‌ !
টলে কাঁখের কলসে কওসর্‌ ভর্‌, হাতে 'আব্‌-জম-জম্‌-জাম্‌' ।
শোন্‌ দামাম কামান্‌ তামাম্‌ সামান্‌
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম্‌ !"
... ...
'সাবে ঈন্‌'
তাবে ঈন্‌
হ'য়ে চিল্লায়্‌ জোর "ওই ওই নাবে দীন !"
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্‌ মানাত'-এর ওয়ারেশীন ।
রোয়ে "ওয্‌যা-হোবল্‌' ইবলিস্‌ খারেজিন,–
কাঁপে জীন্‌ !
... ...
রণে তাই ত বিশ্ব-বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ–
"ওয়ে মার্‌হাবা ওয়ে মার্‌হাবা এয়্‌ সরওয়ারে কায়েনাত !"
... ...
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ'তে জোর-শোর আসে,
ভাসে 'কালাম'–
"এয় শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ সালাম !"
– ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌-দহম্‌ (আবির্ভাব), বিষের বাঁশী

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধে লিখেছেন, এই আরবী-ফারসি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন। ... ...। ঐ একটু ভাল শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিন দেশি কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমি ও আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরু ও কত দিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন। ... ...। আমি শুধু "খুন" নয়– বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব কাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। ...

... ...।

নজরুল এসব কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁর একটি গানে 'খুন' শব্দ ব্যবহারের সমালোচনার জবাবে। ওই গানের একটি লাইন এরকম–

"উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।"

নজরুলের প্রবন্ধ থেকে এত লম্বা উদ্ধৃতি দেয়ার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যে, নজরুল তাঁর কাব্যকর্মে অজস্র আরবী তথা মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করেছেন সজ্ঞানে, সচেতনভাবে এবং একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানির পুণ:প্রতিষ্ঠা এবং উইলিয়াম কেরি গং এর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা। উইলিয়াম কেরিদের ষড়যন্ত্র নির্মূল করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অস্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মিলিত প্রয়াসে যে মুসলিম ভাবধারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কেবল সেটুকু পুণ:প্রতিষ্ঠা নয় , নজরুলের প্রয়াস ছিল ততোধিক। তিনি বাংলা কাব্যে আনলেন নতুন মাত্রা। আমদানি করলেন নতুন ছন্দ। সর্বোপরি, আরবী ছন্দের বাংলা কবিতা। এ অসম্ভব কী করে সম্ভব হল, এ অবাস্তব কী করে বাস্তব হল – সে গল্পই শোনাবো এ অভিসন্দর্ভে। চলুন, তাহলে শোনা যাক সেই গল্প।

-গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী

জন্ম ও বংশ পরিচয়

কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১১ তারিখ মঙ্গলবার। ইংরাজি হিসাবে এ দিনটি ১৮৯৯ সালের মে মাসের ২৪ তারিখ। ভোর পাঁচটা। গ্রাম- চুরুলিয়া, থানা- জামুরিয়া, মহকুমা- আসানসোল, জেলা- বর্ধমান। এটা বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত। কবির -

পিতার নাম- কাজী ফকির আহমদ;
পিতামহের নাম- কাজী আমিনুল্লাহ;
মাতার নাম- জাহেদা খাতুন;
মাতামহের নাম- মুনশী তোফায়েল আলী।

কবির জন্মের সময় আকাশ ছিল বৃষ্টি ভেজা।প্রকৃতিতে ছিল ঝড়ের তান্ডব। ক্ষণে ক্ষণে চলছিল বজ্রপাত। ঝড়ের আঘাতে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। চারদিকে কান্নার রোল ওঠে। পশু পাখিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। প্রকৃতির রুদ্র রোষানলে সবকিছু ওলট পালট হয়ে পড়ে। এমনি প্রচন্ড ঝড়ের সময় এক ক্রুদ্ধ নবজাতকের জন্ম মুহূর্তের কান্নার চিৎকারের পর আজান ধ্বনিত হয়। ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে চির বিদ্রোহী মহাবীর জন্ম নিলেন। নজরুল তাঁর এক কবিতায় জন্ম মুহূর্তটিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

শোনো সবে জন্ম কাহিনী মোর
আমার জন্ম ক্ষণে উঠেছিল
ঝঞ্ঝা তুফান ঘোর।
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও
ভেঙে ছিল গৃহদ্বার
ইস্রাফিলের বজ্র বিষাণ
বেজেছিল অনিবার।[১]

জন্মেই নজরুল প্রকৃতির রুদ্ররূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই বৈরী প্রকৃতিই নজরুলকে করে বিদ্রোহী, দৃঢ়চেতা ও সাহসী। ছোট বেলায় নজরুলের নাম ছিল 'দুখু মিয়া'। নজরুলের জন্মের পূর্বে চার সন্তান শিশু

---

১. দেলওয়ার বিন রশিদ, নজরুলের শৈশব ও কৈশর (ঢাকা: দৈনিক ইত্তেফাক, অগাস্ট ২৪, ২০০৭ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় মৃত্যু বরণ করায় পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'দুখু মিয়া'। এ নাম ছাড়াও ছেলে বেলায় তাঁকে 'ক্ষ্যাপা' এবং 'নজর আলী' নামে ডাকা হত।

নজরুল ইসলামের পূর্ব পুরুষগণ পাটনার হাজীপুরের অধিবাসী ছিলেন। মোঘল বাদশা শাহ আলমের সময় (১৭৫৯-১৮০৬ খৃ.) তারা চুরুলিয়ায় অভিবাসিত হন। মোঘল আমলে চুরুলিয়ায় একটি বিচারালয় ছিল, যার সঙ্গে নজরুলদের কাজী পরিবারের সম্পর্ক ছিল। মোঘল আমল থেকেই এ কাজী বংশ 'আয়মা' সম্পত্তি ভোগ করে আসছিলেন। কয়লা অঞ্চল বলে খ্যাত আসানসোলের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম চুরুলিয়া। চুরুলিয়া গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে অজেয় নদী। নজরুলদের চুরুলিয়ার বাড়ির পূর্ব পাশে রয়েছে রাজা নরোত্তম সিংহের গড়, আর দক্ষিণ পাশে 'পীর পুকুর'। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, হাজী পাহলোয়ান নামে জনৈক পীর এ পুকুরটি খনন করিয়েছিলেন। পীর পুকুরের পূর্ব পাড় অর্থাৎ নজরুলদের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হাজী পাহলোয়ান পীরের মাজার রয়েছে। পুকুরটির পশ্চিম পাড়ে রয়েছে একটি মসজিদ। নজরুলের বাবা এবং দাদা উভয়ে এই মাজার ও মসজিদের আজীবন খাদেম ছিলেন। নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদ স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন। সাধকবৃত্তি তাঁর স্বভাবগত ছিল। প্রত্যহ মাজার শরীফে সাঁঝ বাতি দেয়া এবং মসজিদে বসে 'এশার নামাজ পর্যন্ত তসবিহ-তেলাওয়াত করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পারিবারিক এ সিলসিলা কিশোর নজরুলের জীবনেও গড়িয়েছিল। নজরুল কিছু দিন ওই মাজার ও মসজিদের খিদমত করেছেন।

কাজী ফকির আহমদের দুই স্ত্রী, সাত পুত্র ও দুই কন্যা। নজরুলের সহোদর তিন ভাই ও এক বোন। তিন ভাই যথাক্রমে কাজী সাহেবজান, কাজী নজরুল ইসলাম ও কাজী আলী হোসেন। বোন উম্মে কুলসুম। কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কাজী সাহেবজানের জন্মের পর আরো চারপুত্রের জন্ম ও মৃত্যু হয়। তারপরে জন্ম হয় কাজী নজরুল ইসলামের। চার পুত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম হলে বাবা-মা আদর করে তাঁকে ডাকতেন 'দুখু মিয়া'। নজরুলের বয়স যখন আট বছর তখন ১৯০৮(চৈত্র ৭,১৩১৪ বঙ্গাব্দ) সালে পিতা- কাজী ফকির আহমদ মারা যান। বাবার সংসার বৈরাগ্য আর আশুমৃত্যু নজরুলের জীবনে 'দুখু মিয়া' নামকে নির্মমভাবে সার্থক করেছে। যে বয়সে বাবা-মার স্নেহের ছায়ায় শিক্ষালাভের মধ্যদিয়ে বেড়ে ওঠার কথা

Dhaka University Institutional Repository

সে বয়সে নজরুল শিশু শ্রমিক হিসাবে এখানে ওখানে জীবিকান্বেষণে ছুটে বেড়িয়েছেন। অভাবী সংসারের সন্তান হিসাবে নজরুল প্রথম অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেন বাড়ির পার্শ্বস্থ পীর পাহলোয়ানের মাজার, মসজিদ ও মক্তব থেকে। এখানকার মাজারের খাদেম, মসজিদের মুয়াজ্জিন আর মক্তবের ওস্তাদ সবই তাঁকে হতে হয়েছে জীবনের প্রয়োজনে। মক্তবের ক্ষুদে শাগরেদরা তাঁকে 'ছোট ওস্তাদজী' বলে ডাকতো ।

নজরুলের কৈশরে চুরুলিয়া অঞ্চলে 'লেটো নাচ' নামে এক প্রকার যাত্রাভিনয় প্রচলিত ছিল। কিশোর নজরুলের অন্তর্গত কবি প্রতিভা ও সুরের সম্মোহন অচিরেই নজরুলকে এ পথে প্রলুব্ধ করে। বাবার চাচাত ভাই কাজী বজলে করিম ও কাজী ফজলে আহমদ প্রমুখের দেখাদেখি নজরুলও লেটোদলের জন্যে বেশ কিছু গীতিনাট্য, প্রহসন, মারফতি, পাঁচালী ও কবিগান রচনা করেন। তাতে কিছু কামাইও হয়। এটা নজরুলের জীবনে দ্বিতীয় উপার্জন প্রচেষ্টা।

বয়স তখনও ১১/১২ বছর। বর্ধমানের আন্ডাল ব্রাঞ্চ রেল স্টেশনের অদূরে একদিন বাসুদেবের গানের আসরে নজরুলকে পারফর্ম করতে দেখেই অনুগ্রহবশত তুলে নেন একজন খৃষ্টান রেল গার্ড। জীবিকার্জনের তৃতীয় উপায় নজরুল খুঁজে পান রানীগঞ্জ রেলস্টেশনের এই গার্ডের বাসায়। এখানে নজরুলের কাজ ছিল গার্ড ভদ্রলোকের বাসার জন্য বাজার সওদা করা, বাসায় রান্নার কাজ করা, বর্ধমান আন্ডাল ব্রাঞ্চ রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রসাদপুর বাংলোয় গার্ড সাহেবকে পৌঁছে দেয়া, আর গার্ড সাহেবের স্ত্রী হিরণ প্রভা ঘোষকে গান শোনানো। কোন এক ফ্যাসাদে পড়ে নজরুল ওই আশ্রয় ছাড়লেন দুই মাসের বেতন বাবদ ৫০ টাকা নিয়ে ।

নজরুল গেলেন মহকুমা শহর আসানসোলে। ওখানে এম.বখ্‌শ অথবা আবদুল ওয়াহেদ নামক এক লোকের বেকারিতে মাসিক ১ টাকা অথবা ৫ টাকা বেতনে চাকুরি নিলেন। কাজ ময়দা মাখা। নজরুল ছড়া কাটতেন 'মাখতে মাখতে গমের আটা / ঘামে ভিজল আমার গাটা'। বেকারীর মালিক এই অসহায় শিশু শ্রমিকের রাতে থাকার কোন ব্যবস্থা না করায় নজরুল আর পাঁচজন অসহায় বালকের মত রাতে

Dhaka University Institutional Repository

ঘুমুবার জন্যে বেছে নিলেন বেকারীর পার্শ্বস্থ একটি ত্রিতল দালানের সিঁড়ির তলা। এ দালানে ভাড়া থাকতেন পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহ।

একদিন সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে ওপরে ওঠার সময় ঘুমন্ত নজরুলকে দেখে দারোগা সাহেবের মায়া হল, যাকে প্রায়শই সুর করে পুঁথি পড়তে শুনতেন রাতের অবসরে আসর জমিয়ে এ সিঁড়ির তলায়। গভীর দৃষ্টি দারোগা সাহেব এ অসহায় শিশু শ্রমিকের মাঝে এক অমিত সম্ভাবনার আলো দেখতে পেলেন। তিনি নজরুলকে শিশু শ্রম থেকে মুক্ত করে আপন সাধ্যের মধ্যে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন। সেটা তাঁর ত্রিশালে, ময়মনসিংহ জেলা শহরের দক্ষিণে,ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ওপর অবস্থিত দারোগা সাহেবের বাড়ি, কাজীর সিমলা গ্রামে, বর্তমানে যেখানে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়' অবস্থিত। কিন্তু ওই গ্রামে ওই সময় (১৯১৪ খৃ.) কোন হাইস্কুল না থাকায় তিনি নজরুলকে ভর্তি করে দেন প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী দরিরামপুর হাইস্কুলে। অনাথ বালকের উদাস মন প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় একনিবিষ্ট না হলেও অলৌকিক মেধার জোরে নজরুল সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম কি দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করেই নজরুল কাউকে কিছু না জানিয়ে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। যাই হোক, কাজী রফিজ উল্লাহ্‌র হাত ধরেই কাজী নজরুলের শিশু শ্রমিক জীবনের অবসান হয়। এক কাজীর কৃপায় আর এক কাজী মহামুক্তির উপায় খুঁজে পান। চুরুলিয়ায় স্ববংশীয় সামর্থবান কাজীরাতো এ টুকুও কেউ করেননি। তাদের এ অমানবিকতার মাশুল এই যে, ইতিহাস তাদের মনে রাখেনি। নজরুলের মত একজন মহাকবি ও মহামানবের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে যেখানে ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে আসানসোল শহরের বেকারীওয়ালা আবদুল ওয়াহেদ সেখানে নজরুলের স্ববংশীয় কোন বিত্তবানের নামও উল্লেখ করে না ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা জীবন

চুরুলিয়ার মক্তবে নজরুলের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ১৯০৩ বা ১৯০৪ সালে। ১৯০৯ সালে নজরুল এ মক্তবের পাঠ সমাপ্ত করেন। এখানে নজরুল মূলতঃ ধর্মীয় শিক্ষাই অর্জন করেছেন। এ মক্তবের একজন শিক্ষক ছিলেন কাজী ফজলে আহমদ সিদ্দিকী। বলা হয়, নজরুলের ফারসি শেখায় হাতে খড়ি পড়েছিল তাঁর কাছে। পরে কাজী বজলে করিমের কাছেও নজরুল ফারসি শিখেছেন। ইনি ছিলেন নজরুলের পিতার চাচাত ভাই। মক্তব পাশ করে নজরুল কিছু দিন ওই মক্তবেই শিক্ষকতা করেন। এরই মধ্যে জড়িয়ে পড়েন লেটোদলে । উপার্জনতো কিছু মক্তবের শিক্ষক হিসাবেও হচ্ছিল । কারণ ওই পেশায় মোল্লাগিরির বাড়তি সুবিধাও পাওয়া যায় । কিন্তু নজরুল মক্তবের মোদাররেসি আর পাড়ার মোল্লাগিরি ছেড়ে যোগ দিলেন লেটোদলে । এখানে নজরুলকে টেনে এনেছিল মূলত. তাঁর বিকাশোন্মুখ কবিসত্তা । এভাবে কেটে যায় এক বছর, ১৯১০ সাল । নজরুল ফিরে যান পাঠশালায় ।

১৯১১ সাল। নজরুল ভর্তি হন বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার মাথরুন গ্রামে অবস্থিত নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে । ষষ্ঠ শ্রেণীতে । এখানে নজরুল ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে পান কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিককে, যিনি পরে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন । ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ করে নজরুল আবারো বিদ্যালয় ত্যাগ করেন । এখানে ওখানে রুটি রুজির চেষ্টা করেন। পুনরায় যোগ দেন লেটোদলে । এভাবে কেটে যায় আরো দু'বছর । ১৯১২ ও ১৯১৩ সাল । ১৯১৪ সালে নজরুল পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহর অনুগ্রহে এবং তাঁর বড় ভাই কাজী সাখাওয়াত উল্লাহর আনুকূল্যে বর্ধমান ত্যাগ করে মোমেনশাহীর ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি হন সপ্তম শ্রেণীতে । ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা সমাপ্ত করে নজরুল ফিরে যান বর্ধমান ।

১৯১৫ সালে ভর্তি হন সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে, অষ্টম শ্রেণীতে। ১৯১৬ সালে নবম শ্রেণী পাশ করে ১৯১৭ সালে ভর্তি হন দশম শ্রেণীতে, একই স্কুলে । পড়াশোনা ভালই চলছিল । শিক্ষকদের আশা ছিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে নজরুল স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু সময়টা ভাল ছিল না। সময়টা ছিল যুদ্ধের।প্রথম বিশ্বযুদ্ধ(১৯১৭-'১৯ খৃ.)। ইউরোপীয় মোড়লদের স্বার্থযুদ্ধ। এ যুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

একটি পক্ষ হিসাবে ইংরাজ তার উপনিবেশ থেকেও সৈন্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। গোলামীর গত ১৬০ বছরে (১৭৫৭-১৯১৭ খৃ.) কখনও বাঙালিদের সৈনিকের চাকুরি না দিলেও এবার সে নিরুপায়। গঠন করে বাঙালি পল্টন।

স্কুলে চলছে প্রিটেস্ট পরীক্ষা । এমন সময় ডাক পড়ে নব গঠিত বাঙালি পল্টন থেকে । শহর ও শহরতলীর দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটা হয়েছে সৈন্য ভর্তীর বিজ্ঞাপন দিয়ে। নজরুল যেন এমন বিজ্ঞাপনই খুঁজছিলেন। রাখ্ পরীক্ষা, চল্ যুদ্ধে। পরীক্ষা ফেলে নজরুল ছুটলেন যুদ্ধে। সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি চলে গেলেন করাচি। একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে নজরুল এমন সিদ্ধান্ত কেন নিলেন সে প্রশ্নের জবাব নজরুলের পরবর্তী জীবন। যাই হোক, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা নজরুলের এখানেই শেষ । সে সাথে শেষ হয় তাঁর শিক্ষা জীবনও ।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের বৈবাহিক জীবন

কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন 'তহমিনা', 'পথিক হাওয়া', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা নার্গিস আসার খানমের সাথে, ১৯২১ সালের ১৭ জুন তারিখে। নার্গিসের আসল নাম সৈয়দা খাতুন। ডাক নাম ছিল দুবরাজ। সকলে দুবি বলে ডাকতো। একটি ইরানি ফুলের নামে নজরুল তাঁর পরিণীতার নাম দিয়েছিলেন নার্গিস। ইনি স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও প্রকাশনা ব্যবসায়ী আলী আকবর খানের ভাগ্নী। বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে। নার্গিস ও নজরুলের পারস্পরিক ভালবাসার মধ্য দিয়ে এ বিয়ে সম্পন্ন হলেও অন্যের প্ররোচণায় এ বিয়ে বিয়োগাত্মক রূপ নেয়। প্ররোচণাদাতা স্বয়ং নজরুলের বরযাত্রী কুমিল্লার কান্দির পাড়ের ইন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের স্ত্রী বিরজা সুন্দরী দেবী, মি. কুমার সেনের বিধবা ভ্রাতৃবধু গিরিবালা দেবী এবং নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ।[১] নার্গিসের নিজের কথায়, "গিরিবালা দেবী ও বিরজা সুন্দরী দেবীরা ওকে (নজরুল) বোঝাতে লাগলো যে, মামার উদ্দেশ্য খুব খারাপ। বিয়ে করলেই আটকা পড়বে। বিয়ে হল, বাসর হল। ও আমাকে বাসর রাতেই তার সঙ্গী হয়ে দৌলতপুর ত্যাগ করতে বলল। কত মিনতি করলাম। তবু ভুল বুঝলো। ছুটে গেল বিরজা সুন্দরী দেবীদের পরামর্শের জন্য। অনেকটা স্বাভাবিক হয়েই সকালে নাস্তা টাস্তা করে বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্তের সঙ্গে কুমিল্লা রওয়ানা হল। বললো, দেশের বাড়িতে যাবো, আত্মীয় স্বজন এসে আমাকে শ্রাবণ মাসে নিজ বাড়িতে নেবে।"[২] ওটাই ছিল নার্গিসের সাথে নজরুলের শেষ দেখা। নার্গিস অপেক্ষা করলেন সাড়ে সতের বছর। নজরুল এলেন না। নার্গিস অবশেষে ১৯৩৮ সালের ১২ ডিসেম্বর তাঁর মামা আলী আকবর খানের প্রকাশনা শিল্পের সহযোগী কবি আজিজুল হাকিমের পাণি গ্রহণ করেন। এদিকে নজরুল ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল কোলকাতার ৬ নম্বর হাজী লেনের বাড়িতে বিধবা গিরিবালা দেবীর ষোড়শী কন্যা আশালতা সেন গুপ্তা ওরফে দুলির সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রিয় চরিত্র মেঘনাদ-এর স্ত্রীর নামানুসারে নজরুল তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম দেন প্রমীলা। প্রমীলার ঔরসে নজরুলের চার পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এদের মধ্যে কৃষ্ণ মুহাম্মাদ ও বুলবুল শৈশবে মারা যায়। কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ মারা যান পরিণত বয়সে। প্রমীলার মৃত্যু হয় ৩০শে জুন, ১৯৬২।

---

[১] তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (কুমিল্লা : তিতাস প্রকাশনী, ১৯৯০) পৃ. ১৫৫ :

২. বুলবুল ইসলাম, অন্তরঙ্গ আলোকে কবি-প্রিয়া (ঢাকা :দৈনিক সংগ্রাম, মে ৩০, ১৯৮২)।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কবি জীবন

কাজী নজরুল ইসলাম একজন স্বভাব কবি। অলৌকিক কবি প্রতিভা নিয়েই জন্মে ছিলেন এই 'নসীবের গোলাম'। নজরুলের শিল্পী-সত্তার প্রকাশ ঘটে মাত্র ১০/১১ বছর বয়সেই। যখন নজরুল সবেমাত্র মক্তবের পাঠ চুকিয়ে (১৯০৯ সাল) জীবন ও জীবিকার দায়ে স্থানীয় লেটোদলে যোগ দেন। এ সম্পর্কে নজরুলের জনৈক আত্মীয় লিখেছেন, বাড়ির অবস্থা ভাল ছিলনা, তাই নজরুল এসব লেটো দলে যান। এখানে তিনি নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। তার বয়স তখন বার তের বছর মাত্র। অথচ এ বয়সের রচনা তার এত ভাল হতে লাগলো যে, ক্রমে তিনি নিমসা, চুরুলিয়া ও রাখপুরা এ তিনটি 'লেটো নাচের দল' এ নাটক রচনার ভার পেয়ে গেলেন। এ সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও 'মেঘনাদ বধ' নামে একটি নাটক রচনা করেন। [১]

লেটোদলের সাথে কাজ করা কালে নজরুল বেশ কিছু আখ্যায়িকামূলক নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। যেমন- চাষার সং, মেঘনাদ বধ, শকুনি বধ, দাতাকর্ণ, রাজপুত্র ও আকবর বাদশাহ। লেটোদলে কাজ করে নজরুল একদিকে পিতৃহীন পরিবারে আর্থিক অবদান রাখার সুযোগ পান। অন্যদিকে তিনি ওই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবার প্রয়াস পান। সর্বোপরি এ অবলম্বন. কিশোর নজরুলের মাঝে ভাবি কালের কালোত্তীর্ণ কবি সত্তার সঙ্কেত দিয়ে যায়। জানা যায়, ওই অঞ্চলের সমকালীন সুখ্যাত কবিয়াল 'গোদা কবি' শেখ চকোর লেটোদলের কিশোর সর্দার নজরুলকে 'ব্যাঙাচি' আখ্যা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন, এ 'ব্যাঙাচি' বড় হয়ে একদিন সাপ হবে। মহাকাল প্রত্যক্ষ করেছে, ওই 'ব্যাঙাচি' কালে কেবল 'সাপ'ই হয়নি অজগর হয়ে রবীন্দ্র-সাম্রাজ্যে ছোবল ও দিয়েছিল।

কালে যিনি জগৎ কাঁপাবেন তিনি আর মক্তবের তালিম নিয়ে তুষ্ট থাকতে পারেন না। পথ যত বন্ধুরই হোক বিদ্যাশিক্ষার পানে তাঁকে ফিরতেই হবে। মক্তব পাশ নজরুল গিয়ে ভর্তি হন মঙ্গলকোট থানার মাথরুন গ্রামের নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে, ১৯১১ সালে। বছর খানেক এ স্কুলে পড়ার পর অভাব অনাথ নজরুলকে আবারো টেনে আনে পথে। আবারো লেটো গান। এভাবে কেটে যায় আরো দু'বছর। বিদ্যা বুভুক্ষু

---

১. কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, নজরুলের বাল্য জীবন, কবিতা, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল আবারো ফিরে যান বিদ্যালয়ে। এবার আর মাথরুনে নয়। ময়মনসিংহে। দরিরামপুর হাইস্কুলে। সপ্তম শ্রেণীতে। ১৯১৪ সালে। সে বার সেই স্কুলে বার্ষিক যে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছিল তাতে নজরুল কোন মহড়া বা প্রস্তুতি ছাড়াই যেভাবে পারফর্ম করেছেন তার মধ্যেও অদূর ভবিষ্যতের এক যুগস্রষ্টার ইঙ্গিত ছিল। মা আর মাতৃভূমির মায়ায় কিশোর নজরুল দরিরামপুর হাইস্কুল ত্যাগ করে ফিরে আসেন বর্ধমান।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাস। অভিভাবক ও সহায়-সম্বলহীন নজরুল খুঁজছিলেন এমন এক স্কুল যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি থাকা খাওয়ার ও বন্দোবস্ত হবে। সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল ছিল ওই রকমই একটি বিদ্যালয়। নজরুল অবৈতনিক শিক্ষা-সুযোগের আবেদন করলেন। যে কারণেই হোক নজরুলের আবেদন নামঞ্জুর হল। এ খবরটি তাকে জানান তার জনৈক বন্ধু। উত্তরে নজরুল ওই বন্ধুকে যে হৃদয় স্পর্শী পত্র লিখেন তা ছাত্র বন্ধুটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে দেখান। অস্টম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু একটি বালক এ রকম চিঠি লিখতে পারে তা প্রধান শিক্ষক মহোদয় যেন কল্পনাও করতে পারেন না। তিনি এ পত্র রচয়িতা বালকের মাঝে ভাবি কালের মহামানবের লক্ষণ দেখতে পান। তিনি নজরুলের জন্যে বিনা খরচে অধ্যয়ন, বিনা খরচায় বোর্ডিঙে থাকা-খাওয়া সে সাথে রাজবাড়ি থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন। এখানে ভর্তি হয়ে নজরুল স্থিতু হন। পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চাও অগ্রসর হতে থাকে। রায় সাহেব এম. চ্যাটার্জি (রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়)র অর্থানুকূল্যে নজরুল এখানে শুরু করেছিলেন 'দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন'। এ নতুন জীবনে এসে জুটলো এক নতুন বন্ধু, পরবর্তী কালের প্রখ্যাত কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-'৭৬ খৃ.), রায় সাহেবের দৌহিত্র। মা মারা যাওয়ায় শৈলজা নানার আশ্রয়ে এখানে বেড়ে উঠছিল। শৈলজা তখন পড়তেন রাণীগঞ্জ হাইস্কুলে। নজরুলের উৎকৃষ্ট গুণাবলী সমাজের ওপর তলার এ কিশোরকে সহজেই আপন করে নেয়।

সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র থাকা কালে (১৯১৫ থেকে ১৯১৭ : অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী) নজরুল রচনা করেন 'করুণ গাথা', 'বেদন-বেহাগ' ও 'চড়ুই পাখির ছানা'। এ তিনটি কাব্যকর্মে নজরুল বাংলা কবিতার প্রধান তিন ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। সেই ১৬/১৭ বছর বয়সেই

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল প্রধান প্রধান বাংলা ছন্দগুলো আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, এটা বিস্ময়কর। মজার ব্যাপার হল, যে বালক মাত্র দু'বছর আগেও লেটোগানের ওস্তাদ ছিল, কবিয়াল স্বভাব দোষে আক্রান্ত ছিল সে বালক এত সহজে নিজেকে কবিয়ালদের প্রভাব মুক্ত করে শালীন ও আধুনিক রচনা ভঙ্গির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হল।

সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের দিনগুলো নজরুলের ভালই কাটছিল। ভাল স্কুল, ভাল শিক্ষক মণ্ডলী। বিশেষ করে ফারসি ভাষার শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবীর সাথে নজরুলের হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল ভালই। নজরুল শৈশবে চাচা কাজী বজলে করিম ও মক্তবের শিক্ষক কাজী ফজলে আহমদের কাছে ফারসি শেখার যে তালিম নিয়েছিলেন সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক হাফিজ নূরুন্নবীর কাছে তা আরো এক ধাপ এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এ সময় তিনি ফারসি ভাষা শেখার পাশাপাশি ফারসি কবিতা এবং ফারসি কবিদের ব্যাপারেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ স্কুলে অধ্যয়ন কালে বিনা খরচে থাকা-খাওয়া ও মাসিক বৃত্তি পাওয়ায় আর্থিক সঙ্কটও ছিলনা। বরং ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের পড়াশোনার জন্যে দু'চার টাকা দিতে পারতেন। তার ওপর ছিল শৈলজার মত সাহিত্য সমঝদার ও ধনিক শ্রেণীর বন্ধু। এসবের কোন কিছুই নজরুলকে সিয়ারসোলে আটকে রাখতে পারেনি।

১৯১৭ সাল। নজরুল দশম শ্রেণীর ছাত্র। তখন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ চলছিল। বাঙালি জনতার দাবীর প্রেক্ষিতে ইংরাজ যে বাঙালি পল্টন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে তাতে সৈন্য ভর্তির জন্যে আর সব বাঙালি শহরের ন্যায় রাণীগঞ্জ শিল্প শহরের দেয়ালেও পোস্টার সাঁটা হয়েছে সৈন্যদলে যোগ দানের আহ্বান জানিয়ে । নজরুলের মন উড়াল দিল। সিদ্ধান্ত নিলেন, আবারো তিনি স্কুল পালাবেন। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে শৈলজাকে সঙ্গী করে নজরুল ছুটলেন কোলকাতায়। কিন্তু রিক্রুটিং কালে শৈলজানন্দ বাদ পড়লেন। টিকে গেলেন নজরুল। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে লাহোর হয়ে নজরুল পৌঁছুলেন নৌশেরা। তিন মাস নৌশেরায় ট্রেনিং নিয়ে যেতে হল করাচি। করাচি সমুদ্র বন্দরের উপকণ্ঠে গানজা লাইন। বর্তমান নাম আবিসিনিয়া লাইন। এখানে সৈন্যদের ব্যারাক। এভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবেই শুরু হয় নজরুলের সংক্ষিপ্ত সৈনিক জীবন। কঠোর পরিশ্রম , পূর্ণ আন্তরিকতা ও যোগ্যতার জোরে নজরুল স্বল্পকালের মধ্যেই 'ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার' পদে

Dhaka University Institutional Repository

প্রমোশন পান এবং সৈন্যদলের রসদ ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

ইংরাজের অধীনে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিলেন নজরুল। কী ছিল তাঁর মনে ? জর্মনদের হাত হতে ভারত বর্ষে ইংরাজের অপদখলকে হেফাজত করা ? (ইংরাজ কর্তৃক পল্টন গঠনের উদ্দেশ্যতো তাই।) নাকি বেকারত্ব ঘোচানো ? বেকারত্ব ঘোচানোর জন্যে একজন সম্ভাবনাময় মেধাবি তরুন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের আগ মুহূর্তে স্কুল ত্যাগ করবেন কেন ? তাও আবার এমন চাকুরির জন্যে যা একটি বিশেষ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। পরিস্থি পাল্টে গেলে পল্টন থাকবে না । থাকবে না নজরুলের চাকুরি ও। তাছাড়া সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে নজরুল তার অতীত জীবনের তুলনায় রাজার হালেই ছিলেন। তাহলে কেন এই রণক্লান্ত বালক তার নিশ্চিন্ত অবস্থা ত্যাগ করে আবারও অনিশ্চিতের যাত্রী হবে ? ১৯১৭ সালে উদ্ভূত এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই আমরা ১৯২২ সালে। পাঁচ বছর পরে।' বিদ্রোহী ' কবিতায়। যখন তিনি ঘোষণা করেন –

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে- বাতাসে ধ্বনিবে না ,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না –
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত ।

– বিদ্রোহী , অগ্নি-বীণা

কি বোঝা গেলো ? বোঝা গেল, কেবল বিশ্বযুদ্ধ থামাবার জন্যে নজরুল ইংরাজের নেতৃত্বে সেনা বাহিনীতে যোগ দেন নি। যুদ্ধ থামানো নজরুলের উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য ছিল 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' যাতে আর ধ্বনিত না হয় , যাতে অত্যাচারীর আস্ফালন সমাজে- সংসারে আর কাউকে ত্রস্ত না করে। উৎপীড়িতকে উদ্ধার করার জন্যে আত্মিক ও মানসিক যোগ্যতার পাশাপাশি নিজেকে দৈহিকভাবে যোগ্য করে তোলাই ছিল সেনা বাহিনীতে যোগদানে বালক নজরুলের মূল লক্ষ্য। সে জন্যে নজরুলের নৌশেরা ও করাচির দিনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একদিকে যেমন নজরুল অস্থায়ী সৈনিক বৃত্তির সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নিজেকে একজন সুপ্রশিক্ষিত যোদ্ধায় পরিণত করনে

Dhaka University Institutional Repository

সচেষ্ট ছিলেন , অন্যদিকে তেমনি শত ব্যস্ততার মাঝেও নজরুল নিজেকে কলম যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তুলবার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এক দিনের ঘটনা। স্থান করাচির সেনা ছাউনি। জমাদার শম্ভু রায় এলেন হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের ঘরে। চারদিকে বই আর বই। নানান ভাষার। উর্দু , ফারসি, আরবী, হিন্দি, ইংরাজি। শম্ভু রায় বললেন, সৈনিকের কঠিন জীবন। এত পড়ার সময় পান কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তর নজরুল দিলেন এভাবে, লিখতে হলে শিখতে হয়। লিখতে হলে মানে - শম্ভু রায়ের প্রশ্ন ? বাহ্‌রে, আমাকে লিখতে হবে না ? অনেক বড় লেখক হতে হবে না ? জানেন শম্ভু রায়, আমার মাথায় অনেকগুলো প্লট গিজগিজ করছে। একদিন লিখতে শুরু করবো। আমাকে অনেক লিখতে হবে। অনেক বড় লেখক হতে হবে। [১]

বাংলাদেশ থেকে দূরে- অনেক দূরে, একটি ভিন্ন ও অবাঙালি পরিবেশে বাস করেও নজরুল কোলকাতার সাহিত্যাঙ্গনের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখতেন এবং আর্থিক সমস্যা ওই সময়টায় না থাকায় অনেকগুলো বাংলা পত্র-পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। নিজে যেমন বাংলা পত্রিকা কিনতেন অন্য বাঙালি পাঠককেও কোলকাতার বাংলা পত্রিকা কিনতে উদ্বুদ্ধ করতেন। 'সওগাত' পত্রিকায় সেজন্যে নজরুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও জানানো হয়েছিল।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নজরুল তাঁর সৃষ্টি কর্মেও মনোনিবেশ করেন। করাচির সেনা ছাউনিতে থাকা কালেই নজরুলের সাহিত্য কর্ম ছাপার হরফে প্রকাশ পেতে শুরু করে। নজরুল-কল্পলোকের প্রথম সৃষ্টি যাই হোক , মুদ্রাক্ষরে পাঠক সমীপে পরিবেশিত নজরুলের প্রথম লেখা 'বাউণ্ডেলের আত্ম কাহিনী ' । এটি একটি গল্প। এটি ছাপা হয় মাসিক সওগাতে । মে, ১৯১৯ সংখ্যায়। পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের দ্বিতীয় রচনা ' মুক্তি '। এটি একটি কবিতা। প্রকাশ করে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে। এছাড়া প্রবাসী, নূর প্রভৃতি পত্র- পত্রিকায় ও হাবিলদার নজরুলের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। সেনা বাহিনীর একজন সদস্য হিসাবে নজরুল লাহোর, নৌশেরা, করাচি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও বসবাস করেন। চাকুরি সূত্রে নানা ভাষি ও নানা দেশি মানুষের সংস্পর্শে আসেন। নানা সূত্রে বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে জানার ও জ্ঞান লাভ করার

---

১. রাজীব হুমায়ুন, নজরুলের লেখার গল্প শেখার গল্প (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০১), পৃ. ৩৯- ৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ পান। এসব ঘটনা নজরুলের জীবনে ও মানসলোকে বিপ্লব আনে।

ডেট লাইন – জুলাই,১৯১৭ সাল। আগের নজরুল ও পরের নজরুল। ব্যবধান সুস্পষ্ট। আগের নজরুল একজন স্কুল ছাত্র। পরের নজরুল ইংরাজ গঠিত প্রথম বাঙালি পল্টনের একজন হাবিলদার। আগের নজরুল পিতৃহীন, নিরন্ন ও সমাজের করুণাকামি বালক। পরের নজরুল বাংলা সাহিত্যে আসন্ন এক মহাপ্লাবনের পদধ্বনি। সময়ের ব্যবধান : মধ্য সতের থেকে মধ্য উনিশ। অনূর্ধ দু'বছর। একজন অতিশয় সম্ভাবনাময় তরুণের এভাবে ফাইনাল পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে স্কুল ত্যাগ করে সৈন্যদলে যোগদান করা উচিৎ হয়েছে বলে ওই সময় কেউ মনে করেনি। যেমন বিধবা ও সহায়-সম্বলহীন মা আর পিতৃহীন ভাই-বোনেরা নজরুলের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি, তেমনি স্কুলের শিক্ষক মণ্ডলী ও নজরুলের ওই পদক্ষেপে মর্মাহত হয়েছেন। এমন কি কোন উগ্র দেশপ্রেমিক ও নজরুলের মত মেধাবী তরুণের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত সঠিক বলে বিবেচনা করেননি। সেটা ১৯১৭ সালের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী নজরুল ইসলাম নামক একজন মেধাবী ছাত্রকে বিবেচনা করে, পিতৃহীন পরিবারের আয় রোজগারহীন মা ও ভাই-বোনেরা যার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালের চুরুলিয়া গ্রামের অভিভাবকহীন গরীব পরিবারের নজরুল ইসলাম নামক কিশোরের পরিবর্তে যদি আমরা বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক কবি প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলামকে বিবেচনা করি তাহলে এটুকু অনায়াসে বলা যায়, স্কুল ছেড়ে পল্টনে পা দিয়ে নজরুল সঠিক কাজটিই করেছেন। এমনটাই হওয়া উচিৎ ছিল – অন্যথা নয়। এ পদক্ষেপ নজরুলকে এক সাথে অনেক পথ এগিয়ে দেয়। যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ বিশ্বের লেটেস্ট তথ্যাদি তখন প্রথমেই পৌঁছুতো সামরিক ছাউনিগুলোতে। কারণ সেনা ছাউনিগুলোই ছিল যুদ্ধাবস্থাধীন তৎকালীন (১৯১৪-'১৯) বিশ্বের ভাগ্য বিধায়ক। ফলে বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে সে সব কিছু সেনাছাউনির একজন সদস্য হিসাবে নজরুল সহজেই জানতে পারতেন। রুশ বিপ্লব, মধ্যপ্রাচ্যেয় মুসলিম দুনিয়ার উত্থান-পতন ,উসমানি খিলাফাতের ঘটনাবলী, প্যান ইসলামিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, সর্বোপরি উপমহাদেশীয় মুক্তি সংগ্রাম– এসবের প্রতি নজরুলের আগ্রহ ছিল যেমন অসীম তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

এসবের ভেতরের ও বাইরের সব খবর পাওয়ার পথও এ চাকুরির সুবাদে সুগম হল।

' রাজনৈতিক কবি ' এ অভিধা অনেক ক্ষেত্রে একজন কবির মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয় না। সে জন্যে নজরুলকে আমরা নিছক রাজনৈতিক কবি বলতে চাই না । কিন্তু এ কথাতো সত্য যে, আর পাঁচজন কবির ন্যায় নজরুল এ দেশের মাটি ও মানুষের দুর্দশার ব্যাপারে উদাসীন কোন আয়েসী কবি ছিলেন না। মাতৃভূমির অঙ্গে আঁচড় লাগলে উহ্ আর্তনাদ ফুটতো বিদ্রোহী কবির কণ্ঠে। কবি লিখেছেন –

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ , চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা , কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায় ,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।
কেঁদে বলি , ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি ? কালি ও চুন
কেন ওঠে না ক' তাহাদের গালে , যারা খায় এ শিশুর খুন ?

– আমার কৈফিয়ত , সর্বহারা

নজরুল ইসলাম জগৎ ও সমাজের আর পাঁচজন কবি সাহিত্যিকের ন্যায় ফুল, পাখি, লতা, পাতা নিয়ে , প্রেম ও নিসর্গকে অবলম্বন করে কবিতা লিখে খ্যাতিমান হতে চাননি। কিংবা শক্তিমানের শক্তির মহিমা কীর্তন করে জগৎ জোড়া এনাম অর্জনের আশা করেননি। মানুষের কবি, মজলুমের কবি নজরুলের আবির্ভাবই ছিল যেন ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে উপমহাদেশ তথা বিশ শতকের বিশ্বের মুক্তির ম্যাণ্ডেট নিয়ে। তিনি লিখেছেন –

বড় কথা বড় ভাব আসে না ক ' মাথায় , বন্ধু , বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও , বন্ধু , যাহারা আছ সুখে !
পরোয়া করি না , বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে ।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি , রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো – যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস ,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ !

– আমার কৈফিয়ত , সর্বহারা

ফলে কবি হিসাবে নজরুল যেমন অভূতপূর্ব লোকপ্রিয় হয়েছিলেন তেমনি বেনিয়ার শোষণ-শৃঙ্খল মোচনে মুক্তিকামি মানুষকে দীক্ষা দেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধে অত্যাচারের স্টীম রোলারে পিষ্ট হয়েছেন। বার বার জেল খেটেছেন, হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। একটানা ১৩ মাস (নভেম্বার ১৩, ১৯২২, কুমিল্লা – ডিসেম্বার ১৫, ১৯২৩, বাহরামপুর কারাগার) জেল খেটেছেন কবিতা লেখার জন্যে এমন উদাহরণ বিশ্বে বোধহয় একটাই আছে। সে আমাদের নজরুল। শুধু কি জেল ? সে সাথে নির্মম নির্যাতন। এ নির্যাতনের প্রতিবাদে নজরুলকে একাধারে ৩৯ দিন অনশন করতে হয়েছে। ইংরাজের ইচ্ছে ছিল , এভাবে এ মহান কবির মৃত্যু হোক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছেন, 'নজরুল ইসলামকে প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম, Give up hunger strike, our literature claims you . জেল থেকে memo এসেছে , The adressee not found. অর্থাৎ ওরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না। কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলে ও ওরা নিশ্চয়ই জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুলের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।[১]

জাতীয় মুক্তির মহত্তম যুদ্ধের একজন সিপাহসালার হিসাবে এবং বাংলা সাহিত্যে সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠীর মর্যাদার আসন নিশ্চিত করতে নজরুল কবি হিসাবে যে সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল করাচির সেনা ছাউনী। বাংলা - ভারত উপমহাদেশে প্রায় আটশত বছর মুসলমানরা শাসন ক্ষমতায় ছিল। এর প্রায় পুরোকাল ব্যাপী এ অঞ্চলে ফারসি রাষ্ট্রভাষা ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে মুসলিম সুলতানদের অবদান ইতিহাসে উদ্ধৃত আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরতে পরতে মুসলমানি তথা আরবী, ফারসি ও উর্দু উপাদান ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু মুসলমানদের আন্তর্জাতিক দুশমন ইংরাজ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর সে সব উপাদান নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। নজরুল বাংলা সাহিত্যে সেই হারানো মুসলিম ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে এক সর্বব্যাপী বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। এ নেতৃত্ব গ্রহণে নজরুল প্রতিভার প্রস্তুতি শুরু হয় শৈশবে – মক্তবে। আরবী ও ফারসি পাঠের মাধ্যমে। চাচা কাজী বজলে করিম ও মক্তবের ওস্তাদ কাজী ফজলে আহমদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর ফারসি শেখায় নজরুলের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয় করাচির সেনা ছাউনীতে – জনৈক পাঞ্জাবি

---

১. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদককে লেখা পত্র, নজরুল পরিক্রমা। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা, পৃ. ১১৩ এ উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভীর কাছে। কাব্য আমপারার স্বরচিত ভূমিকায় নজরুল কুরআন শরীফ বাংলায় কাব্যানুবাদে দীর্ঘ লালিত স্বপ্নের যে কথা বলেছেন তাতে বোঝা যায় , ইসলামের প্রতি দরদ নজরুলের কবি জীবনের শুরু থেকেই ছিল। মাঝে অল্প কিছু দিন তথা অগ্নি-বীণার যুগে বিধি, ভগবান ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করেছেন তা কিছু সঙ্গদোষ ও বিচ্ছিন্ন চিন্তা প্রসূত। নজরুলের কবি জীবন শুরু হয়েছে এভাবে –

চাষ কর দেহ - জমিতে।
হবে নানা ফসল এতে ॥
নামাজে জমি 'উগালে'
রোজাতে জমি 'সামালে' ,
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে ॥

– চাষীর গীত, (নজরুলের কৈশরের রচনা)

নজরুলের ত্রাবিংশবর্ষী কবি জীবন (১৯১৯-'৪২ খৃ.) প্রবাহিত হয়েছে এ ধারায় –

আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে।
ফল্‌বে ফসল , বেচবো তারে কিয়ামতের হাটে ॥
পত্তনিদার যে এই জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবীজির
বেহেশ্‌তেরই তালুক কিনে বস্‌ব সোনার খাটে ॥

– জুলফিকার :দ্বিতীয় খন্ড-৪৯

এবং সে আখ্যান শেষ হয়েছে এভাবে –

বক্ষে আমার কা'বার ছবি
চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ
গাই তারি গান পথ-বেভুল ॥
লায়লির প্রেমে মজনুঁ পাগল
আমি পাগল 'লা-ইলা'র ;
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে,
অরসিকে কয় বাতুল॥

— জুলফিকার -১৪

সে কারণে নজরুল মুসলমানি ভাষা আরবী , ফারসি ও উর্দু বিশেষ যত্ন সহকারে শিখেছেন এ কথা অনায়াসে বলা যায়। নজরুলের ফারসি ভাষা জ্ঞান যে অত্যন্ত উঁচু মানের ছিল এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ নজরুল কর্তৃক ইরানি কবি ও বিজ্ঞানী 'উমার খায়আম (১০৩৮-১১২৩ খৃ.) ও কবি খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ হাফিজ(১৩২০-

Dhaka University Institutional Repository

'৮৯ খৃ.)কে তাঁদের মূল থেকে অনুবাদ করার যোগ্যতাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। একই যুক্তি অনুযায়ী বলা যায়, নজরুল আরবী ভাষায় তত্তোধিক পণ্ডিত ছিলেন। একটি বিষয়ে সকলে একমত হবেন যে, আরবী ভাষায় পণ্ডিত নন বা কুরআনকে আল্লাহর জবানে বোঝেন না এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের অনুবাদ করা সম্ভব নয়। ইতিহাসে এরকম নজীর ও নেই। তবে আমপারার কাব্যানুবাদক নজরুল ইসলাম কি আরবী ভাষায় অজ্ঞ থাকতে পারেন ? নজরুল আরবী জানতেন। এবং সে জানা কুরআনের অনুবাদ করার জন্যে যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে কম নয়।

১৯১৯ সালের ২৮ শে জুন ভার্সাই চুক্তির মধ্য দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত হলে বাঙালি পল্টনের প্রয়োজন ফুরায়। ১৯২০ সালের মার্চে ৪৯ নং বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়া হলে নজরুল করাচি থেকে বাংলায় ফিরে আসেন। কি করবেন নজরুল ? আবারো একই প্রশ্ন। অতীত অন্যরূপে আবারো ফিরে এল।

১৯১৭ সাল,– সময় নজরুলের কাছে প্রশ্ন রেখেছিল ,পড়া না পল্টন ? নজরুল জবাব দিলেন, পল্টন। সেদিনের সেই জবাব নজরুলের জীবনে যুগান্তর এনেছিল। আবারো একই জিজ্ঞসা, চাকুরি না সাহিত্য ? নজরুল বেছে নিলেন সাহিত্য। এবারো নজরুলের সিদ্ধান্তের জয় হয়েছে। ইতিহাসের মূল্যায়নে। সর্বসম্মত ভাবে। নজরুল সাহিত্যকে বেছে নিয়ে বেকারত্বকে বরণ করে নিলেন। উঠলেন কোলকাতার ছাত্র – বেকারদের মেসে। ক্ষুন্নিবৃত্তির পথে পা না বাড়িয়ে বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনে অগ্রসর হলেন নজরুল। করাচির দিক থেকে যে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা দিয়েছিল, কোলকাতায় এসে মহানাদে সে ঝিলিক বজ্রপাৎ ঘটালো। নির্ঘোষে ঘোষিত হল –

আমি যুগে যুগে আসি,আসিয়াছি পুনঃমহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু !
সাত– সাত শ' নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে !
মম ধূম-কুন্ডলী ক'রেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে!
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ ,
আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ-হাহাকার –

– ধূমকেতু , অগ্নি-বীণা

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র এক দশকের ব্যবধানে ফলবতি হল গোদাকবি শেখ চকোরের ভবিষ্যদ্বাণী, 'আমার এ ব্যাঙাচি বড় হয়ে একদিন সাপ হবে।' 'ব্যাঙাচি' যেন ওই প্রত্যাশারই প্রত্যুত্তর করলেন –

আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী !
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য !

– বিদ্রোহী , অগ্নি-বীণা

নজরুল শেষ পর্যন্ত ইংরাজের অধীন কোন সরকারি চাকুরির শৃঙ্খলে নিজেকে জড়ালেন না। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা আর সুভার্থিদের পরামর্শে কোলকাতার বুদ্ধি-বৃত্তিক পরিবেশে থাকাটাই শ্রেয় মনে করলেন। কিন্তু কোলকাতা শহরে নজরুলের মত একজন গরিব ও বেকার তরুণের ঠাঁই কোথায় ? যেখানে মুসলমান পরিচয়ে চাকুরিতো দূরের কথা ঘর ভাড়া ও পাওয়া যায় না। সাবেক এ ঔপনিবেশিক রাজধানী শহরটি নজরুলের নিকট তেমন পরিচিত ও ছিল না। এ সময় নজরুলের সাহায্যে এগিয়ে এলেন নজরুলের সাহিত্য-সম্ভাবনায় আস্থাশীল আরেক বেকার রাজনীতিক-সাংবাদিক মুজফ্ফর আহমদ(১৮৮৯-১৯৭৩ খৃ.)। ইনি ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট রাজনীতির আদি পুরুষ। কাকা বাবু খ্যাত এ ব্যক্তি ছিলেন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট হিসাবে রোল মডেল, যার জীবনের ২০ টি বছর কেটেছে বৃটিশ ও ভারতীয় কারাগারে। এঁরই প্রণোদনায় নজরুলের অভ্যূদয়কালে সাম্যবাদের নামে কমিউনিস্ট আদলে নজরুলের কলম থেকে কিছু ধর্মদ্রোহমূলক উচ্চারণ বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য নজরুল তাঁর আপন পথে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুজফ্ফর আহমদ স্বল্প পরিচিত এ শরণার্থীকে অভয় দিলেন এ বলে যে, কোলকাতা শহরটি একটি অথই সমুদ্র নয়, শুকনো ডাঙা মাত্র। উপায় একটা হবেই।[১]

---

১. মুজফ্ফর আহমদ , কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতি কথা (ঢাকা : মুক্তধারা, ষষ্ঠ প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৯) পৃ. ২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সালের মার্চে বাঙালি পল্টন পুরোপুরি ভেঙে গেলে নজরুল আসবাবপত্র নিয়ে কোলকাতায় চলে আসেন। এ সময় নজরুলের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল আমলের বন্ধু ও পরবর্তীকালের কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-'৭৬ খৃ.) কাসিমবাজার মহারাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শর্টহ্যাণ্ড- টাইপ- রাইটিং শেখা উপলক্ষ্যে কোলকাতায় থাকতেন। তাঁর বাসা ছিল বাগ বাজারের রামকান্ত বোস স্ট্রীটে। আর মুজফ্ফর আহমদ থাকতেন ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে শীলেদের ২/৩ মহল ওয়ালা বাড়ির দোতলার সামনের দিকের অংশে অবস্থিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে।[১] নজরুলকে রেলওয়ে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়ে শৈলজা তাঁর রামকান্ত বোস স্ট্রীটের হিন্দু বোর্ডিং হাউজে তোলেন। কিন্তু বোর্ডিং হাউজের হিন্দু বাবুর্চির আপত্তির কারণে নজরুলকে ওই আস্তানা ত্যাগ করতে হয়। দুঃখিত শৈলজা নজরুলকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে মুজফ্ফর আহমদের ঠিকানায় পৌঁছে দেন।[২]

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় আর্থিক অনিশ্চয়তা দেখা দিল। কিন্তু একটি পত্রিকার অফিস হিসাবে এখানে পেলেন সাহিত্য সাধনার নিশ্চিন্ত পরিবেশ। নজরুল সাহিত্য চর্চার নিশ্চয়তার বিনিময়ে আর্থিক অনিশ্চয়তাকে আলিঙ্গন করলেন । নজরুলের এ বিবেচনা বিফল হয় নি। সৈনিক বৃত্তি ছেড়ে অন্য কোন চাকুরি গ্রহণ না করে কোলকাতায় থেকে সাহিত্য সাধনার সিদ্ধান্ত নেবার পর সত্যিই নজরুলের ' কবিতার বান ডেকেছিল '। এ সময় নজরুলের কবি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। নজরুল কোলকাতায় বসবাস শুরু করার এক মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তাঁর বাঁধন হারা, বোধন, প্রিয়ার দেওয়া শরাব, মানিনী বধূর প্রতি, জননীদের প্রতি, পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব, জীবন-বিজ্ঞান, চিঠি, উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রোপন্যাস, অনুবাদ, কবিতা ও গান। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত তখনকার জনপ্রিয় পত্রিকা মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বঙ্গনূর , সওগাত প্রভৃতির সাহিত্য পাতাগুলোয় ছিল নজরুলের নিয়মিত উপস্থিতি।

নজরুলের আবির্ভাব এমন এক সময়ে যখন কবিতা শব্দের মোহময়তায় গ্রহণশীলতার চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। এ মোহময় আবেষ্টনী প্রথম ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২- জুন ২৪,

---

১. মুজফ্ফর আহমদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।
২. ঐ, পৃ. ৩৩-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২২ খৃ.)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যথার্থ সার্থকতা এল কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) হাতে ।[১]

নজরুল বাংলা কাব্যে আমদানি করেন বিশ্বের নানা ভাষার বিচিত্র সব স্টাইল। আরবী, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, ব্রজবুলি, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় নজরুল গান ও কবিতা রচনা করেছেন। ইংরাজি ভাষায় কবিতা রচনার দিকে ঝোঁকেন নজরুল তাঁর কবি জীবনের শেষ দিকে। বিশের দশকে নজরুল এ প্রয়াস চালালে অনেক ভাল করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগের প্রফেসর কানিজ ই বাতুলের মতে, নজরুলের উর্দু গানগুলো যথেষ্ট উন্নত মানের। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দিন উর্দু, হিন্দি, আরবী ও ফারসি ভাষায় নজরুলের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন না। নজরুল গবেষক আসাদুল হকের মতে, হিন্দি সিনেমা 'চৌরঙ্গী'র জন্যে নজরুল অন্যূন ছয়টি হিন্দি গান রচনা করেছিলেন। [২]

আধুনিক বাংলা কাব্যে নজরুলের পূর্বে আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খৃ.) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খৃ.)। কিন্তু এঁদের সাথে নজরুলের ভিন্নতা হচেছ, নজরুল এঁদের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং সত্যেন দত্ত ও মোহিতলাল এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন যেখানে বিশিষ্ট মুসলমানি পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ; নজরুল সেখানে মুসলমানি পরিবেশ ছাড়া ও সাধারণত প্রায় কবিতায়ই দু'চারটে অপ্রচলিত, মুসলমান সমাজে প্রচলিত, শব্দ ব্যবহার করেছেন ।[৩]

মুসলমান কবিগণ আরবী-ফারসি তথা বিদেশি শব্দ সমৃদ্ধ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। এবং ঊনবিংশ শতাব্দির বাংলা সাহিত্যে যা সচেতনভাবে বর্জন করা হয়েছিল নজরুল তাকে অপূর্ব কারিগরি দক্ষতায় পুনর্বাসিত করলেন।[৪] নজরুলের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখকরা ছিল কোণঠাসা, অপাংক্তেয়, দুর্বল, অসন্তুষ্ট, defensive minority. নজরুলের আবির্ভাব একদিনে করে তুলল তাদের আত্মবিশ্বাসী, অভিজাত, aggressive minority. নজরুল ইসলাম একদিন বিনে নোটিসে আল্লাহু আকবার তাকবীরের হায়দারি হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা সাহিত্যের দূর্গ জয় করে বসলেন। মুসলিম বাংলার

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নজরুল সমীক্ষণ (ঢাকা : আনন্দ প্রকাশন, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ) পৃ. ২১৬ ।
২. রাজীব হুমায়ুন, নজরুল ইসলাম ও বাংলা দেশের সাহিত্য (ঢাকা : সানন্দ প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৬) পৃ. ৯-২৭ ।
৩. মুস্তাফা নূরুল আলম, নজরুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আশরাফ।
৪. আব্দুল মুকিত চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, ইসলামী কবিতা, পৃ. ১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙা কেল্লায় নিশান উড়িয়ে দিলেন। একদিনে দূর করে দিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের হীনমন্যতা।[১] কবি নজরুল আরবী- ফারসি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে হিন্দু-মুসলিম উভয় ঐতিহ্যের অনায়াস সংমিশ্রণ এবং বাংলা গানের জগতে ইরানি গজলের সুর সঞ্চারিত করে সাহিত্যের শিল্প ও আঙ্গিক জগতে ও এক মহাবিদ্রোহীর গৌরবদ্বীপ্ত ভূমিকা পালন করেছেন।[২]

তবে তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মের উপাদানগুলোর ধর্মভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস করলে মুসলমানের তুলনায় হিন্দু উপাদানের পরিমাণ ও সংখ্যা বেশি হবে, সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে নজরুল নিজে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, আমি হিন্দু-মুসলমানের পরিপূর্ণ মিলনে বিশ্বাসী ; তাই তাদের এই হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যে সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।[৩] কিন্তু কবির কোন কৈফিয়তে কাজ হয়নি। মুসলিম সমাজের ক্ষুব্ধ একটি অংশ অভিযোগ উত্থাপন করলো, নজরুল ইসলামের রচনায় ইসলামি ভাবধারার প্রকাশ নেই। আবার কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন, লোকটা শয়তানের পূর্ণ অবতার।[৪] এরূপ ধর্মদ্রোহী কূবিশ্বাসীকে মুসলমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।[৫] কবি নজরুল ইসলাম এছলামের এই চরম ও পরম শিক্ষার মূল কাটিতে চাহিয়াছে।[৬]

এদিকে হিন্দু সমাজ তাঁকে আখ্যা দিয়েছে 'যবন' বলে। ইংরাজ বার বার নিক্ষেপ করেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ; বাধ্য করেছে একনাগাড়ে ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট করতে। রবীন্দ্রনাথের মত অসীম ক্ষমতাধর কবি-প্রতিভাকে স্মরণে রেখেই স্বজাতি-প্রতিবেশি-দখলদার এ ত্রিশূলে বিদ্ধ কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচেছ, সেকালে এমন একটি সুরের প্রয়োজন ছিল, যা আরো বলিষ্ঠ, উচ্চকণ্ঠ, যা এককভাবে একজন কবির রচনা হলে ও সমষ্টিগতভাবে সকলের বক্তব্য হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অনুকারকেরা কাব্যক্ষেত্রে যে ভাবালুতার পরিচয় দিচিছলেন তার থেকে পৃথক একটা কাব্যধারার প্রয়োজন ছিল– যে ধারা বন্যার মত আসবে, চলে যাবে ; কিন্তু চলে যাবার পর ও যার পলি মাটিতে জন্মাবে নতুন ফসল। নজরুল আনলেন

১.আব্দুল মুকিত চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪।
২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।
৩. কাজী নজরুল ইসলাম, মাসিক সওগাত (পৌষ সংখ্যা),ডিসেম্বর ১৯২৭। প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁর লেখা ১৯২৫ সালের একটি চিঠির জবাব।
৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।
৫. ঐ, পৃ. ১২২।
৬. ঐ , পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই প্লাবন, আনলেন প্রাণ প্রবাহ, আনলেন নতুন সুর। কালের প্রয়োজন মেটালেন, যেমন সমাজের দিক দিয়ে তেমনি কাব্যের দিক দিয়ে ও। পৃথিবীকে বুঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা অত নয়, পৃথিবীকে বদল করবার কথা তিনি বললেন। যুদ্ধোত্তর সঙ্কটে পীড়িত, পরাধীনতার বন্ধনে জড়িত মানুষ যা শুনতে আসা করেছিল তা শোনালেন ; তাঁর কবিতা জনমন স্পর্শ করলো, তিনি লাভ করলেন অসামান্য লোকপ্রিয়তা।[১]

নজরুল! সত্যিই রুদ্ররূপ ধরে ধূমকেতুতে চড়ে তুমি দেখা দিয়েছ– আমরা প্রাণভরে বলছি, স্বাগত ! সৃষ্টি যারা করবার তারা করবে, তুমি মহাকালের প্রলয় বিষাণ এবার বাজাও। অতীতকে আজ ডোবাও, ভয়কে আজ ভাঙো, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে কেঁপে উঠুক।[২] আমরা পূর্বেই বলেছি, কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেবল প্রেম আর প্রকৃতি নিয়ে কাব্য রচনা করে কবি খ্যাতি পাননি। তিনি সময়ের চাহিদা ও মিটিয়েছেন একজন কবি হিসাবে। কবি হিসাবে নজরুল পাঠকের সামনে আবির্ভূত হন একজন বিদ্যোহী রূপে। এ বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এ বিদ্রোহ অসাম্যের বিরুদ্ধে। এ সময় তাঁর বিবেচনায় বিধাতাকে একজন বৈষম্যকারি এবং মানবের দু:খ-দুর্দশায় নির্বিকার-নির্লিপ্ত-নিষ্কৃয় মনে হয়েছে। সেজন্যে তিনি বিধাতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন অবলীলায়। তাঁর অগ্নি-বীণার কবিতাগুলোয় এ বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলতে দেখা যায়–

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেই পদ-চিহ্ন ;
আমি স্রষ্টা-সুদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
— বিদ্রোহী, অগ্নি-বীণা

আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি , সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে , ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি !
আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো , ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তা'ও !
তাই বিপ্লব আনি , বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও !
— ধূমকেতু, অগ্নি-বীণা

অগ্নি-বীণায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নজরুলের যে বিদ্রোহ দেখা যায় তা ছিল প্রতীকী। 'বিষের বাঁশী'তে এসে তা সংগ্রামী রূপ পরিগ্রহ করে এবং ঈশ্বরের ওপর থেকে অপসৃত হয়ে তা ইংরাজের ওপর আছড়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শোষকের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ভাঙার গানে ও চলতে থাকে। এ সময়টা নজরুলের কারাভোগ ও অনশন পালনের জন্যে

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৬৪।
২. অচিন্ত কুমার সেন গুপ্ত, জ্যৈষ্ঠের ঝড় (কোলকাতা: আনন্দ ধারা প্রকাশন, ১৩৭৬ বাং, পৃ.১৩৮-১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

চিহ্নিত। ঈশ্বর ও ইংরাজের বিরুদ্ধে নজরুলের এ যথাক্রমিক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মুখপত্র ছিল 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু' পত্রিকা। বলে রাখা ভাল, 'বিশের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলো নজরুল লিখেছিলেন 'অগ্নি-বীণা' দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে। এজন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন প্রচারের জন্যে। সেজন্যে অগ্নি-বীণার কবিতাগুলোর মত এ গ্রন্থের কবিতাগুলোতে ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের অগ্নি ঝরেছে। কিন্তু পরে কবিতাগ্রন্থটি নতুন নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের আশঙ্কায় কয়েকটি কবিতা ও গান কবি নিজেই গ্রন্থটি থেকে বাদ দেন।[১] যে রাজনৈতিক দন্ডধরের ভয়ে কবি নিজের সৃষ্টিকে আঁতুড় ঘরেই গলা টিপে মারতে বাধ্য হলেন সেই জালিম দখলদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিপ্লব-সংগ্রামই 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান'এর মূল সুরঃ

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কিরে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?
... ...
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
— সেবক, বিষের বাঁশী

ইংরাজ সামরিক শক্তি দিয়ে উপমহাদেশ অধিকার করেনি। নির্যাতনের ভয়, পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার ভয় আর ছল চাতুরি দিয়ে তেত্রিশ কোটি মানুষকে গোলামির শিকল পরিয়ে রেখেছে। সে ভয়কে জয় করেই করতে হবে শৃঙ্খল মোচন —

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছো শাসন, জয় দেখিয়ে নয়;
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয় !
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়,
—শিকল-পরার গান, বিষের বাঁশী

বিদেশি দখলদারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে তরুণ সমাজকে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে —

ওরে ও তরুণ ঈশান !
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ !
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী 'র প্রাচীর ভেদি।
— ভাঙার গান,

১. কাজী নজরুল ইসলাম, কৈফিয়ৎ, বিষের বাঁশী।

Dhaka University Institutional Repository

নীতিবিদের দৃষ্টিতে ধর্ম হোক কি অধর্ম , ন্যায় হোক কি অন্যায়, ইংরাজকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাই রক্তাক্ত পথে সশস্ত্র লড়াই –

চাই না ধর্ম, চাই না কাম,
চাই না মোক্ষ, সব হারাম
আমাদের কাছে : শুধু হালাল
দুশমন- খুন্ লাল- সে- লাল ।।
— দুঃশাসনের রক্ত- পান , ভাঙার গান

'অগ্নি-বীণা'র ঈশ্বরদ্রোহী আর 'বিষের বাঁশী ' ও 'ভাঙার গান'এর রাজদ্রোহী নজরুলের পর 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা'য় আমরা অন্য এক নজরুল মানসের পরিচয় পাই। এ নজরুল প্রতিবাদী কিন্তু বিদ্রোহী নয়। এ নজরুল সংগ্রামী কিন্তু বিপ্লবী নয়। এ নজরুল তেজি কিন্তু উগ্র নয়। এ নজরুল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কিন্তু লেলিহান শিখাময় নয়। এ নজরুল অপেক্ষাকৃত অধোঃমুখ। এখানে নজরুল মানস 'সাম্যবাদী' থেকে 'সর্বহারা'য় ; মরমী চেতনা থেকে সংগ্রামী চেতনায় ওঠানামা করছে। 'সাম্যবাদী ' গ্রন্থের কবিতাগুলোয় ঈশ্বর বা ধর্মকে নাকচ করার প্রয়াস নেই। মানব ধর্মের প্রবণতা সেখানে পরিলক্ষিত। তাঁর সাম্যবাদ কেবল অর্থনৈতিক সাম্যের শ্লোগান দেয়নি। তিনি সাম্য কামনা করেছেন মানুষের সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে। সাম্য চেয়েছেন তিনি ধর্মীয় মর্যাদার ক্ষেত্রে। তাঁর সাম্যবাদ কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে নয় । মৌলিক মানবতাবোধ থেকেই এ সাম্যবাদের সৃষ্টি। 'সর্বহারা' গ্রন্থে শ্রেণী চেতনা স্পষ্ট। তিনি এখানে সমাজের সকল বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। সাম্যবাদের নজরুলীয় রূপ দেখুন –

গাহি সাম্যের গান –
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান !

কে তুমি ? – পার্সী ? জৈন ? ইহুদী ? সাঁওতাল , ভীল, গারো ?
কনফুসিয়াস ? চার্বাক- চেলা ? বলে যাও , বল আরো !
— সাম্যবাদী

মানুষ মানুষই। তাতে জাত, জন্ম প্রশ্নাতীত।

শুন ধর্মের চাঁই –
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই !
— বারাঙ্গনা , সাম্যবাদী

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ হিসাবে নারী-পুরুষ সম মর্যাদার অধিকারী। নারী বা পুরুষ বলে কেউ কারো নিচে বা ওপরে নয়।

সাম্যের গান গাই –
আমার চক্ষে পুরুষ- রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
— নারী , সাম্যবাদী

জনগনের কষ্টার্জিত অর্থে চলে যে রাজ কর্মচারির সংসার সেই সরকারি কর্মচারিকেই আবার সালাম করতে হয় জনগণেরই।পরিহাস বটে !

মোদেরই বেতন-ভোগী চাকরেরে সালাম করিব মোরা ,
ওরে 'পাবলিক সারভেন্ট 'দেরে আয় দেখে যাবি তোরা !
কালের চরকা ঘোর্ ,
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে – চড়ে দেড়শত চোর ।
— রাজা-প্রজা , সাম্যবাদী

যে কুলি-মজুর , মেহনতি মানুষের ঘামে গড়া এ সংসার , সে সংসারের ওপর কোন অধিকার থাকবে না মেহনতি মানুষের তা হতে পারে না ।

তুমি শুয়ে র'বে তেতালার 'পরে , আমরা রহিব নিচে ,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে -ভরসা আজ মিছে !
সিক্ত যাদের সারা দেহ -মন মাটির মমতা- রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল র'বে তাহাদেরি বশে !
— কুলি-মজুর , সাম্যবাদী

যার যে পেশাই হোক , মানুষ হিসাবে সকলেই সমাজের সদস্য। বিশ্ব সমাজ ও সভ্যতায় সকলেরই অধিকার রয়েছে। পেশাগত বা বৃত্তিগত কারণে চিরকাল নিচে পড়ে থাকা কারো নিয়তি হতে পারে না। মাথা উঁচু করে সমাজে বসবাস করা তাদের ও অধিকারভূক্ত।

আমরা নিচে প 'ড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে ,
এবার উঠবো রে সব ঠেলে !
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠলো সবাই রে ,
ঐ মুটে-মজুর হেলে।
এবার উঠবো রে সব ঠেলে।।
—ধীবরদের গান , সর্বহারা

বাংলা সাহিত্যাকাশে কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব উল্কার মত। জ্বলতে জ্বলতে ছুটতে থাকা উল্কাপিণ্ড যেমন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে থাকে এবং শেষে ঠান্ডা হয়ে যায় কবি কাজী নজরুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও তেমনি ১৯২২ সালে হঠাৎ বাংলার সাহিত্যাকাশে জ্বলে ওঠেন। তারপর কমতে শুরু করে তেজ। অগ্নি-বীণা >বিষের বাঁশী>ভাঙার গান>সাম্যবাদী>সর্বহারা হয়ে তিনি পৌছান 'ফণি মনসা' পর্বে। এখানে তিনি আগের মত ক্ষুব্ধ নন , ব্যথিত। এ ব্যথা ঈশ্বর বা ইংরাজের কারণে নয়। স্বদেশি, স্বজাতির কারণে। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য , হানাহানি কবির এ ব্যথার কারণ। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত কবিকে আশাহত করেছে। করেছে স্বপ্নভঙ্গ–

ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন !
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না , সুযোগ পালালে মেলা কঠিণ। !
ধর্ম - কলহ রাখ্ দু'দিন !
— যা শত্রু পরে পরে , ফণি- মনসা

হিন্দু- মুসলমানের হানাহানিতে ব্যথিত কবি বিদ্রুপের সাথে বলেছেন –

ছিল যারা চির -মরণ-আহত ,
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা- জাগ্রত,
খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ ।
জেগেছে ভারত , ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান
মরিছে হিন্দু , মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা , এ- মরণে নাহি লাজ ।
— হিন্দু - মুসলিম যুদ্ধ , ফণি-মনসা

১৯২৭ সালের 'ফণি-মনসা'র নজরুল ১৯২৮ সালে এসে উপলব্ধি করেন, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা আর ঔপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীকে ক্ষেপিয়ে তোলার পাশাপাশি স্বজাতিকে এ কথা ও স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিৎ যে, তাদের ও এক অতীত ছিল ; এবং সে অতীত ছিল জগতের সকল সভ্যতার সেরাদের অন্যতম। ইসলামের ইতিহাসের বীরদের তাই তাঁর কবিতায় মহিমান্বিত করতে দেখা যায় তাঁর 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে। ইসলামের ইতিহাসের অপরাজিত বীর খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের (৫৮২-৬৪২ খৃ.) স্মরণে নজরুল লিখেছেন –

তখ্তের পর তখ্ত যখন তোমার তেগের আগে
ভাঙিতে লাগিলে , হাতুড়ি যেমন বাদামের খোসা ভাঙে,
ভাবিলাম বুঝি তোমারে এবার মুগ্ধ আরব-বাসী
সিজ্দা করিবে , বীরপূজা বুঝি আসিল সর্বনাশী !
... ...
খোদার হাবীব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের ,
চাই না মেহ্দী , তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শম্সের।
— খালেদ , জিঞ্জীর

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা(৬৩৪-'৪৪খৃ.) 'উমার ইবনুল খাত্তাব(রাঃ)র মহিমা বর্ণনার নমুনা দেখুন –

ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি ,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী !
... ...
কী যে ইসলাম, হয়ত বুঝি নি , এইটুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম , আছে তার প্রয়োজন !
— উমর ফারুক , জিঞ্জীর

কবিতা চর্চার এ পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই, 'জিঞ্জীর' কাব্যে আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহারের যে ঐতিহ্য নজরুল সৃষ্টি করলেন পরবর্তীকালে তা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। 'জিঞ্জীর' আধুনিক বাংলা কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য রূপায়ণের ধারায় পথ প্রদর্শক।[১]

১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থে যৌবন বন্দনার একটা বিশিষ্ট রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি । যার পুনরাবৃত্তি নজরুলের কবি জীবনের শেষ দিকের কিছু কবিতায় দেখা যায়। ওই কবিতাগুলো 'নতুন চাঁদ', 'শেষ সওগাত', 'ঝড়' প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। 'সন্ধ্যা' গ্রন্থে যৌবন বন্দনামূলক কবিতাগুলোর মধ্যে 'আমি গাই তারি গান', 'ভোরের পাখি', 'যৌবন', 'তরুণের গান', 'চল্ চল্ চল্' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দু'একটি নমুনা দেখুন –

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
— চল্ চল্ চল্ , সন্ধ্যা

যে দুর্দিনে নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী।।
ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে ।
— তরুণের গান , সন্ধ্যা

১৯২২ সালে বেজে উঠেছিল একটি 'অগ্নি-বীণা' । ১৯২৪ সালে সে বীণা 'বিষের বাঁশী'তে রূপ নেয়। ১৯৩০ সালে এসে সে বাঁশীর সুর খাদে নেমে আসে । বাঁশীর বাদক পূর্বের মতই হয়ত অগ্নি বর্ষণ করতে চান, কিন্তু 'বাঁশীতো আগের মত বাজে না'। হ্যাঁ, আমরা নজরুলের কবি শক্তির শেষ চিহ্ন 'প্রলয় শিখা' সম্পর্কে বলছি। এ গ্রন্থে সমকালীন

---

১. রফিকুল ইসলাম , কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা(ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ-১লা বৈশাখ , ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) পৃ.৬৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ-কাল, বিশেষত স্বদেশের সমসাময়িক রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ছায়াপাত করেছে। তবে তা নজরুলোচিত ভাবে নয়। নমুনা দেখুন —

পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে,
য়ুরোপ, রাশিয়া, আরব, মিশর, চীনে,
আমরা আজিকে এক প্রাণ এক দেহ ,
এক বাণী –"কারো অধীন র'বেনা কেহ ।"
চলি একে একে দৈত্য-প্রাসাদ জিনে ।
পারি নাই যাহা , পারিব দু'এক দিনে।
— বিংশ শতাব্দী, প্রলয়-শিখা

সুর যতই খাদে নামুক ভাষা যতই তেজ হারাক ইংরাজের ভয় তবু কাটেনি। বিদ্রোহ ভিতু ইংরাজ 'প্রলয় শিখা' কাব্যের জন্যে ও নজরুলকে ছয় মাসের কারাদন্ড দেয়। এবং গ্রন্থটি বাড়েয়াপ্ত করে, যা ইংরাজের পলায়নের পর প্রত্যাহৃত হয়েছিল।গান্ধী-আরউইন চুক্তির(মার্চ ৪,১৯৩১খৃ.) আশীর্বাদে নজরুল শেষ বারের মত ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের জুলুম থেকে নিস্তার পান। এরপর হতাশা পীড়িত ও রণ-ক্লান্ত নজরুল ছন্দের খেলা সাঙ্গ করে ধীরে ধীরে সুরের সাম্রাজ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

কাজী নজরুল ইসলাম হঠাৎ করে যেমন কবিতা ছেড়ে সঙ্গীতের পথে পা দেননি , তেমনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ও এ পরিবর্তনের পথ ধরেননি। দেখা যাচ্ছে, ১৯২৪ সাল থেকে তাঁর কিছু কিছু কবিতায় ছন্দের পাশাপাশি সুর ও বাজতে থাকে। যেমন 'বিষের বাঁশী' ও 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের অধিকাংশ কবিতা। ওগুলোকে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন সঙ্গীতের সুরোত্তীর্ণ কবিতা। ১৯২৮ সাল থেকে নজরুল সরাসরি সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। পরের বছর নজরুল কোলকাতার অন্যতম গ্রামোফোন কোম্পানি His Masters Voice এর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হন। এবং রয়েলটির ভিত্তিতে গান রেকর্ড করার চুক্তিতে সই করেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পরেই তিনি। অবশ্য H.M.V.কর্তৃক রেকর্ডকৃত নজরুলের প্রথম গান "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া" (বিষের বাঁশী), ১৯২৫ সালে। ওই সময় কোম্পানি গানটির লেখকের নাম জানতো না । গীতিকার হিসাবে নজরুলের নাম ছড়িয়ে পড়ার পর ওই গানটির গীতিকার হিসাবে নজরুলের নাম প্রকাশ করা হয়।

নজরুলের সাহিত্য জীবনে ১৯৩০ সাল একটি বিভক্তি রেখার মত। পূর্বভাগ কবিখ্যাত। উত্তর ভাগ শিল্পীখ্যাত। নজরুল উদ্দাম কবি জীবন ছেড়ে সম্মোহনশীল সুর সাধনায় নিমগ্ন হন। এজন্যে দু'একটি

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা ও দায়ী। ইংরাজ কর্তৃক মামলা-হামলা-হয়রানি। জেল-জুলুম। এক মাসের ব্যবধানে দু'দুটো কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়া। সর্বোপরি প্রিয়পুত্র বুলবুলের অকাল মৃত্যু।[১]

ঘটনার ঘনঘটা ও আকস্মিকতার একটি চিত্র দেখুন–

মে ০৮, ১৯৩০ : বুলবুলের মৃত্যু।
সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৩০ : 'প্রলয় শিখা' বাজেয়াপ্ত।
অক্টোবর ১৪, ১৯৩০ : 'চন্দ্রবিন্দু' বাজেয়াপ্ত।
ডিসেম্বর ১৬, ১৯৩০ : ছয় মাসের কারাদণ্ড।

শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে নজরুল বাড়াবাড়ি রকম ভেঙে পড়েন। 'মানুষ মরণশীল' একথা যেন নজরুল জানতেনই না। তিনি বুলবুলকে অন্তত একবার স্বশরীরে দেখতে চান। এ অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে বিভ্রান্ত নজরুল লালগোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের নির্দেশনায় যোগ সাধনায় লিপ্ত হন। নজরুলের বন্ধু নলিনী কান্ত সরকার লিখেছেন, বরদাচরণের যোগ শক্তির প্রভাবে নজরুল তাঁর মৃত পুত্র বুলবুলকে একবার স্থূল দেহে দেখতে পান। অদ্ভুৎ কথা বটে ! কবি জসীম উদ্দীন(১৯০৩-'৭৬ খৃ.) লিখেছেন, তিনি তখন নজরুলকে একদিন খুঁজে পেলেন ডি.এম. লাইব্রেরীর দোকান ঘরের একটি কোণে। পুত্র-শোক ভোলার জন্যে সে সেখানে বসে বসে হাসির গল্প লিখছিল এবং কেঁদে কেঁদে নিজের চোখ ফুলিয়ে ফেলছিল।[২] সে জন্যে অনেকে মনে করেন, নজরুলের সর্বনাশের শুরু বুলবুলের মৃত্যু দিয়ে। পুত্র শোক থেকে নিস্তার লাভ ও মানসিক শান্তির অন্বেষণে নজরুল জায়গা খোঁজেন যোগ সাধনার অবৈজ্ঞানিক ও অন্ধকার অঙ্গনে। তাঁর বিপ্লবী মানস রূপান্তরিত হয় মরমী মানসে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা বিবর্তিত হয় আধ্যাত্মিক আরাধনায়। তিনি অবগাহন করতে থাকেন সুরের সরোবরে। তাঁর অশান্ত সত্তা শয্যা নেয় সমাহিত চিত্তে –

শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্মল
শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি।
অশান্ত এ চিত কর হে সমাহিত
সদা আনন্দিত রাখ মতি ।।

— গানের মালা , ৩৯ তম গান।

---

১. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯, ২২২-৫।
২. মুজফ্ফর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

কবি এখন বিদ্রোহী ভৃগু হয়ে ভগবান বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেন না। কিংবা বামন বিধি তাঁর অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে ঠুঁটো জগন্নাথ ও হয়ে যান না। বরং ভগবানের অযাচিত ভালবাসা দেখে কবির প্রাণ ভরে ওঠে—

যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি ভ'রে ওঠে সারা প্রাণ !
এত ভাল তুমি ? এত ভাল বাস ? এত তুমি মহীয়ান ?
ভগবান ! ভগবান !
— ফরিয়াদ, সর্বহারা

নজরুলের কবিতার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ধারক তাঁর ছন্দ পরীক্ষার নানা মাত্রিক উৎকর্ষ। বাংলা তিন রীতির ছন্দেই তাঁর পরীক্ষা উত্তীর্ণ সফলতা বর্তমান। তবু তাঁর উৎকর্ষের ও নবতর অবদানের প্রধান দু'টি ক্ষেত্র স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। এ কথাগুলো সাধারণ্যে জ্ঞাত ও স্বীকৃত। এ তিন ছন্দের বাইরে ছান্দসিক কবি হিসাবে তিনি যে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছেন বাংলা কাব্যে আরবী ছন্দের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে তা কিন্তু খুব কম লোকেই জ্ঞাত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত(১৮২৪-'৭৩ খৃ.) 'অমিত্রাক্ষর' নামে বাংলা কাব্যে একটি নতুন ছন্দ এনেছেন এ কথা কে না শুনেছে ? কিন্তু নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যে আরবী ছন্দ প্রয়োগ করেছেন এ খবর বাংলা সাহিত্য ঘরানার অনেকেই জানেন না। এর প্রধান কারণ সম্ভবত আরবী সাহিত্য, বিশেষ করে আরবী পদ্য সাহিত্য ও এর ছন্দ শাস্ত্র্য সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যসেবীদের জানা শোনার অভাব। এর সবচে' বড় প্রমাণ, বিষয়টি নিয়ে এ যাবৎ কোন গবেষণা না হওয়া। অথচ উচ্চতর গবেষণার বিষয় হিসাবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কবির এ অতুলনীয় অবদানের প্রতি সুবিচারের স্বার্থে ও বিষয়টির ওপর উচ্চতর গবেষণা হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা ও কমিউনিজমের প্রতি আগ্রহ এসবই ছিল নজরুল জীবনে সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। এসবের স্থায়ীত্বকাল চার বছরের ও কম। কবি হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে পরিণত নজরুলকে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা, ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সর্বোপরি ইসলামের প্রতি প্রশ্নাতীত ভালবাসা পোষণকারি হিসাবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়ায়ে এবং মানবতার মুক্তি সংগ্রামে নজরুল শেষ পর্যন্ত ছিলেন নিরাপোষ। যে জায়গাটায় নজরুল বিশ্বের ব্যতিক্রম তা হচ্ছে, শতভাগ অসাম্প্রদায়িকতা। একটি রক্তোন্মাদ সাম্প্রদায়িক পরিবেশে বসবাস

Dhaka University Institutional Repository

করে, নিজে সাম্প্রদায়িক বিভেদের শিকার হলে ও নজরুলের কবি-মনকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প কখনও স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে সেই প্রমাণ কেউ দিতে পারবে না। এদেশে এবিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রধান দু'জনের অন্যতম। গানের সংখ্যা ও সুর বৈচিত্রে বিশ্বে তাঁর তুল্য আর কেউ নেই। সে সাথে এ কথা ভুললে চলবে না যে, নজরুলের লেখক জীবন মাত্র তেইশ বছর। ১৯১৯-'৪২ সময়কাল। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি চিরকাল আমাদের চলার পথে পাথেয় যোগাক, এইতো প্রার্থনা !

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুলের শেষ জীবন

ব্যরিস্টার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-'৭৩ খৃ.) বিষয়-জ্ঞানের অভাব আর উদাসীনতার ফলে এতটাই অর্থ কষ্টে ভুগেছেন যে, ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে চারদিকে নাকি তাঁর বদনাম রটে গিয়েছিল- ঠগ, জোচ্চর, চোট্টা, ও বদমাশ বলে। এবং চিকিৎসা ছাড়াই এ মহান কবিকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল হাসপাতালের বেডে। ফ্রান্স থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-'৯১ খৃ.) লেখা একটি চিঠিতে তাঁর দুর্দশার যে নমুনা ফুটে উঠেছে তা রীতিমত ভয়ঙ্কর। উক্ত চিঠির দু'একটি লাইন দেখুন– " ... দেনার দায়ে সম্প্রতি আমি ফরাসি জেলে চলেছি। আমার স্ত্রী-পুত্র কোন অনার্য আশ্রমে আশ্রয় নেবে। আপনি আমার একমাত্র দরদী বন্ধু–যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। এ দুনিয়ায় আমার আর কেউ নাই , আপনি ছাড়া।" নজরুলের দশা ও তাঁর তুলনায় সুখকর ছিল না। জনৈক সমালোচক নজরুল সম্পর্কে বলেছিলেন, He had always to think of his next meal.[1] এ মন্ত ব্য করা হয়েছিল তাঁর সুস্থ ও উপার্জনক্ষম থাকাবস্থায়। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সে অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। এক কথায়, কবি কাজী নজরুল ইসলামের শেষ জীবন(১৯৪২-'৭৬ খৃ.) হচ্ছে একটি দু:খের উপাখ্যান। একদিকে জীবন্মৃত কবি। অন্যদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি-পত্নী। তার ওপর আয়-রোজগারহীন পরিবার।

জুলাই ৯, ১৯৪২ সাল। রাত্রি বেলা। স্থান, অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন , কোলকাতা। এখানে ছোটদের আসরে দশ মিনিটের একটি গল্প বলার নিয়মিত অনুষ্ঠানে নজরুল গল্প বলছিলেন। গল্প বলতে গিয়ে নজরুলের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচিছল এবং তিনি কিছুই বলতে পারছিলেন না। এ লক্ষণ তাঁর কিছু দিন আগে থেকে লক্ষ করা যাচ্ছিল। সে জন্যে বাসায় স্ত্রী প্রমীলা(১৯০৮-'৬২ খৃ.) আর শ্বাশুড়ি গিরিবালা দেবী উদগ্রীব হয়ে রেডিওর সামনে বসেছিলেন। আসরের পরিচালক নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভেসে এল এ ঘোষণা : 'কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রোগ্রামটি অন্যদিন অনুষ্ঠিত হবে।' ঘোষণা শুনে প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী কান্না জুড়ে দিলেন। নজরুলকে বাসায় নিয়ে আসা হল।

---

১. তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (কুমিল্লা: ভিনাস প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অগাস্ট ২৮, ১৯৯০), পৃ. ১০৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

কবিকে প্রথম চিকিৎসা দেন ডা. ডি এল সরকার। তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাধীনে নজরুল দুই মাস মধুপুরে কাটিয়ে কোলকাতায় ফেরেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসক কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের কবিরাজি চিকিৎসা। পরে ১৯৪২ সালের অক্টোবরে লুম্বিনিপার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে চার মাস। পরে ১৯৫২ সালে রাচী সেন্ট্রাল হসপিটালে ডা. মেজর ডেভিসের চিকিৎসাধীনে চার মাস অতিবাহিত করেন। সর্বশেষ ১৯৫৩ সালের ১০ মে কবিকে ইউরোপ পাঠানো হয়। ইউরোপে প্রথমে লন্ডনে কবির চিকিৎসা হয়। এখানকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মত দেন যে, কবি 'ইনভলুশনাল সাইকোসিস' রোগে আক্রান্ত। পরে কবিকে নিয়ে যাওয়া হয় ভিয়েনায়। ডা. হান্স হফ এখানে, ডিসেম্বর ০৯, ১৯৫৩ খৃ. , সেরিব্রাল এনজিওগ্রাফি পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত মত দেন যে, কবি পিক্'স্ ডিজিজ নামক মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত। এবং কবির আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নেই। লন্ডন ও ভিয়েনার ব্যবস্থাপত্র অধুনালুপ্ত সোভিয়েৎ ইউনিয়নে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামতের জন্যে পাঠানো হলে তাঁরা গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানান যে, নজরুলের আরোগ্যের ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ কিছু করার নেই। এবং সকলে এ বিষয়ে একমত হন যে, কবির প্রাথমিক চিকিৎসা যথাযথ হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে নজরুল অসুস্থ হবার পর দশটি বছর কোলকাতায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় জীবন্মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। কারণ কবির নিজের কোন আর্থিক সঞ্চয় ছিল না। আবার সরকার বা শুভানুধ্যায়ী কেউই যথাসময়ে যথাযথভাবে এগিয়ে আসেননি। যে স্বাধীনতার জন্যে নজরুল তাঁর মেধা ও প্রতিভাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, জেল-জুলুমকে হাসি মুখে বরণ করেছিলেন সে স্বাধীনতা এসেছিল(অগাস্ট ১৯৪৭ খৃ.) বটে। কিন্তু তার বস্তুগত সুফল ভাগ্যাহত কবির কপালে জোটেনি। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু সরকার 'যবন' কবিকে যেমন যথাযথ মূল্যায়ন করে নি তেমনি পূর্ববঙ্গের মুসলিমলীগ সরকার 'কাফের' কবির প্রতি যথাযথ আগ্রহ দেখায় নি। একদিকে কবির চিকিৎসার প্রশ্ন। অন্যদিকে, ১৯৩৮ সাল থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী প্রমীলা নজরুল, নিরাশ্রয় শ্বাশুড়ি গিরিবালা দেবী, দুই কিশোর পুত্র সানি ও নিনি, পাচক ও পরিচর্যাকারি সহ সাত সদস্যের একটি পরিবারের ভরন-পোষণ। সব মিলিয়ে এক অবর্ণনীয় আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে নজরুলের শেষ জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক সঙ্কটে পড়ে বড় পুত্র কাজী সানইয়াৎসেন ওরফে সানি(সব্যসাচী) স্নাতক অসম্পন্ন রেখে পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। কিছু একটা করে খাবার জন্যে এর ওর দ্বারে ধরনা দিয়ে ও কারো এতটুকু সহযোগিতা পান নি। বরং অসুস্থ কবির নামে বিভিন্ন ব্যানারে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে আত্মস্যাৎ করা হয়। মা-বাবার নিদারুণ দুর্দশায় নস্যাৎ হয়ে যায় সব্যসাচীর শিল্পী-সম্ভাবনা। এসময় নজরুলের ছোট ভাই কাজী আলী হোসেন চুরুলিয়ায় ১৯৫০ সালের শেষ দিকে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের শেষ জীবন কতটা দু:খময় ছিল তার কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যাবে নজরুল পরিবারের দু:সময়ের এক বন্ধু ফেনীর জনাব মাহমুদ নূরুল হুদাকে লেখা নজরুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র সানির ওই সময়ের কিছু চিঠিতে। চিঠিগুলোর কিছু উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা হল –

... এই বেঈমান স্বার্থপর বড় লোকের দুনিয়ায় নজরুল ইসলামের ছেলে হয়ে শুধু একটি লোকের ক্ষণিকের সাহায্য পেয়েছি–সে আপনি। ... নিনি (কাজী অনিরুদ্ধ) খুব ভাল Electric Guiter বাজাচ্ছে ; নাম হয়েছে ; রেকর্ড করবে। সাংসারিক জীবন যুদ্ধে, রোগে শোকে আমার মধ্যে যে Art এর সম্ভাবনা ছিল তার অপমৃত্যু হয়েছে অনেকদিন। ... আমার দেশে হতভাগ্য চাচার নয়টি নাবালক ছেলে মেয়ে আমার আশায় চোখের পানি ফেলছে। "কেসের"(কাজী আলী হোসেন হত্যা মামলা) একটা সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি দেশে যেতে ভরসা পাচ্ছি না।... চতুর্দিকের দুর্ভাবনায় আমার মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। বাবাকে সবাই Betray করেছে এবং এখন আমাকেও Betray করতে আরম্ভ করেছে।... ...

কায়েদে আজম ত্রাণ তহবিল, ঢাকা এর সম্পাদক বরাবরে ১লা মার্চ ১৯৫০ তারিখে কৃত এক আবেদনে সানি(সব্যসাচী) লেখেন, বর্তমানে আমাদের আয়ের একমাত্র উৎস হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক বাবাকে দেয় মাসিক ২০০ টাকা সাহিত্য ভাতা। ... এদিকে আমাদের বর্তমান অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হয়ে পড়েছে। এখন আমাদের যে অবস্থা এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে ! ... আমাদের বর্তমান আয় দ্বারা সংসার চালানো এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই সামান্যতম আয় দ্বারা আমাদের অসুস্থ পিতা-মাতার খরচই চলে না।... আমাদের সংসার চালাতে গিয়ে বহু ঋণ হয়ে গেছে। ...আমাদের পূর্বেকার ভাড়াটে বাড়ি থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রতি আমাদেরকে কোলকাতার ১৬ রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে চলে আসতে হয়েছে। যার ভাড়া মাসিক ১০০ টাকা। এখানে ছাদের ওপর ছোট্ট একটি কুঠুরিতে থাকতে হচ্ছে যা নিশ্চিতভাবেই আমার অসুস্থ বাবা-মা'র স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হানিকর।[১]

পূর্বপাকিস্তান সরকার নজরুলের জন্যে কোন সাহায্যতো করেই নি এমন কি কবি-পুত্র সব্যসাচী আত্ম-কর্মসংস্থানের যে ওয়ার্ক পারমিট চেয়েছেন তাও কবির প্রতি অনীহার কারণে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। নজরুলের স্নেহধন্য ফেণীর হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-'৬৬ খৃ.) তখন পূর্ব-পাক সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী (১৯৪৭-'৫৩ খৃ.)। তিনি সব্যসাচীর বিরুদ্ধে পেনশন আত্মসাতের অভিযোগ করেন খোদ মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছে। হাবীবুল্লাহ বাহারের ব্যাপারে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৫১ সালের শুরুর দিকে খবর বেরিয়েছিল যে, তিনি নজরুলকে পূর্বপাকিস্তানে নিয়ে আসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাতে তিনি নজরুল পরিবারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। অন্যদিকে ডি.এম.লাইব্রেরি নজরুলের আত্মভোলা স্বভাবের সুযোগ নিয়ে নাম মাত্র মূল্যে তাঁর মহামূল্য বই-পত্রের স্বত্ব কিনে নেয়। এভাবে নজরুল তাঁর সৃষ্টির সুফল থেকে ও বঞ্চিত হন।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে ১৯৭২ সালের ২৪ শে মে নজরুল স্থায়ীভাবে ঢাকায় নীত হন। থাকার ব্যবস্থা করা হয় ধানমন্ডির কবি-ভবনে(বর্তমানে নজরুল ইনস্টিটিউট)। ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মান সূচক ডি.লিট. ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৭৫ সালে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। একই বছর ২২শে জুলাই কবিকে ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কবিকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।[২] ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শাহবাগস্থ পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।[৩] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন। কবির ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মরদেহ মসজিদের পাশেই (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ) কবর দেয়া হয়।

---

১. মাহমুদ নূরুল হুদা, চিরঞ্জীব নজরুল (ঢাকা: ১৫০ ঢাকা স্টেডিয়াম-দোতলা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৭), পৃ. ২২,২৫-৭,৩৩,৩৭।
২. ঐ, পৃ. ২৩-২৪,২৭,৩৫,৩৭-৩৮,৪০-৪১,৫২-৫৩,৫৭।
৩. রফিকুল ইসলাম , প্রগুক্ত , পৃ. ২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবী ভাষার আগমনের ইতিহাস ও বাঙালি সমাজ জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব

আরবী ভাষা :

আরবী মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সামী ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম। এ গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা হচ্ছে :১.ব্যবীলনীয় ২. হিব্রু ৩. হিময়রী ৪. আরামী ৫. ফীনীকী ৬. হাবশী ইত্যাদি। এ ভাষাগুলোর প্রায় সবই বর্তমানে মৃত। হযরত ঈসা (আ.)এর মাতৃভাষা আরামী বর্তমানে ফিলিস্তিনের দু'একটি গ্রামে কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়। কালের বিবর্তন ঠেলে একমাত্র আরবী ভাষাই টিকে যাবার কারণ হচ্ছে , এ ভাষায় প্রাতিভাবান কবিদের আবির্ভাব। যদিও খৃস্টিয় পঞ্চম শতকের পূর্বেকার আরবী সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।[১] আরবী এক সময় আরব দেশের ভাষা হলে ও সপ্তম শতাব্দীতে এ ভাষায় ও এ অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব(৬১০ খৃ.) আরবী ভাষাকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিন মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। পরে ইউরোপ আরবীকে বিদায় করে দিলে ও (১৪৯৮ খৃ.) বাকি দুই মহাদেশে আরবীর অবস্থান এখনও সুসংহত। ইসলামের বিজয় পর্বে যে সব জাতি আরবদের আনীত ইসলামকে আলিঙ্গন করে বিশ্বে মর্যাদার আসন লাভ করেছে তাদের মধ্যে একমাত্র ইরানই আরবীর প্রবল প্রতাপ প্রতিহত করে নিজ ভাষা ফারসিকে আপন মহিমায় বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাতে ফারসি ইসলামী দুনিয়ায় ইসলামের দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। ইরানের সাথে এখানে তুরানের (তুরস্ক) নাম ও উল্লেখ করতে হয় । এরা আরবী আনীত ইসলামকে আত্মস্থ করে শত শত বছর জগৎ শাসন করলেও সাম্রাজ্য হারাবার পর আরবীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে। উত্থান-পতনের সেই দিনগুলো পেরিয়ে আধুনিক স্থিতিশীলতার যুগে এসে আরবী ভাষা বিশ্বমানচিত্রে যে অবস্থান গ্রহণ করেছে তা এ রকম : আরব হতে উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভূ-ভাগ ধরে পারস্য-তুর্কিস্তানের সীমানা পর্যন্ত মিসর এবং সুদানের অধিকাংশ এলাকা (নীল নদ হতে চাদ পর্যন্ত) ;

১.আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন,আরবী সাহিত্যের ইতিহাস(ঢাকা :ইসলামিক ফাউন্ডেশন , ১৯৮৬)পৃ. ২৪৬-৭, ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপোলিতানিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া ও মরক্কো ; মৌরিতানিয়া, ফরাসি পশ্চিম সুদান এবং সাহারা মরূভূমির উত্তরাংশ । এ অখন্ড ভূ-ভাগ ছাড়াও রয়েছে ভূ-মধ্য সাগরের মাল্টা সহ কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। আরো রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ফরাসি পশ্চিম আফ্রিকায় বসবাসকারি আরবগণ। বর্তমানে পৃথিবীর পৌনে এক শ' কোটি মানুষ আরবী ভাষায় কথা বলে। [১]

হযরত নূহ (আ.) এর সময়ে সঙ্ঘটিত মহাপ্লাবনোত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে নূহ-পুত্র সামের বংশধরদের ব্যবহৃত বুলি সামী ভাষা নামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সময়ের বিবর্তন এবং জনগোষ্ঠীর বিস্তরণে ওই সামী ভাষা অনেকগুলো গৌষ্ঠিক ভাষার জন্ম দেয়– এ কথার ইঙ্গিত প্রথমেই দেয়া হয়েছে। একই বর্ণে লিখিত এ উপভাষাগুলোর মধ্যে আরবী ছিল সর্বকনিষ্ঠ। সপ্তম শতকে আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়া পযন্ত আরবা ভাষাও বহু বিবতন ও বিকৃতির মোকাবিলা করে। এর প্রমাণ সে সময়ের উত্তর আরব , দক্ষিণ আরব , বিভিন্ন অঞ্চল এবং গোত্রীয় ভাষার মধ্যকার দুস্তর ব্যবধান। নানা কারণে এ ভাষাটি পিতৃভাষা সামীর অধিকতর নিকটবর্তী। তন্মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সামী ভাষার তুলনায় আরবীতে মূল সামী ভাষার প্রায় সকল বর্ণ ব্যবহৃত হওয়া। এ ছাড়া ব্যাকরণগত অনেক সূক্ষ্ম নিয়ম কানুন এ ভাষায় যেমন পাওয়া যায় অন্যগুলোতে তেমনটা পাওয়া যায় না।

ভাষা হিসাবে আরবীর স্থান দক্ষিণ সেমেটিক এবং উত্তর পশ্চিম সেমেটিকের মাঝামাঝি। এবং উভয়ের সাথেই আরবীর সংযোগ ছিল। আরবী ভাষার সর্ব প্রাচীন যে নমুনা পাওয়া যায় তা অ্যাসিরীয়দের সাথে খৃস্টপূর্ব ৮৫৩-৬২৬ সময় কালে আরিবীদের যুদ্ধের বর্ণনায় উল্লেখিত ৪০ জন ব্যক্তির নাম। এ নামগুলোর প্রায় সবক'টি আরবী বলে সনাক্ত করা হয়েছে। Moritz এর মতে, ওই সময়কার গ্রন্থাদিতে যে আরামুদের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল আরব। সর্বপ্রথম খৃস্টপূর্ব অস্টম ও সপ্তম শতকে আরবদের রচিত গ্রন্থের সন্ধান মেলে। উক্ত প্রাচীন নিদর্শন উত্তর আরবের লিপিমালায় লিখিত, যা দেদানীয় লিপির কাছাকাছি। ওই পুস্ত কে অ্যাসিরীয় ভাষার প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। এদিকে স্বয়ং আরবী ভাষার প্রাচীনতম লিপি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে খৃস্টীয় ৩০০ অব্দে সিনাইতে রামম্(Ramm)এর মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ তিনটি গ্র্যাফিতি

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ১৯৮৬,) ২ খ. পৃ. ৫১৬।

Dhaka University Institutional Repository

বা দেয়াল লিখনকে। গবেষকগণ প্রাচীন আরবী হিসাবে আরব আল আরিবা অথবা আরব আল বায়দা'র অন্তর্ভূক্ত জুরহুম গোত্রের উপভাষাকে সাব্যস্ত করেছেন। নবম শতাব্দীর আবু উবায়দ কুরআনে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ সমূহের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে উক্ত জুরহুম উপভাষার প্রায় ৩০টি শব্দ আবিষ্কার করেছেন। একালের ভাষাতাত্ত্বিকগণ ধারণা করেন যে, উক্ত জুরহুম উপভাষা রূপ প্রাচীন আরবী হতে আলাদা হয়ে আধুনিক কালের কথিত ক্ল্যাসিকাল আরবী ভাষার উদ্ভব ঘটায় খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের দিকে। এবং ষষ্ঠ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ ক্ল্যাসিকাল আরবী ভাষার বিবর্তন ঘটতে থাকে।[১]

বলে রাখা দরকার, আরবীকে যে আরবদেশের ভাষা বলা হত সেই আরবদেশের বিস্তার দক্ষিণে য়ামান থেকে উত্তরে শাম বা সিরিয়া পর্যন্ত। 'আরব' শব্দটি একটি দূরবর্তী ভূ-খন্ড হিসাবে সর্ব প্রথম উক্ত হয়েছে প্রাচীন গ্রীক উপকথায়। পরে ল্যাটিন ও গ্রীক লেখকগণ আরব এবং অরবী দ্বারা নীল নদ ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী মিশরের পূর্বাঞ্চলীয় মরূভাম সহ সমগ্র আরব উপদ্বীপের অধিবাসীকে বোঝাতে শুরু করেন। এটা খৃস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের সোলায়মানি আমলের কথা। 'আরব' শব্দটি অ্যাসিরীয় লিপিতে উক্ত হয়েছে খৃস্টপূর্ব ৮০০ অব্দে।

ওপরের আলোচনায় যে ক্ল্যাসিকাল আরবীর পরিচয় পাওয়া গেল তা কিন্তু সমগ্র আরবদেশে একই রূপ ছিল না। ভাষা তাত্ত্বিক দিক থেকে আরবদেশ তখন উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরব এ দু' ভাগে বিভক্ত ছিল। অবার এ প্রধান দুই অঞ্চলে ও বেশ কিছু বিভিন্নতা ছিল। যেমন দক্ষিণ আরবের ভাষায় কতগুলো উপভাষা(dialect) প্রচলিত ছিল : মুসনাদ, যবূর, রশক, হুডীল, যকযকা ইত্যাদি। উত্তর আরবের ভাষায় আঞ্চলিক প্রভাবে উচ্চারণ, স্বরচিহ্ন ইত্যাদিতে বিভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। এতগুলো আঞ্চলিক বিভিন্নতার মাঝে উত্তর আরবস্থ মক্কার ভাষা ছিল তুলনামূলক পরিচ্ছন্ন। এখানকার ভাষাকে 'আরবী ই মুবীন' বলা হত।[২] পরে দেখা গেল , নবী জন্মিলেন মক্কায় এবং কুরআন অবতীর্ণ হল এই 'আরবী-ই-মুবীনে'ই। কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ায় অগণিত dialect এর ভাষা আরবীর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল। রাবাতের বাজারে কিংবা মক্কার

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ , প্রাগুক্ত, ২ খ . , পৃ. ৫০০,৫০২-৪।

২. আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-৪ ; Md. Nurul Haque, Cultural Relations Between Bangladesn and Arabia (Unpublished P-h.D. Thesis , 1985) p. 35 .

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে লোকমুখে যে dialect ই ব্যবহৃত হোক প্রত্যেকের কাছে ভাষার লিখিত যে রূপ তা কুরআনে ব্যবহৃত ক্ল্যাসিকাল আরবীই।

আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ফলে প্রথমত আরবী ভাষা টিকে থাকার নিশ্চয়তা পেল। দ্বিতীয়ত যে বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটল তা হচ্ছে, কুরআনের যুগের ভাষা, যাকে পন্ডিতেরা সাধারণত ক্ল্যাসিকাল আরবী বলেন, প্রায় অবিকৃতভাবে বিভিন্ন আরব অধ্যুষিত অঞ্চলে অদ্যাবধি ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্য কোন ভাষার ইতিহাসে এরকম নজির নেই। বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ গান ও দোহার ভাষা সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অবোধ্য। এর অর্থ উদ্ধার করতে টীকা বা ভাষ্যের প্রয়োজন হয়। সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দি পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে ভাষা প্রচলিত ছিল সে ভাষা বর্তমানে প্রাচীন ইংরাজি বলে অভিহিত। আধুনিক ইংরাজির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।[১] ২৯ বর্ণে লিখিত আরবী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শব্দ সমৃদ্ধ, ব্যাকরণ-সিদ্ধ,সূক্ষ্ম প্রকাশ ভঙ্গি সম্পন্ন অর্থপূর্ণ ভাষা। এ ভাষার বর্ণগুলো এসেছে মূল সামী বর্ণমালা হতে। সামী ভাষার অপরাপর শাখা ছাড়াও গ্রীক, ইংরাজি প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তি এই মূল সামী বর্ণমালা হতে বলে পাশ্চাত্য লিপিবিদদের বিশ্বাস। এমনকি ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিকে ও অনেকে সামী বর্ণমালা হতে উদ্ভূত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বর্তমানে আমরা আরবী বর্ণমালার যে ক্রম ব্যবহার করি উহা ছাড়াও আরো কমপক্ষে দু'টো বর্ণক্রম প্রচলিত রয়েছে। মরক্কো ইত্যাদি দেশে অনুসৃত বর্ণক্রম হচ্ছে (ডান দিক থেকে) :

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه
و ى لا-

এদিকে আল 'ধায়ন, তাহ্যীব, মুহকাম প্রভৃতি অভিধানে অবলম্বিত হয়েছে এ রকম (ডান দিক থেকে)

ع ح ه خ غ ق ك ج س ش ص ض ر ز ط د ت ظ ذ ث ل ن ف ب م و
ا ى-

এ বর্ণক্রম। মূলত. এ বর্ণক্রম সাজানো হয়েছে আরবী বর্ণের মাখরাজ তথা মুখগহ্বরের উচ্চারণস্থল অনুসারে। এবং তাতে لا বর্ণটি নেই।

---

১. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা : বুক কোরাম, ১৯৭৫) পৃ. ৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসাবে কিছু উদাহরণ দেয়া যায়। দিবসের প্রতিটি ভাগের জন্যে এ ভাষায় পৃথক পৃথক শব্দ রয়েছে। যেমন – যরূর, যযুঘ, দুহা, গযাল, হাজির, যাওয়াল, আসৰ, আসীল, স্বরুব, হদূর, ঘরূর ইত্যাদি। চান্দ্র মাসের প্রতিটি রাতের জন্যে , মাথার চুল ও চোখের প্রতিটি অংশের জন্যে , প্রতিটি দাঁতের জন্যে ; দেখার , চলার , বসার, শোয়ার, প্রতিটি ভঙ্গির জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রয়েছে। অল্প কথায় এ ভাষায় অনেক অর্থ প্রকাশ করা যায়। এ ভাষায় সর্বাধিক সংখ্যক সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ রয়েছে। যেমন–'বছর' শব্দের জন্যে ২৪ টি, 'আলো'র জন্যে ২১ টি, 'অন্ধকার' এর জন্যে ৫২ টি, 'সূর্য'এর জন্যে ২৯টি, 'বৃষ্টি'এর জন্যে ৬৪টি, 'পানি'র জন্যে ১৭০টি, 'উট'এর জন্যে ২৫৫টি এবং 'সিংহ' শব্দটি প্রকাশ করার জন্যে ৩৫০টি আরবী শব্দ রয়েছে। আরবী ভাষায় এমন শত শত শব্দ রয়েছে যাদের তিন, চার অথবা পাঁচটি অর্থ রয়েছে। আবার এমন শব্দেরও উল্লেখ করা যায়,যাদের অর্থ ২৭ থেকে ৬০টি পর্যন্ত হয়। যেমন–খাল(خال) শব্দটি ২৭অর্থে, 'আয়ন(عين) শব্দটি ৩৫ অর্থে এবং 'আজূঝ(عجوز) শব্দটি ৬০ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মরূচারি আরব জাতি তার ছন্দময় জীবনে পাখির সুমিষ্ট স্বর আর জীব-জন্তুর বিচিত্র ধ্বনির অনুকরণে তৈরি করেছে চিত্রময় শব্দরাজি। উটের পায়ের তালে তালে খুঁজেছে কবিতার ছন্দ ; বুলবুলির মনোহারি কিচির মিচিরে সন্ধান করেছে গানের সুর। তাইতো আরবী কাব্য হয়েছে সর্বাধিক ছন্দ সমৃদ্ধ। আরবী গীতিকায় ঘটেছে বিচিত্র সুরের সমাবেশ। বৃষ্টির রিমঝিমের জন্যে হম্‌হমা, মেঘের গুড়গুড়ের জন্যে কর্‌করা, স্রোতের কলকলের জন্যে বরবরা আরবী ভাষারই দান। ঔপাদানিক সমৃদ্ধির জন্যে হয়তবা আরবী সাহিত্য এত দ্রুত উন্নতির উচ্চমার্গে আরোহণ করতে পেরেছিল। আরবী কাব্য সাহিত্য খৃস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দিতে যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল ইংরাজি সাহিত্যকে সে পর্যায়ে পৌঁছুতে একটি হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

লক্ষ্যণীয়, ইসলামের আবির্ভাবের পর নানা কারণে আরবী সাহিত্যের সেই জৌলুস বিবর্ণ হয়ে আসে। বিশেষ করে কাব্যে তার গতি মন্থর হয়ে যায়। যদি ও ইসলামের দৌলতে আরবী সাহিত্য পদ্যের গৎ উৎরিয়ে শিল্পমানোত্তীর্ণ গদ্য সাহিত্যে প্রবেশ করে। অনেক পরে– উনবিংশ শতাব্দিতে আরবী সাহিত্যে চিৎপ্রকর্ষ শুরু হলেও দেখা গেল,

Dhaka University Institutional Repository

আরবের যে কেন্দ্র হতে ষষ্ঠ শতকে আরবী কাব্যের মুক্তা উৎপন্ন হত সেই কেন্দ্রে নব জোয়ারের ঢেউ লাগেনি। একবিংশ শতকের শুরুতে দেখছি, সৌদী আরব বিজ্ঞানের ন্যায় সাহিত্যেও চির বন্ধাত্ব বরণ করেছে। ভাষা হিসাবে আরবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর অন্যতম হলেও সাহিত্য হিসাবে আরবী পাঁচ শত বছরের অনুজ বাংলা সাহিত্যের ও অনেক পশ্চাতে।

ভাষার বিশাল শব্দ-ছন্দ-বর্ণ ভান্ডার আছে বলেই এ ভাষায় ফায়দি কর্তৃক বিন্দু বিহীন বর্ণে কুরআনের তাফসির রচনা কিংবা ওয়াসিল ইবনে আতা কর্তৃক 'রা'(ر) বর্ণ ব্যবহার না করেই দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান সম্ভব হয়েছে।[১] এসব নিঃসন্দেহে একটি ভাষার বাহাদুরির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভাষার এ ঐশ্বর্যের জন্যেই ব্যবসায়জীবী আরব জাতি জীবীকার অন্বেষায়, পরে ধর্ম প্রচারার্থে, পৃথিবীর যেখানেই পা রেখেছে সেখানেই তাদের এ অনুপম ভাষা সম্পদের প্রভাব পড়েছে। বলতে পারি, আরবীর এ প্রভাব শুধুই ভাষিক। সাহিত্যিক নয়। বাংলাদেশ তথা বাংলা ভাষাও একই কারণে আরবীর শব্দ-সম্পদে ঋদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যের কলাকৌশলে নয়। অবশ্য প্রাচীন আরবী সাহিত্যের কিছু পুরাণ, উপাখ্যান, উপকথা, রূপকথা বিশ্ব সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যে ও গৃহীত হয়েছে।

---

১. আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আরবী ভাষার আগমন

ভূ-প্রাকৃতিক বাস্তবতার কারণে অতি প্রাচীন কাল থেকেই আরবরা ব্যবসায়ী জাতি। ব্যবসা উপলক্ষ্যে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র তাদের বিচরণ ছিল অবাধ। ১৪৯২ সালে ইতালিয় নাবিক ক্রিসটোফার কলম্বাস(১৪৪৫-১৫০৬ খৃ.) আমেরিকান উপকূলে অবতরণ করে রেড ইন্ডিয়ান ছাড়াও কিছু আরবী ভাষী লোকের সাক্ষাৎ পান। এঁরা আরব বণিক ছাড়া আর কে হতে পারেন ? এ বিষয়ে যথাযথ গবেষণা হলে আমেরিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব কলম্বাসের পরিবর্তে আরবদেরই প্রাপ্য হতে পারে। ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাসকো দা গামা(১৪৬৯-১৫২৪ খৃ.)কে ইউরোপ থেকে নৌপথে ভারতবর্ষে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন শাহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মজীদ নামে একজন আরব নৌ-পথ বিশেষজ্ঞ। তিনি ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, পশ্চিম চীন সাগর এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের জলপথ সম্পর্কে সামুদ্রিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৪৯৮ সালে ভাসকো দা গামা অফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মালন্দা নামক স্থানে উপনীত হন। সেখান থেকে সরাসরি কালিকট বন্দরে পৌঁছে দেন শাহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মজীদ।[১] তাহলে ইউরোপ থেকে ভারত– এ নৌ-পথের আবিষ্কর্তা কে ? নিশ্চয়ই ভাসকো দা গামা নন। বরং তার পথ প্রদর্শক শাহাবুদ্দীন ইবনে মজীদ। য়াকুব পুত্র য়ূসুফ(আ.)কে কুয়া থেকে উদ্ধার করে মিশরের জনৈক অভিজাত রাজ কর্মচারির কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন যে বণিক দল ওরাও ছিলেন আরব। এসব ঘটনায় প্রমাণ হয় যে, হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে আরবরা বিশ্ব বানিজ্য পরিচালনা করছিলেন। এবং এ উপলক্ষ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এদিক থেকে বলা চলে, আরবরাই বিশ্বায়নের আদি উদ্যোক্তা। প্রাচ্যেয় ইতিহাসবিদদের বর্ণনায় জানা যায়, আরবদের বানিজ্যিক নৌ-বহর পূর্ব দিকে সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত পাড়ি দিত। সিন্ধুর দেবল বন্দরে আরব বানিজ্য কাফেলা জল দস্যুর কবলে পড়ার ঘটনা তো অতি সাম্প্রতিক। আরবীয় অর্ণব পোত আরব সাগর অতিক্রম করে পারস্যোপসাগর হয়ে সিন্ধুর দেবল বন্দরে পৌঁছুতো। অতপর গুজরাট, কাথিওয়ার, বম্বে, কালিকাট, রাজকুমারী ও মাদ্রাজের উপকূল হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়তো। পরে বর্মা হয়ে চীনের কেন্টিনে গিয়ে নোঙ্গর করতো।[২] আরব থেকে চীন যাওয়ার এ দীর্ঘ

---

১. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ১ খ ,(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ১৯৮০) পৃ. ১৯৯।
২. আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, বাংলাদেশে আরবী ও উর্দুর চর্চা (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ) পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

জলপথে আরব বণিকদের কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। এ রকম একটি ঘাঁটি মালাবার। মালাবার মাদ্রাজের সমুদ্র তীরবর্তী একটি জেলা হলে ও ভৌগোলিকভাবে সমগ্র উপদ্বীপটি বর্তমানে এ নামে অভিহিত।'মালাবার' আরবী ভাষার শব্দ বলে অনেকে মনে করেন। আরবী অনুলিখনে م ل ى (মলয়)+আবার= ملیبار । তার মানে নামটি আরব বণিকদের দেয়া। বোঝা গেল, অঞ্চলটি মালাবার নামে অভিহিত হওয়ার পূর্ব থেকেই আরবরা এ পথে যাতায়াত করতো।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, বাঙালি জাতি আর্য বা আর্যেতর আদিবাসীর উত্তসূরী নয়। বরং আজকের বাঙালি জনগোষ্ঠী ইসলামের আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর পূর্বে বানিজ্য উপলক্ষ্যে আগত আরব বসতি স্থাপনকারিদের বংশধর। বাংলার আদিবাসী হিসাবে যে দ্রাবিড়দের উল্লেখ রয়েছে তাদের আদি নিবাস ছিল আরবের বাহরাইন ও দাহরান(বর্তমানে সৌদী আরবের একটি সমুদ্র বন্দর)। এরা ছিল আরব ও আফ্রিকার সংমিশ্রিত জনগোষ্ঠী।[১] ফরিদপুরে আবিস্কৃত তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, আদিশূর ও শ্যামল বর্মা(সামল বর্মন) রাজার পূর্ববর্তী সময়ে এদেশে ভূমি ক্রয়-বিক্রয় হতো আরবী স্বর্ণ মুদ্রা দীনারে।[২] এঁদের শাসনকাল আনুমানিক খৃস্টীয় ১০৮০ থেকে ১১৫০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে।

১৯৫৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Islamic Review পত্রিকায় Arabic :The Mother of all Languages _ Sanskrit : Its Incognito Offspring শীর্ষক এক প্রবন্ধে জনৈক আব্দুল হক বিদ্যার্থী লিখেছেন :Thousands of years ago , the inhabitants of India spoke and understood Arabic. Arabic was disfigured into various forms and gave rise to the hundreds of languages we now find in India. The founder of Arya Samaj Movement Swami Dayanand has stated in his book **Satyartha Prakash** that Kurus and Pandwas discussed confidencial matters in Arabic. The words for mountains, rivers, towns, heaven, earth, names of relations, names of posts, exclamations of happiness, bedding and coverings, house etc. are in Arabic. The only difference in most cases is that if the words are read from right to left they sound

---

১. আনিসুল হক চৌধুরী, বাংলার মূল (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী , ১৯৯৫) পৃ. ১২৮।
২. ঐ , পৃ. ২৮,৩২।

Dhaka University Institutional Repository

Arabic and if they are read from left to right they sound Sanskrit.[১] এসব তথ্য থেকে বোঝা যাচেছ, আরবের সাথে বাংলার সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে। ফলে একথা বলা যায় যে, আরবী ভাষার বাংলায় আগমন ঘটেছে বাংলাদেশে মানব বসতি গড়ে ওঠার আদি লগ্নেই।

১. আনিসুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি সমাজ জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব

বাঙালি সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আরবী ভাষার প্রভাব অপরিসীম। এবং তা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। ইতিহাসবিদ ও ধ্বনি বিজ্ঞানী আনিসুল হক চৌধুরী তাঁর 'বাংলার মূল' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, স্বয়ং 'বাংলা' শব্দটিই আরবী ভাষা থেকে উদ্গত। বিবর্তনের নানা ধাপ পেরিয়ে শব্দটি আজকের রূপ নিয়েছে। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এ অঞ্চলে যাতায়াতকারী আরব বণিকগণ এ অঞ্চলকে নাম দিয়েছিলেন 'গঙ্গা নদীর উজানের অঞ্চল'। কথাটি বলা হত আরবীতে, بادية كنكا العالية।

بادية অর্থ -অনাবাদি বন-জঙ্গলপূর্ণ স্থান।

كنكا অর্থ - গঙ্গা নদী।

العالية অর্থ - নদীর উজান স্রোতের ধারা।

ধ্বনি বিবর্তনের মাধ্যমে তা বর্তমানে হয়েছে 'বাংলা'। যেমন-বাদিয়াতু কানকা আল 'আলিয়া > বাদিয়াতু কানকেল্ 'আলিয়াহ > বাদিয়া কানক 'আলিয়াহ্ > কান্ক+'আলিয়াহ > বানকালিয়াহ > বানকাল্যাহ > বান্কালা > বান্গালা > বাঙ্গালা > বাংলা।[১] শব্দটি বর্তমানে ভাষা ও অঞ্চল উভয় অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের প্রতিবেশি আরো অনেক এলাকার নামকরণ হয়েছে আরবীতে। নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল।

---

১. আনিসুল হক চৌধুরী ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নামের আরবী উৎস

ঢাকা : এস.এম. তায়ফূর তাঁর Glimpses of Old Dhaka গ্রন্থে লিখেছেন, ... in the 4th century B.C. when Guptas ruled this country , Dhaka was known as Devaka. মূল আরবী بادى كنك (গাঙ্গেয় অনাবাদি ভূমি) > বাদ্যাকা > বাদকা > বেতকা > বাদাকা > দাবাকা (Devaka) > দ্বাকা > দাকা > ডাকা > ঢাকা (বা.মূ. পৃ. ৮৪-৫) ।

চট্টগ্রাম : মূল আরবী شاطى الكنك (গঙ্গাতীর; شاطى العرب এর অনুকরণে) > সাতিল গাঙ্গ > চাটিল গাং > চাটি গাং > চিটা গাং > চট্টগ্রাম (বা.মূ. পৃ. ৮৭) ।

বগুড়া : মূল আরবী بادية كنك + উড় (প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার উড় বন্দরের নামানুসারে) > বাদিয় বনক > বানক (বাংক) > বনক(বংক)+উড়া= বন্গ(বংগ) + উড়া > বনগুড়া >বঁগুড়া > বগুড়া (বা.মূ. পৃ. ৭৬) ।

সোনার গাঁ : মূল আরবী شاطى الكنك (গঙ্গা তীর) > সাতুল কাংক > সালুত কাংক > সানুট কাংক > সানুর কাংক > সানুর গান্গ > সোনার গান্গ > সোনার গাঁ (বা.মূ. পৃ. ৮৬) ।

বাড্ডা : মূল আরবী بدى (অনাবাদি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা) > বাদিয় > বাদ্দা > বাড্ডা(বা.মূ. পৃ. ৭৫) । রাজধানী ঢাকার একটি থানার নাম ।

সাভার : মূল আরবী سبا (ইয়েমেনে অবস্থিত প্রাচীন রাজ্য) +اور (মেসোপটেমিয়ার নদী বন্দর) > সাবাউর > সাবাআর > সাবার > সাভার (বা.মূ. পৃ. ১২৮) । ঢাকার একটি থানা ও শিল্পাঞ্চল ।

আলকরণ : মূল আরবী القرن । অর্থ-যুগ, পর্বতশৃঙ্গ । শব্দটি অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হচ্ছে । চট্টগ্রাম শহরের একটি এলাকার নাম ।

সুলক বহর : মূল আরবী سلك البحر । অর্থ- নৌ পথ । শব্দটি অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হচ্ছে । চট্টগ্রাম শহরের একটি এলাকার নাম ।

Dhaka University Institutional Repository

বাকলিয়া : মূল আরবী البقلية। অর্থ-শ্যামল-সবুজ, ভূষা মালের ব্যবসা। শব্দটি অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বন্দর নগরী চট্টগ্রামের একটি এলাকার নাম।

কানসাট : মূল আরবী شاطى كنك। > كنك + شاطى = شاطى كنك (গঙ্গা তীর) > কানসাট । চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি উপজেলার নাম (বা.মূ. পৃ. ৭৫)।

কনকসার : মূল আরবী ***** > ***+*** =*** > সাত কানক > কানক সাত > কনকসার। মুন্সিগঞ্জ জেলার একটি এলাকার নাম (বা.মূ. পৃ. ৭৫)।

বৈদ্যেরবাজার : মূল আরবী بدى । অর্থ-অনাবাদী ভূমি। বাদিয় > বাদিয়ার বাজার > বৈদ্যের বাজার। রাজশাহী অঞ্চলে অবস্থিত (বা.মূ. পৃ. ৭৫)।

বাকালা : মূল আরবী بادية كنك العالية। অর্থ-উজান গঙ্গার অনাবাদি ভূমি। > বানকালা > বাঁকালা > বাকালা। বরিশাল অঞ্চলে অবস্থিত (বা.মূ. পৃ. ৭৯)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রতিবেশি কিছু স্থানের আরবী নামকরণ

বাঁকুড়া : মূল আরবী بادية كنك। অর্থ- গাঙ্গেয় অনাবাদি ভূমি > বাদিয় কানক > বানক(বাংক) + উড়া (প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার উড় বন্দর থেকে)= বান্‌কুড়া (বাংকুড়া) > বাঁকুড়া। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত (বা.মূ.পৃ. ৭৬)।

আরাকান : মূল আরবী عراق (ইরাক) > ইরাকিন > ইরাকান > এরাকান > আরাকান। মিয়ানমারের বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ও রোহিঙ্গা মুসলিম অধ্যূষিত আরাকান প্রদেশ (বা.মূ. পৃ. ৮৭)।

আসাম : মূল আরবী الشام (সিরিয়া) > আল সাম > আসসাম (Assam) > আসাম। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ও বোডো সম্প্রদায় অধ্যূষিত স্বাধীনতাকামি প্রদেশ (বা.মূ. পৃ. ৮৮)।

নেপাল : মূল আরবী نيبل (অর্থ-টিলা) > নেবাল > নেপাল। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র (বা.মূ. পৃ. ৮৮)।

ভুটান : মূল আরবী وطن (অর্থ-স্বদেশ) > ওয়াতান > ওতান > বোতান > বুতান > বুটান > ভুটান। ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র কিংডম (বা.মূ. পৃ. ৮৯)।

তিব্বত : মূল আরবী طبت (উচ্চ স্থান) > তাব্বেত > তেব্বত > তিব্বত। ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন চীনের বিরোধপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চল (বা.মূ. পৃ. ৮৯)।

সিকিম : মূল আরবী شخم (ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের প্রাচীন নাম) > সেখেম > সিখিম >সিকিম। ভারত অধিকৃত দেশীয় রাজ্য। বর্তমানে ভারতের ২২তম প্রদেশ (বা.মূ.পৃ. ৮৯)।

দেখা যাচ্ছে , অধিকাংশ নামকরণে كنك তথা গঙ্গা শব্দ যুক্ত হয়েছে। এর কারণ, সমগ্র বাংলা অঞ্চল মূলত গঙ্গা অববাহিকায় অবস্থিত ছিল। এবং প্রাচীন কালে 'গঙ্গা' বলতে যেমন গঙ্গা নদী বোঝাতো তেমনি গঙ্গার উপকূলীয় অঞ্চলকে ও বোঝাতো। যেমন 'বাংলা' বলতে একাধারে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ বোঝায় । Ganges:In these lines the author uses the name `Ganges' in three different ways for a region , for the river, and

Dhaka University Institutional Repository

for a pot on the river (page -235, The periplus of the Erythraean Sea _ translation from original Greek Language by Lionel Casson , Princeton University Press , New Jersey, U.S.A.)[1]

বাঙালি সমাজ জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব কতটুকু তা উপরোক্ত বর্ণনা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে এভাবে যে, বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশি দেশের এসব প্রাচীন জনপদের নামকরণ হয়েছে আরবী ভাষায় । এ তথ্য প্রথমত. প্রমাণ করে যে, আরবী অত্যন্ত প্রাচীন কাল হতেই এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত. প্রমাণ করে যে, এ অঞ্চলগুলোর নামকরণের যুগে আরবী এ সমাজের প্রধান ভাষা ছিল। এ দাবী আরো স্পষ্ট করে প্রমাণ করা যায় উপমহাদেশের সনাতন হিন্দু ধর্মের আচার- অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন এবং হিন্দুদের বংশীয় লকব আরবী ভাষা ও আরব জনগণের বংশীয় লকব হতে গৃহীত হওয়া থেকে। শুধু কি তাই ? ত্রয়োদশ শতকের বাঙালি কবি রামাই পন্ডিত তো তাঁর শূণ্যপুরান কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতায় ইসলাম ও হিন্দু ধর্মদ্বয়কে প্রকারান্তরে একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠই বলতে চেয়েছেন। তাঁর 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতার প্রধান কয়েকটি লাইন দেখা যাক–

ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈল পেকম্বর
আদম হৈল শূলপানি।
গণেশ হৈল কাজী কার্ত্তিক হৈল গাজী
ফকির হৈল যত মুনি।
... ...
আপনি চন্ডিকা দেবী তিহঁ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈলা বিবি নূর।

– নিরঞ্জনের রুষ্মা, শূণ্য পুরাণ

এসব পঙক্তিমালার ভিন্ন প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে সমালোচকগণ বলতে পারেন যে, কবি এসব পঙক্তিতে ইসলামের সাথে হিন্দু ধর্মের মিল খুঁজতে চান নি বরং জাজপুরে মুসলিম অভিযানের ফলে হিন্দু দেবদেবীর ধর্মান্তর গ্রহণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ঠিক আছে, ত্রয়োদশ শতকের কোন কবির তামাদি বক্তব্য আমলে না হয় নাই নিলাম। কিন্তু একবিংশ শতকে এসে আমরা কী শুনতে পাচ্ছি ? আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অথর্ব বেদ, ঋগ্বেদ, জোজুরবেদ, শ্রীমৎভগবৎ গীতা ও

---

১. আনিসুল হক চৌধুরী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

কল্কি পুরাণে যে কল্কি অবতারের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল হাজার হাজার বছর পূর্বে, সেই কল্কি অবতার আর কেউ নন, স্বয়ং ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ(স.), যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবে। কুরআনুল কারীমের সূরা আলআ'রাফের ১৫৭ নম্বর আয়াতে রয়েছে : "সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী , ***যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়,*** তিনি তাদের নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে ...।" সূরা আসসাফ এর ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, "স্মরণ কর, যখন মারয়াম পুত্র ঈসা(আ.) বলল, হে ইসরাইলিয়রা, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের আমি প্রত্যয়নকারী। ***এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসছেন। তাঁর নাম আহমাদ।*** অত.পর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলো,তখন তারা বলল—এতো এক প্রকাশ্য যাদু"!

বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ ও বাগ্মী ডা. জাকির নায়েক ভারতের হিন্দুধর্মতত্ত্ববিদ শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের উপস্থিতিতে এক আন্ত.ধর্ম সংলাপে বলেছেন,হিন্দুধর্মগ্রন্থ অথর্ববেদ, ঋগ্বেদ, জোজুরবেদ, শ্রীমৎভগবৎগীতা ও কল্কিপুরাণে কল্কি অবতার সম্পর্কে যা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা সবই মুহাম্মাদ(স.) সম্পর্কিত। তিনি মনে করেন,কল্কি অবতার আর কেউ নন , কুরআনের 'খাতামান নাবিয়্যিন' এরই ভারতীয় সংস্করণ মাত্র। উক্ত গ্রন্থাবলীতে লিখিত রয়েছে –

১. একজন বহিরাগত আসবেন। তিনি সংস্কৃতভিন্ন অন্য ভাষায় কথা বলবেন। ... অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক ব্যক্তি এসে বলবেন, পরমাত্মা ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন এ জন্যে যে, আর্যধর্ম তথা সত্যধর্ম যেন টিকে থাকে। তিনি বলবেন, আমি সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে যাবো। ... তিনি আসবেন তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম (ভবিষ্যপুরাণ : পর্ব-৩,খন্ড-৩, অধ্যায়-৩,শ্লোক ৫-২৭)। কুরআনের সূরা ফাতিরের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আমি আপনাকে(মুহাম্মাদ) সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী

Dhaka University Institutional Repository

আসেনি"। সূরা সাফ এর ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তিনিই তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ সত্য ধর্মকে আর সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে"।

২. সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে একজন দূত পাঠাবো, যার নাম হবে মুহাম্মাদ। যাতে মানুষ সঠিক পথে থাকে। ... তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ। আর রাজা তাঁকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানাবেন। এবং বলবেন, ও মানব জাতির গর্ব! ও আরবের অধিবাসী! (ভবিষ্যপুরাণঃ পর্ব-৩,খন্ড-৩, অধ্যায়-৩,শ্লোক ৫-২৭)। অন্যত্র রয়েছে, তাঁর নাম হবে 'নারাশাংসা'।'নারা' অর্থ মানুষ, শাংসা অর্থ প্রশংসিত। সুতরাং নারাশাংসা অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি। 'মুহাম্মাদ' শব্দের অর্থ ও প্রশংসিত ব্যক্তি। কুরআনুল কারীমে একটি সূরার নাম রয়েছে 'মুহাম্মাদ'। এ সূরার ২ নম্বর আয়াতে রয়েছে, "আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে , সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে , আল্লাহ তাদের মন্দকর্ম সমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন"।

৩. কল্কি অবতারের পিতার নাম হবে বিষ্ণু ইয়াশ(কল্কিপুরাণঃ অধ্যায়-২,অনুচ্ছেদ-৮) । 'বিষ্ণু ইয়াশ' শব্দের অর্থ- ঈশ্বরের পূজারী। মুহাম্মাদ(স.) এর পিতার নাম- 'আব্দুল্লাহ। এর অর্থ- ঈশ্বরের পুজারী।

৪. কল্কি অবতারের মাতার নাম হবে সুমতি(কল্কিপুরাণঃঅধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১১)।'সুমতি' শব্দের অর্থ-শান্তিপূর্ণ, অচঞ্চল। মুহাম্মাদ (স.) এর মায়ের নাম আমিনা। এর অর্থ- শান্তিপূর্ণ, অচঞ্চল।

৫. কল্কি অবতার জন্ম গ্রহণ করবেন মাসের ১২ তারিখে (কল্কিপুরাণঃ অধ্যায়-২,অনুচ্ছেদ-১৫)। মুহাম্মাদ(স.) জন্ম গ্রহণ করেছেন ৫৭০ খৃস্টাব্দের রাবি'উল আউভাল মাসের ১২ তারিখে ।

৬. কল্কি অবতার জন্ম গ্রহণ করবেন শহরের প্রধান ব্যক্তির ঘরে। মুহাম্মাদ(স.) এর পিতা আব্দুল্লাহ ছিলেন মক্কা নগরীর প্রধান পরিবারের সদস্য। ষষ্ঠ শতাব্দীর আরবের সব চাইতে

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত বংশ ছিল কুরাইশ বংশ। আবার কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় শাখা ছিল হাশেমী, যারা ছিলেন কা'বার মুতাওয়াল্লী। মুহাম্মাদ(স.) এর পিতা আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন হাশেমী। মুহাম্মাদ(স.) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কা'বার কাস্টোডিয়ান।

৭. কল্কি অবতার জন্ম গ্রহণ করবেন শামবালা শহরে।'শামবালা' অর্থ-শান্তিপূর্ণ জায়গা। মক্কা নগরীর আরেক নাম 'দারুল আমান'। এর অর্থ- শান্তিপূর্ণ জায়গা। ইব্রাহীম(আ.) কা'বা গৃহ পুন.প্রতিষ্ঠার পর প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন মক্কা নগরীকে শান্তিপূর্ণ শহরে পরিণত করেন। সূরা ইবরাহীমের ৩৫ নম্বর আয়াতে রয়েছে, "যখন ইবরাহীম বললেন, হে পালনকর্তা, এ শহর(মক্কা নগরী)কে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন"। সূরা ত্বীনে এই শান্তিপূর্ণ জায়গার শপথ করে বলা হয়েছে, "শপথ ডুমুর ও যয়তুনের। শপথ সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের। এবং শপথ এই শান্তিপূর্ণ নগরীর"(সূরা ত্বীনঃ১-৩)।

৮. কল্কি অবতার শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পান করবেন না। {ভবিষ্যপুরাণ(Bhavishya Purana): পর্ব-৩,খন্ড-৩, অধ্যায়-৩,শ্লোক ৫-২৭} । মুহাম্মাদ(স.) জন্মের পর পান করেছেন চাচা আবু লাহাবের দাসী সুআইবার দুধ। পরে তাঁকে দুধ পান ও লালন-পালনের জন্যে নিয়োগ করা হয় বনু সা'আদ গোত্রের হালীমা নাম্নী এক রমণীকে।

৯. কল্কি অবতার হবেন একজন প্রেরিত পুরুষ।... সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পাঠিয়েছেন অনেক অনেক অবতার। তাদের একজন হচ্ছেন কল্কি(ভগবৎপুরাণঃখন্ড-১২,অধ্যায়-২,অনুচ্ছেদঃ১৮-২০;কল্কিপুরাণ : অধ্যায়-২,অনুচ্ছেদ-৪)। সূরা তাওবার ১২৮ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন প্রেরিত পুরুষ ..."।

১০.কল্কি অবতার গিরি গুহায় অধ্যাদেশ প্রাপ্ত হবেন। মুহাম্মাদ(স.) হেরা গুহায় প্রথম ওহি প্রাপ্ত হন।এ পাহাড়টির নাম জাবাল ই নূর।

Dhaka University Institutional Repository

১১.কল্কি অবতার সমগ্র মানব জাতিকে সৎ পথ দেখাবেন। সূরা সাবার ২৮ নম্বর আয়াতে রয়েছে, "আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না"।

১২.কল্কি অবতারকে সাহায্য করবেন চার ব্যক্তি (কল্কিপুরাণঃ অধ্যায়-২,অনুচ্ছেদ-৫)। এখানে ইসলামের প্রথম ও প্রধান চার খলীফাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা হলেন আবু বকর ইবন্ আবু কুহাফা(রা.),'উমার ইবন্ খাত্তাব(রা.),'উসমান ইবন্ 'আফ্ফান (রা.), ও 'আলী ইবন্ আবু তালিব(রা.)।

১৩. কল্কি অবতার আটটি গুণ বিশিষ্ট হবেন। গুণগুলো হচ্ছেঃ(ক) জ্ঞান (খ) জ্ঞান বিতরণ (গ) পরোপকার (ঘ) আত্ম সংযম (ঙ) মহানুভবতা (চ) সাহস (ছ) শক্তি ও (জ) বংশ মর্যাদা। বলা বাহূল্য, মুহাম্মাদ(স.) উক্ত আটটি গুণের অধিকারী ছিলেন।

১৪.কল্কি অবতারের অনুসারীদের খতনা করা থাকবে। প্রত্যেক মুসলিম পুরুষের জন্যে খতনা করা সুন্নাতে ইব্রাহিমী।

১৫.কল্কি অবতারের অনুসারীদের মুখে দাড়ি থাকবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, দাড়ি রাখা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যে সুন্নাৎ।

১৬. কল্কি অবতারের অনুসারীগণ ইবাদতের সময় আযান দেবেন। মুসলমানগণ পাঞ্জেগানা ও জুমা নামাজের জামাতের জন্যে আযান দিয়ে থাকেন।

১৭. কল্কি অবতারের অনুসারীগণ সব সময় হালাল প্রাণীর মাংস খাবেন। তবে শূকরের মাংস খাবেন না। ইসলামী শরীয়তে শূকরের মাংস খাওয়া হারাম। কুরআনের সূরা বাকারার ১৭৩ নম্বর আয়াতে রয়েছে, "তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জীব,শূকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমা লঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্যে কোন পাপ নেই। নি.সন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। এছাড়া সূরা মায়েদা-৩, সূরা আন'আম-১৪৫, ও সূরা নাহল-১১৫ —এসব আয়াতে হালাল প্রাণী ও হারাম প্রাণীর বর্ণনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. কল্কি অবতারের অনুসারীগণ বিপ্লব সৃষ্টি করবেন। ইতিহাস সাক্ষী, মুহাম্মাদ(স.) ও তাঁর অনুসারীগণ ষষ্ঠ শতাব্দীর আরবে যে বিপ্লব এনেছেন তা ইসলামপূর্ব আরব ও ইসলামোত্তর আরবের মাঝে দিবস ও রাত্রির ন্যায় পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

১৯. কল্কি অবতারের থাকবে একটি সাদা ঘোড়া। মুহাম্মাদ(স.) বোরাক নামক যে বাহনে চড়ে মে'রাজে গমন করেন তা ছিল একটি সাদা ঘোড়ার অকৃতি।

২০. কল্কি অবতার ডান হাতে তরবারি ধারণ করবেন। মুহাম্মাদ(স.) যুদ্ধের ময়দানে ডান হাতে তরবারি ধারণ করতেন।

২১. কল্কি অবতারকে যুদ্ধে দেবদূতগণ সাহায্য করবেন (কল্কিপুরাণ: অধ্যায়-২,অনুচ্ছেদ-৭)। মুহাম্মাদ(স.) কে বদর যুদ্ধে(৬২৪ খৃ.) পাঁচ হাজার ফেরেস্তা সাহায্য করেছিলেন। সূরা আলে ইমরানের ১২৩ থেকে ১২৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "বস্তুত. আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে –তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেস্তা পাঠাবেন! অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয় , তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার ওপর পাঁচ হাজার ফেরেস্তা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন"।

২২. কল্কি অবতার দক্ষিণে গিয়ে ফিরে আসবেন। মুহাম্মাদ(স.) মদিনার দক্ষিণে মক্কায় অভিযান করে (৬৩০ খৃ.) বিজয়ীবেশে মদিনায় ফিরে আসেন।

২৩. কল্কি অবতার বিশ জন নেতাকে পরাজিত করবেন। মুহাম্মাদ(স.) এর সময় আরবে গোটা বিশেক নেতাই ছিলেন, যাদের সকলকে তিনি পরাজিত করেছেন।

২৪. কল্কি অবতারই হবেন অন্তিম ঋষি। কুরআনের সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, "মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত"।

The Final Testament কুরআনুল কারীমের সূরা ফাতিরের ২৪ নম্বর আয়াতে ঘোষিত ***"এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী পাঠানো হয়নি"*** এর সূত্র ধরে ড. জাকির নায়েক The Concept of God in Hinduism and Islam in the Light of the Secred Scriptures" বিষয়ক বক্তব্যে আরো দেখিয়েছেন যে, স্বয়ং 'অল্লাহ' শব্দটির অস্তিত্ব রয়েছে হিন্দুধর্মের চূড়ান্ত বিধান বেদে। তিনি দেখিয়েছেন, ঋগ্বেদে 'অল্লাহ উপনিষদ' নামে স্বতন্ত্র একটি উপনিষদ ও রয়েছে। ভারত ভিত্তিক The Art of Living Foundation এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী রবীশঙ্করের উপস্থিতিতে ড. নায়েক দাবী করেছেন যে– ঋগ্বেদের গ্রন্থ-২ পরিচ্ছেদ-১১ অনুচ্ছেদ-১ এ আল্লাহ শব্দ উল্লেখ রয়েছে

" " ৩ " ৩০ " ১০ " " " "

" " ৯ " ৬৭ " ৩০ " " " "

An Inter Religion Dialogue for Understanding Between Spiritual and Humanitarian Leaders শীর্ষক উক্ত সংলাপে বম্বে ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Islamic Research Foundation এর প্রতিষ্ঠাতা ড. জাকির নায়েক বলেছেন, ঈশ্বরের ধারণা কুরআনে ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থাবলীতে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। ইসলাম যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে কুরআনের সূরা আল্ইখলাসে। এখানে ঈশ্বরের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ রয়েছে। যেমন –

১. ***আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।*** ব্রহ্মসূত্রে উল্লেখ রয়েছে, 'ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়'। চান্দগি(Chandagya) উপনিষদের অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-২, অনুচ্ছেদ-১ এ উল্লেখ রয়েছে, 'স্রষ্টা মাত্র একজনই। দ্বিতীয় আর কেউ নেই'। ঋগ্বেদে রয়েছে, 'সত্য একটাই, ঈশ্বর একজনই। তবে জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে ডেকে থাকে অনেক নামে'। কেবল ঋগ্বেদেই ঈশ্বরকে ডাকা হয়েছে ৩৩টি নামে। যেমন কুরআনে রয়েছে আল্লাহর ৯৯টি নাম। ঋগ্বেদে উক্ত ৩৩ নামের একটি ব্রহ্মা। এর অর্থ-সৃষ্টিকর্তা। এটি কুরআনে উক্ত আল্লাহর গুণ বাচক নাম 'খালিক' এর সমার্থক। ঋগ্বেদে উক্ত ঈশ্বরের আরেকটি নাম বিষ্ণু। এর অর্থ- রক্ষাকারী। এ অর্থটি প্রকাশ করে আল্লাহর গুণ বাচক নাম 'রব'।

Dhaka University Institutional Repository

২. ***আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।*** জোজুরবেদের(Yajurveda) অধ্যায়-৪০, অনুচ্ছেদ-৮ এ উল্লেখ রয়েছে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার ও পবিত্র'। ঈশ্বরের একই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ রয়েছে ভগবৎগীতার অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৩ এ। শেতাশবাতারা(Shvetashvatara) উপনিষদের অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-৯ তে রয়েছে, 'ঈশ্বরের বাবা নেই, মা নেই। তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই'। ভগবৎগীতার অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৩ এ রয়েছে, 'লোকে জানে, আমি কখনও জন্মাইনি, কখনও উদ্ভূত হইনি। আমি বিশ্ব জগতের প্রভু। সর্বময় ক্ষমতার মালিক'।

৩. ***আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি।*** শেতাশবাতারা(Shvetashvatara) উপনিষদের অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-৯ তে রয়েছে, 'ঈশ্বরের বাবা নেই, মা নেই। তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই'। ভগবৎগীতার অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৩ এ রয়েছে, 'লোকে জানে, আমি কখনও জন্মাইনি, কখনও উদ্ভূত হইনি। আমি বিশ্ব জগতের প্রভু। সর্বময় ক্ষমতার মালিক'।

৪. ***অল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই।*** শেতাশবাতারা(Shvetashvatara) উপনিষদের অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২০ এ আছে, 'ঈশ্বরের প্রতিমা নেই, প্রতিকৃতি নেই, মূর্তি নেই, ভাস্কর্য নেই। তাঁকে কেউ দেখতে পায় না'। ভগবৎগীতার অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-২০ এ রয়েছে, 'যেসব মানুষের বিচার বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্খা তারাই উপাসনা করে অপদেবতার'। এ উদ্ধৃতিটি শ্রী শ্রী রবীশঙ্কর ও দিয়েছেন তাঁর Hinduism and Islam : The Common Thread গ্রন্থে। জোজুরবেদের(Yajurveda) অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৩ এ রয়েছে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন মূর্তি নেই'। জোজুরবেদের(Yajurveda) অধ্যায়-৪০, অনুচ্ছেদ-৯ এ রয়েছে, 'যারা আগুন ও পানির উপাসনা করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে'। এসব বক্তব্যের আরো উল্লেখ রয়েছে, চান্দগি(Chandagya) উপনিষদের অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-২, অনুচ্ছেদ-১; শেতাশবাতারা (Shvetashvatara) উপনিষদের অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৯ এবং শেতাশবাতারা (Shvetashvatara) উপনিষদের অধ্যায়-৩২,অনুচ্ছেদ-৩ এ।

হিন্দুধর্ম মতে মানব সভ্যতা সত্য, ন্যায় ও ধর্মাচরণের দিক থেকে এ যাবৎ তিনটি যুগ অতিক্রম করে বর্তমানে চতুর্থ তথা শেষ যুগে বাস করছে। এ চারটি যুগ হচ্ছে পর্যায়ক্রমে (ক) সত্যযুগ (খ) ত্রেতাযুগ (গ)

Dhaka University Institutional Repository

দাপরযুগ ও (ঘ) কল্কিযুগ। এ চার যুগের মানবতাকে সত্যপথ প্রদর্শণের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন চারজন যুগাবতার। এঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে নারায়ণ, রামচন্দ্র, গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ। সে হিসাবে কল্কি যুগের অবতার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কল্কি যুগের অবতার বলে তাঁকে কল্কি অবতার বা সংক্ষেপে কল্কি ও বলা হয়। এ কল্কি অবতার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সহ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থাবলীতে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে হিন্দু সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে কল্কি অবতার কল্পণা করে আসছেন। মুহাম্মাদ(স.) এর আবির্ভাবের প্রায় দেড় হাজার বছর পর ডা. জাকির নায়েক এখন যা বলছেন তার সোজা সাপটা অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ নামক কোন কাল্পণিক চরিত্র নয়,বরং আরবের মুহাম্মাদ(স.) ই বেদে বর্ণিত কল্কি অবতার। এবং বেদ, সকৃত কি বিকৃত, একটি ঐশী গ্রন্থ। যেমন- তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল। ডা. নায়েক এ দাবী করেছেন বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ হিন্দু ধর্মগুরু শ্রী শ্রী রবীশঙ্করজীর সম্মুখে, প্রকাশ্য জনসভায়। ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্যের পর একজন দর্শক-শ্রোতা রবীশঙ্করজীকে প্রশ্ন করেছেন তিনি ডা. নায়েকের এ দাবীর সাথে একমত কিনা। উত্তরে রবীশঙ্করজী বলেছেন, ডা. নায়েকের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করার কিছু নেই। বরং তিনি ডা. নায়েককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এ জন্যে যে, ডা. জাকির নায়েক এত কাল পর বিশ্ববাসীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরেছেন। ডা. জাকির নায়েকের এ দাবীকে কীভাবে গ্রহণ করবে হিন্দু সম্প্রদায় সেটাই এখন দেখার বিষয়। সেটা হিন্দুগণ বুঝুন। এখানে আমাদের যে বক্তব্য তা হল, আরবের সাথে বাংলা-ভারতের যে নাড়ির বন্ধনের দাবী আমরা করছি ডা. নায়েকের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে তা আরো জোরদার হলো।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ও বিবিধ ধর্মীয় পরিভাষার আরবী উৎস

যবন : মূল আরবী يمن । আরবের ইয়েমেন দেশ। يمن > ইয়েমেন > ইয়ামন > য়্যামন > য়মন >য়বন > যবন (অহিন্দু অর্থে)। শব্দটি উপমহাদেশীয় হিন্দুরা কাউকে অহিন্দু বোঝাতে ব্যবহার করে থাকে (বা.মূ.পৃ. ১২৫)।

উলু : মূল আরবী اله। সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়। اله > ইলা > ইলু > উলু। উপমহাদেশীয় হিন্দু নারীগণ কোন শুভ ঘটনায় একাধিক জনের মিলিত কণ্ঠে উলু ধ্বনি দিয়ে থাকেন। সে জন্যে একে মঙ্গল ধ্বনি বা জোকার নামে অভিহিত করা হয়। আরবদেশেও মঙ্গল ধ্বনি রূপে উলু ধ্বনির প্রচলন রয়েছে বলে জানা যায়। সেখানে এ ধ্বনির নাম জেকের (ذكر) । একই উলু ধ্বনি বাংলাদেশে জোকার এবং আরবদেশে জেকের(ذكر) আখ্যা লাভ করে একই মঙ্গলার্থ প্রকাশ করে। এতে বাংলাদেশ ও আরবদেশের মাঝে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ও অভিন্নতাই প্রমাণিত হয় (বা.মূ.পৃ. ৩৬)।

মানত : মূল আরবী مناة। প্রাচীন কা'বা গৃহে রক্ষিত ও পূজিত ৩৬০ প্রতিমার মধ্যে তৃতীয় প্রধান প্রতিমা। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিমা যথাক্রমে লাৎ এবং উজ্জা। বাঙালি হিন্দুগণ কোন বিষয়ে অনুগ্রহ লাভার্থে দেবতাকে কিছু দেবার অঙ্গিকারকে 'মানত' বলে থাকেন।[১] এটা পৌত্তলিক আরবদের নামজাদা দেবী মানাত এর স্মৃতি বহন করে (বা.মূ.পৃ. ৪২)।

ওঝা : মূল আরবী عُزّٰة । প্রাচীন কা'বা গৃহে রক্ষিত ও পূজিত ৩৬০ প্রতিমার দ্বিতীয় প্রধান প্রতিমা ওজ্জা। রামায়নের প্রথম বাংলা অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৮১-১৪৬১ খৃ.) সাগ্রহে এ আরব দেবীর কীর্তির বর্ণনা রেখেগেছেন (বা.মূ.পৃ. ৪২)। তিনি তাঁর অনূদিত বাংলা রামায়নে আত্মকথায় লিখেছেন :

---

১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কোলকাতা : সাহিত্য সংসদ , ১৯৮৫) পৃ. ৫৭২।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।।
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গা-তীর।।
সুখ ভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গা-কূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে।।
গঙ্গা-তীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রি কাল হইল ওঝা শুতিল তথায়।।

আটন : মূল আরবী وَطَنٌ। অর্থ-স্থান, অধিষ্ঠান, স্বদেশ। মনসা দেবীর অধিষ্ঠান ভূমিকে বলা হয় আটন। এটা আরবী 'ওয়াতান' শব্দের অপভ্রংশ (বা.মূ.পৃ. ৪২)।

মা দূর্গা : মূল আরবী مردوق (Marduk)। এটা প্রাচীন ব্যবিলনের এক কল্পিত দেবতা। M.S. Dower এর The Legacy of Egept গ্রন্থে এ দেবতার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে এ রকম :Hittite army marched down the Euphrates into Babylonia and sacked the capital, carrying off its God Marduk among the spoil (বা.মূ.পৃ. ৪৫)।

ঈশ্বর : মূল আরবী عشتر । ব্যবিলনের প্রাচীন দেবী। ব্যবিলনের মার্দুক ও বঙ্গদেশের মা দুর্গা – এ শব্দ দুটোর ধ্বনিগত ও অর্থগত ঐক্য ও সাদৃশ্য দ্বারা যেমন প্রমাণিত হয় যে, ব্যবিলনের মার্দুকই বঙ্গদেশে এসে মা দুর্গা হয়েছে তেমনি ব্যবিলনের অন্যতম প্রাচীন দেবী 'ঈশতর' শব্দের সহিত এদেশের পৌত্তলিক হিন্দুদের 'ঈশ্বর' শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত ঐক্য ও সাদৃশ্য উভয় শব্দের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করে। ফলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এদেশের 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবিলনের 'ঈশতর' শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে (বা.মূ.পৃ. ৪৬)।

শিব : মূল আরবী عيش । প্রাচীন মিশরের পার্বত্য বৃষ দেবতা। মিশরে প্রাচীন কাল থেকেই আরবী ভাষা প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ, মিসরীয় সম্রাজ্ঞী কিলিওপেটরা(৬৯-৩০ খৃ.পূ.)আরবী ভাষায় কথা বলতেন। Periplus of the Erythraean Sea গ্রন্থে বলা হয়েছে, Cleopatra, an accomplished Linguist who preferred to do without interpreters , spoke Arabic... ...(page-99).ফলে মিশরীয় দেবতা অর্থে

Dhaka University Institutional Repository

'আবীশ' শব্দের সাথে বাঙালি হিন্দুদের শক্তি দেবতা 'শিব' এর ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল ও ঐক্য প্রমাণ করে যে, 'শিব' নামটি আরবী হতে উদ্ভূত। কারণ মিশরীয় 'আবিশ' যেমন পার্বত্য দেবতা , বাংলাদেশের 'শিব' ও তেমনি পার্বত্য দেবতা। মিশরীয় 'আবীশ' হচ্ছে বৃষ দেবতা । আর বঙ্গদেশের 'শিব' দেবতার বাহন হচ্ছে বৃষ (বা.মূ.পৃ. ৪৬)।

কোজাগরী : মূল আরবী كزاى। মেঘের দেবী। বাংলাদেশের হিন্দুদের একটি আঞ্চলিক পার্বণের নাম কোজাগরী। এটি আরবী كزاى(কুজা) শব্দের বাঙালি সংস্করণ মাত্র (বা.মূ.পৃ. ৪২)।

ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজে সর্প পূজার প্রচলন দেখা যায়। এটিও আরবদেশের অনুকৃতি। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য পন্ডিত J.Fergusson তার Tree and Serpent Worship গ্রন্থে বলেছেন, Eventually the worship of the serpent may become a valuable test of the presence of Turanian (i.e. Arab) blood in the veins of people among whom it is found to prevail (বা.মূ.পৃ.৪৭)।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি হিন্দুদের সামাজিক শ্রেণী ও বংশীয় লকবের আরবী উৎস

কায়েত : মূল আরবী قائد । অর্থ নেতা। শব্দটি সংস্কৃতে ক্ষত্রিয়, বাংলায় কায়স্থ বা কায়েত রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে(বা.মূ.পৃ.১৩৩)। বাংলাদেশের হিন্দুদের সমাজ কাঠামো তিন স্তর বিশিষ্ট। শুদ্র, কায়স্থ/কায়েত এবং ব্রাহ্মণ। দত্ত, গুপ্ত, বোস, দাস, সোম, দে, কুন্ড, সাহা এঁরা কায়স্থ শ্রেণী ভূক্ত। এঁদের দৈহিক গঠন ও মানসিকতা অপর দু' শ্রেণী , শুদ্র ও ব্রাহ্মণ, থেকে ভিন্ন। ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদায় কায়েতরা নিজেদের ব্রাহ্মণদের কাছাকাছি মর্যাদার বলে দাবি করেন। আরব থেকেই এদের আগমন (বা.মূ.পৃ.৪৩)।

গুপ্ত : মূল আরবী غطفان । এটি মক্কার একটি গোত্রের নাম। এ গোত্রটি বাতনে নাখলায় অবস্থিত ওয্যা প্রতিমার পূজা করত (বা.মূ.পৃ.৪৩)।

সেন : মূল আরবী سناء। এটি উত্তর ইয়েমেনের রাজধানী (বা. মূ. পৃ. ৪৩)।

কুন্ডু : মূল আরবী كندى । এটি ইরাকের বসরা অঞ্চলের কোন জনপদের নাম থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকবে। যেমন- বসরার একজন বিশ্বখ্যাত দার্শনিকের নাম আবু ইউসূফ ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক আলকিন্দি।

ঠাকুর : মূল আরবী تاقوت । প্রাচীন কা'বা ঘরে রক্ষিত একটি প্রতিমার নাম। শব্দটির ধ্বনি বিবর্তন এরকম-تاقوت >তাকুত >টাকুট> টাকুর > ঠাকুর। ধারণা করা হয় যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষগণ আরব থেকেই এদেশে এসেছিলেন। তারা আরবের পৌত্তলিক কুশাইরি গোত্রের লোক ছিলেন। এ গোত্রটি কা'বায় রক্ষিত তাকুত প্রতিমার পূজারি ছিল। এবং তাদের নামের শেষে কুশাইরি লকব ব্যবহার করতেন। যেমন– বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষ ছিলেন পঞ্চানন কুশাইরি। ইনি বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরে খুলনা ত্যাগ করে কালি ঘাটের নিকট গোবিন্দপুর গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এর মানে, রবীন্দ্রনাথ খুলনা জেলার পিঠাভোগ গ্রামের 'কুশাইরি' বংশোদ্ভূত। এ কুশাইরি ও আরবের কুশাইরি এক ও অভিন্ন। "মানসী"

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যগ্রন্থের 'দুরন্ত আশা' কবিতায় কবিগুরু কি তাহলে তাই বললেন ?

অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব'সে।
ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ মানা এ প্রাণ,
বোতাম আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি–
গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন !
চরণ তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন ।
ছুটেছে ঘোড়া , উড়েছে বালি,
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয় তলে বহ্নি জ্বালি'
চলেছি নিশি দিন।
বর্শা হাতে, ভর্‌সা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল-বাধা-হীন।

এ অনুভূতি কি তাহলে কবির নস্টালজিয়া সম্ভূত ? কবিতো ইংরাজ, জার্মান, আমেরিকান বা রুশ হতে চান নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজন ভারতীয়ের ন্যায় নিজেকে আর্যজন বলে গর্ববোধ করতে ও কুণ্ঠিত । রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয়দের শেখানো তত্ত্বানুযায়ী নিজেদের আর্যোদ্ভূত বলে জাহির করার ভারতীয় বাতিককে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন –

মোক্ষ মূলার বলেছে 'আর্য
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।[১]

১. শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, পৃ. ২১৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় বিশ্বাস করতেন যেমনটা অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'হিন্দুরা ভারত ভূমির আদি নিবাসি ছিলেন না। দেশান্তর হতে আগমন করে এখানে অবস্থিত হয়েছেন। বাংলাদেশিয়েরা তো এ বিষয়ে একটি অতি মাত্রায় হীন জাতি হয়ে পড়েছে। ... ... হিন্দু জাতির তো প্রকৃত ইতিহাস নাই।'[১] বঙ্কিম চন্দ্রের বক্তব্য ও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি লিখেছেন, 'বাঙালির ইতিহাস নাই। সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যায় তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়। কিন্তু বাঙালির ইতিহাস নাই। বাঙালির ইতিহাস চাই। নইলে বাঙালি মানুষ হইবে না।[২]

এতো গেলো এক দিক। বাঙালি সমাজ জীবনে আরবী ভাষার প্রভাবের প্রসঙ্গ উঠলে যাদের কথা প্রথমেই মনে আসে তারা হলেন বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়। মোট বাঙালি জনগোষ্ঠীর এঁরা ষাট শতাংশ। এদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবন আরবী ভাষার মোড়কে আবৃত। এরা প্রসূত হয়ে শুনতে পায় الله اكبر (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। أشهد أن لا إله إلا الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই) জপতে জপতে কিংবা শুনতে শুনতে এরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বাঙালি সমাজের সিংহ ভাগ এই মুসলিম সম্প্রদায়ের সমাজ জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

---

১. শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (চৈত্র ০৮, ১৮০৪ শকাব্দ) পৃ. ১,১২৪-৫।
২. আমিনুল হক চৌধুরী ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানের সামাজিক জীবনে আরবী ভাষার প্রভাব

জার্মান আবহাওয়াবিদ আলফ্রেড ওয়েনার (Alfred Wengnar) এর মতে, ভারতবর্ষ ও আরবদেশ বরফ যুগে, আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে, একটি মাত্র ভূ-খন্ড ছিল। তখন এর নাম ছিল প্যানজিয়া(Pangea). তিনি মনে করেন, Permocarboniferous পর্বে পৃথিবীর বৃহত্তর অংশ জুড়ে একটি বরফ শীট ছিল। ওই বরফ খন্ডটি বিভক্ত হয়ে পরে বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে সরে যায়।[১] তাহলে স্বভাবতই বোঝা যায়, আরবে-ভারতে যোগাযোগ সেই শুরু থেকেই ছিল। বাংলাদেশের অবস্থান সমুদ্র উপকূলে বলে এলাকা দু'টি পরবর্তী কালে বিভক্ত হয়ে গেলে ও উভয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যকার যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। ভৌগোলিক ঐক্যের কারণে প্রথমে পৌত্তলিক আরবের সাথে পৌত্তলিক বাংলাদেশের যেমন একতা ছিল তেমনি পরবর্তীকালে ইসলামের আগমনের ফলে খাঁটি একেশ্বরবাদীতায় বিবর্তিত আরব সমাজের সাথে সাথে বাঙালি সমাজ ও বিপুল পরিমাণে পৌত্তলিকতা ছেড়ে একেশ্বরবাদে অবগাহন করে। বাঙালি মুসলিম সমাজ ইতিহাসের সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পৃথিবীতে বাঙালি মুসলমান শিশুর যাত্রাই শুরু হয় আরবী ভাষার ধ্বনি দিয়ে। তারপরে প্রায় সকল বাঙালি মুসলমান শিশুর নাম রাখা হয় আরবী ভাষায়। আজ থেকে আট শত বছর আগে যখন বাঙালিদের মধ্যে শতকরা একজনও মাতৃভাষা বাংলা পড়তে জানতো না তখনও প্রায় প্রতিটি বাঙালি মুসলমান শিশুর আরবী অক্ষর জ্ঞান ছিল। এ ধারা এখনও বজায় আছে। যদিও এখন মাতৃভাষা বাংলায় অক্ষর জ্ঞানের হার অনেক বেড়েছে। এই ২০০৮ সালেও শতকরা অন্যূন পঞ্চাশ জন বাঙালি পাওয়া যাবে যারা একটি বাংলা কবিতা বা একটি বাংলা শ্লোক মুখস্থ জানে না। তার বিপরীতে এমন বাঙালি মুসলমান খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে যে আরবী ভাষায় লিখিত কুরআনের এক বা একাধিক সূরা মুখস্থ জানে না। বাঙালি মুসলমানরা আত্মীয়দের সম্বোধন করে থাকে আরবী ভাষার শব্দে। যেমন–

[1]. Md. Nurul Haque, Cultural Relations Between Bangladesh and Arabia, Introduction & P. 49.

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানের আত্মীয়তার সম্বোধনে আরবী পরিভাষা

খালা : মূল আরবী خالة । মায়ের বোন।

খালু : মূল আরবী خال । মায়ের বোনের স্বামী।

জাওজ : মূল আরবী زوج । স্বামী। জমিজমার পুরানা দলিল পত্রে লেখা রয়েছে, রহিমা বেগম,জাওজে রহিমুদ্দীন। অর্থাৎ রহিমা বেগম, তার স্বামীর নাম,রহিমুদ্দীন।

শালা : মূল আরবী سالة। স্ত্রীর ভাই।

আম্মা : মূল আরবী ام । মা।

আব্বা : মূল আরবী اب । বাবা।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানের পোষাক-পরিচ্ছদের নাম আরবী ভাষায়

কামিস : মূল আরবী قميص । মেয়েদের জামা ।

ফতুয়া : মূল আরবী فتوى । এক প্রকার ঢোলা জামা ।

তাজ : মূল আরবী تاج । বিশেষ এক ধরণের টুপি ।

জেব : মূল আরবী جيب । জামার পকেট ।

জোব্বা : মূল আরবী جبة । প্রশস্ত আস্তীন বিশিষ্ট ও সম্মুখ ভাগে খোলা এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঢিলা পোষাক ।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানের পারিবারিক জীবনে আরবী পরিভাষা

নিকাহ : মূল আরবী نكاح । বিবাহ ।

এজিন : মূল আরবী إذن । অনুমতি ।

এজাব : মূল আরবী إجابة । বিয়ের প্রস্তাব করা ।

কবুল : মূল আরবী قبول । প্রস্তাব গ্রহণ করা, স্বীকার করা ।

মোহর : মূল আরবী مهر । স্ত্রীলোকের দেন মোহর ।

তালাক : মূল আরবী طلاق । বিবাহ বিচ্ছেদ ।

ইদ্দৎ : মূল আরবী عدة । নির্দিষ্ট সময় কাল । মেয়াদ ।

হায়েজ : মূল আরবী حائض । নারীর রজ:কাল ।

নেফাস : মূল আরবী نفاس । নারীর প্রসবোত্তর রক্ত স্রাব ।

খয়রাত : মূল আরবী **** । দান, কল্যাণ, সৎকর্ম, বাছাই করা বস্তু, সুশীল ।

আকীকা : মূল আরবী عقيقة । শিশু জন্মের পর তদুপলক্ষ্যে জবাইকৃত পশু ।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানদের সকল ধর্মীয় পরিভাষা আরবী

আল্লাহ : মূল আরবী الله । আল্লাহ তায়ালার জাতি বাচক নাম।

রাসূল : মূল আরবী رسول । দূত। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

নবী : মূল আরবী نبى । সংবাদ বাহক। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

জাহান্নাম : মূল আরবী جهنم । দোজখ, নরক।

জান্নাৎ : মূল আরবী جنة । বাগান, স্বর্গ, বেহেস্ত।

আখিরাত : মূল আরবী أخرة। পরকাল।

কিয়ামাত : মূল আরবী قيامة । মহাপ্রলয়।পৃথিবী চূড়ান্ত ধ্বংসের দিন।

হাশর : মূল আরবী حشر । কিয়ামতের পর চূড়ান্ত বিচারের দিন।

হারাম : মূল আরবী حرام । অবৈধ ও নিষিদ্ধ বস্তু বা কাজ।

হালাল : মূল আরবী حلال । বৈধ।

ফরজ : মূল আরবী فرض। বান্দার জন্যে আল্লাহর অবশ্য পালনীয় নির্দেশ ।

ওয়াজিব : মূল আরবী واجب । অপরিহার্য কর্তব্য।

সুন্নৎ : মূল আরবী سنة । নিয়ম, তরিকা, সুস্পষ্ট রাস্তা।

নফল : মূল আরবী نفل । অতিরিক্ত। নফল ইবাদত।

কবর : মূল আরবী قبر । সমাধি।

ঈমান : মূল আরবী إيمان । দৃঢ় বিশ্বাস।

হজ্জ : মূল আরবী حج। ইবাদতের নিয়তে মক্কা নগরীস্থ কা'বা গৃহ পরিদর্শন করা ও আনুষঙ্গিক কর্তব্য সমাধা করা।

একিন : মূল আরবী يقين। এমন বিশ্বাস যার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কাফের : মূল আরবী كافر । আল্লাহর অস্তিত্বে অনস্থ ব্যক্তি।

মুরতাদ : মূল আরবী مرتد । পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসা।

ঈমানের আওতা হতে বের হয়ে যাওয়া।

ওয়াদা : মূল আরবী وعد । অঙ্গিকার, প্রতিশ্রুতি।

মুসলিম : মূল আরবী مسلم । ইসলামের অনুসারী।

Dhaka University Institutional Repository

আজান : মূল আরবী اذان । নামাজের জন্যে আহ্বান ।

একামত : মূল আরবী إقامة । নামাজের জামাত অনুষ্ঠানের ঘোষণা ।

ইমাম : মূল আরবী امام । নামাজ পরিচালনাকারী ব্যক্তি ।

মুয়াজ্জিন : মূল আরবী مؤذن । আজান প্রদানকারী ।

মসজিদ : মূল আরবী مسجد । নামাজের ঘর ।

মায়ার : মূল আরবী مزار । বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবর ।

খতিব : মূল আরবী خطيب । জুম'আর নামাজের মূল বক্তা । খুৎবা দাতা ।

মোসল্লি : মূল আরবী مصلى । নামাজি ।

মোতাওয়াল্লী : মূল আরবী متولى । মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারি ।

ঈদ : মূল আরবী عيد । মুসলমানদের দুটো ধর্মীয় উৎসব ।

কুরবাণী : মূল আরবী قربان । যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় ।

তারাবীহ : মূল আরবী ترابيح । রমযানের রাতে প্রতি চার রাকাত পর পর বিরতি সহ পঠিত নামায ।

জামাত : মূল আরবী جماعة । দল । ইমামের সাথে নামায আদায় করা ।

কাযা : মূল আরবী قضاء । অনাদায়ী নামায ইত্যাদি পরবর্তীতে আদায় করা ।

মোকতাদি : মূল আরবী مقتد । নামাযে ইমামের অনুকারক ।

সফ : মূল আরবী صف । নামাযের সারি ।

মিলাদ : মূল আরবী ميلاد । জন্মক্ষণ । রাসূলুল্লাহ(স.)এর ওপর যৌথকণ্ঠে দরুদ পাঠের অনুষ্ঠান ।

মাহফিল : মূল আরবী محفل । ধর্মীয় অনুষ্ঠান ।

ওয়াজ : মূল আরবী وعظ । ধর্মীয় নসিহত ।

খুৎবা : মূল আরবী خطبة । জুমআর জামাতের পূর্ব মুহূর্তে মুসল্লীদের উদ্দেশে খতীব কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ ।

ওহী : মূল আরবী وحى । আল্লাহর পক্ষ হতে নবী ও রাসূলদের প্রতি প্রেরিত পয়গাম ।

সূরা : মূল আরবী سورة । কুরআনের অধ্যায় ।

সওয়াব : মূল আরবী صواب । নির্ভুল, পরিণাম, পুণ্য ।

কেরাত : মূল আরবী قراة । কুরআনের আয়াত পাঠ করা ।

Dhaka University Institutional Repository

তিলাওয়াত : মূল আরবী تلاوة । কুরআন কিংবা হাদিস পাঠ করা।

ফজর : মূল আরবী فجر । সূর্যোদয়ের পূর্বে অবশ্য আদায়যোগ্য নামায।

জোহর : মূল আরবী ظهر । দ্বিপ্রহরান্তে অবশ্য আদায়যোগ্য নামায।

আসর : মূল আরবী عصر । বৈকালিক নামায।

মাগরিব : মূল আরবী مغرب । সূর্যাস্তের পর অবশ্য আদায়যোগ্য নামায।

এশা : মূল আরবী عشاء । রাতে অবশ্য আদায়যোগ্য নামায।

সেহেরি : মূল আরবী تسحر । রোযা পালনের উদ্দেশে শেষ রাতে ভোজন করা।

ইফতার : মূল আরবী إفطار । পানাহারের মাধ্যমে রোযা সমাপ্ত করা।

মুনাফেক : মূল আরবী منافق । কপট বিশ্বাসী।

ইবাদৎ : মূল আরবী عبادة । শরীয়তের বিধান পালন করা। উপাসনা।

ফতোয়া : মূল আরবী فتوى । ইসলামি শরীয়তের গুরুতর বিষয়ের ফয়সালা। ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা।

ফজিলৎ : মূল আরবী فضيلة । প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মর্যাদা।

বিদআত : মূল আরবী بدعة । ইসলামি শরিয়তে নয়া রেওয়াজ প্রবর্তন।

মিম্বার : মূল আরবী منبر । মঞ্চ। মসজিদের যে উঁচু আসনে দাঁড়িয়ে
ইমাম খুৎবা দেন।

রাকাত : মূল আরবী ركعة । নামাজের রাকাত।

শিরক : মূল আরবী شرك । শরিক সাব্যস্ত করা। কাউকে আল্লাহর
সমকক্ষ মনে করা।

শিয়া : মূল আরবী شيعة । অনুসারি, দল। ইমাম জাফর সাদিক(র.)
এর অনুসারি দাবিদার মুসলমানদের একটি উপদল।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনে আরবী পরিভাষা

যাকাত : মূল আরবী زكوة । নিসাব পরিমাণ মালের ওপর ২.৫% হারে প্রদেয় বার্ষিক সম্পদ-কর।

ফিৎরা ফিতর : মূল আরবী فطرة । সচ্ছল মুসলমানগণ কর্তৃক ঈদুল উপলক্ষ্যে গরীবদের দেয় আর্থিক দান।

সদকা করা। : মূল আরবী صدقة । আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে দান

হেবা : মূল আরবী هبة । দান করা, উপঢৌকন দেয়া।

ওয়াক্‌ফ : মূল আরবী وقف । কোন সম্পত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করা।

গনীমত : মূল আরবী غنيمة । যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

ওশর : মূল আরবী عشر । শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফসল-কর হিসাবে প্রদেয় উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ।

খারায : মূল আরবী خراج । মজুরি, ভূমি কর।

মালিকানা : মূল আরবী ملك । স্বত্ব।

মিরাস : মূল আরবী ميراث । মৃত ব্যাক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ।

ওয়ারিস : মূল আরবী وارث । উত্তরাধিকারী। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার।

খাজনা : মূল আরবী خزنة । খাজাঞ্চি। ব্যবহারিক অর্থে, ভূমি কর।

হাওলাৎ : মূল আরবী حوالة । সমর্পণ, স্বত্ব ত্যাগ। মুনাফা ছাড়াই কাউকে অর্থ ধার দেয়া।

বায়তুল মাল : মূল আরবী بيت المال । সরকারি কোষাগার।

করয : মূল আরবী قرض । ঋণ।

আমানত : মূল আরবী امانة । গচ্ছিত রাখা।

রেহান : মূল আরবী رهان । বন্ধক রাখা।

ফাই : মূল আরবী فئ । যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই শত্রুর কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ।

ইজারা : মূল আরবী ايجار । ভাড়া দেয়া, প্রতিদান দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

রেকায : মূল আরবী ركاز । স্বর্ণ-রৌপ্যের খনি, পুরাকালের প্রোথিত সম্পদ।

খেয়ানত : মূল আরবী خيانة । ধোঁকাবাজি করা, আমানত নষ্ট করা।

মুশাহারা : মূল আরবী مشاهرة । মাসিক বেতন, মজুরি।

মজুত : মূল আরবী موجود । ভান্ডার, বর্তমান, মজুদ।

উসুল : মূল আরবী حصول । অর্জন, আয়ত্ত, আদায়। উসুল করা।

ওজন : মূল আরবী وزن । ওজন, পরিমাপ, পরিমাণ।

কিস্তি : মূল আরবী قسط । ঋণের পরিশোধযোগ্য অংশ,আংশিক ঋণ পরিশোধের সময়, খাজনা আদান-প্রদানের সময়।

কিস্তি খেলাফ: মূল আরবী خلاف قسط । নির্দিষ্টসময়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করা।

জিজিয়া : মূল আরবী جزية । ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের প্রদত্ত নিরাপত্তা কর।

তালুক : মূল আরবী تعلق । সরকার বা জমিদারের নিকট হতে বন্দবস্ত করে নেয়া ভূ-সম্পত্তি।

তেজারত : মূল আরবী تجارة। ব্যবসা করা, ক্রয়-বিক্রয় করা।

দেনা : মূল আরবী دين । ঋণ।

ফসল : মূল আরবী فسل । উৎপন্ন শস্য।

বকেয়া : মূল আরবী باقية । অবশিষ্ট, অনাদায়ী।

বাকি : মূল আরবী باقى । অবশিষ্ট, উদ্বৃত্ত। নগদের বিপরীত।

বায়না : মূল আরবী بيع । মূল আরবীর সাথে ফারসি'আনা' যুক্ত হয়ে উৎপন্ন শব্দ। অর্থ-মূল্যাদির অগ্রিম কিছু অংশ পরিশোধ করে ক্রয়ের অঙ্গিকার করা।

মাল : মূল আরবী مال । পণ্য দ্রব্য, জিনিস-পত্র, ধন-সম্পদ।

মালিক : মূল আরবী ملك । বাদশা, স্বত্বাধিকারী, প্রভু।

মাসুল : মূল আরবী محصول । শুল্ক, ভাড়া; ডাক, ট্রেন প্রভৃতির মারফৎ মাল-পত্রাদি প্রেরণের জন্যে দেয় অর্থ।

মুদ্দৎ : মূল আরবী مدة । মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়।

মুতসুদ্দী : মূল আরবী متصدى। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি, প্রধান কেরানি, প্রতিনিধি।

মওকুফ : মূল আরবী موقوف । অব্যাহতি, রেহাই, নিষ্কৃতি, মাফ।

রশিদ : মূল আরবী رصيد । অর্থাদির প্রাপ্তি স্বীকার পত্র।

Dhaka University Institutional Repository

রুসুম : মূল আরবী مراسم । আচার ও প্রথা, কায়দা-কানুন, শুল্ক, মাসুল।

রবী : মূল আরবী ربيع । বসন্ত কাল, বসন্তকালীন শস্য।

সিকি : মূল আরবী سكة । মুসলিম আমলের টাকা; এক চতুর্থাংশ, পঁচিশ পয়সা মূল্যমানের ধাতব মুদ্রা।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরবী পরিভাষা

খিলাফত : মূল আরবী خلافة । আল্লাহর বিধান ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

খলিফা : মূল আরবী خليفة । ইসলামি খিলাফাতের কর্ণধার।

হুকুমাত : মূল আরবী حكومة । রাষ্ট্র পরিচালনা।

আমির : মূল আরবী أمير । নেতা।

নাজেম : মূল আরবী ناظم । সংগঠক, নেতা।

জামায়াত : মূল আরবী جماعة । দল, সংগঠন।

মুজাহিদ : মূল আরবী مجاهد । জেহাদকারী।

ইহতেসাব : মূল আরবী إحتساب । আত্মসমালোচনা করা, পরীক্ষা করা।

রুকন : মূল আরবী ركن । স্তম্ভ। সংগঠনের সদস্য।

ইশতেহার : মূল আরবী إشتهار । প্রকাশ করা, প্রচার করা। বিজ্ঞাপন, প্রচার পত্র, নোটিশ।

মসনদ : মূল আরবী مسند । রাজাসন, গদি।

মুল্লুক : মূল আরবী ملك । অধিকৃত ভূমি বা বস্তু ; দেশ, স্বদেশ, রাজত্ব।

মুহাজের : মূল আরবী مهاجر । হিজরতকারী, অভিবাসী।

রায়ত : মূল আরবী رعية । প্রজা।

সুলতান : মূল আরবী سلطان । রাজত্ব, রাজা। তুরস্কের প্রাচীন নৃপতি এবং বাংলাদেশের ১৩৩৮ খৃস্টাব্দ পরবর্তী মুসলিম নৃপতিদের উপাধি।

সালতানাৎ : মূল আরবী سلطنة । মুসলিম শাসন ব্যবস্থা। বাংলার সুলতানি আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খৃ.)।

নায়েবে আমির : মূল আরবী نائب أمير । উপনেতা, নেতার প্রতিনিধি।

মজলিস ই শুরা : মূল আরবী مجلس شورى । পরামর্শ সভা, পরামর্শক পরিষদ।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানদের অফিস-আদালতে আরবী পরিভাষা

সবুত : মূল আরবী ثابت । সুদৃঢ়, প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণিত ।

দফতর : মূল আরবী دفتر । ফাইল । ব্যবহারিক অর্থে-কার্যালয় ।

জরিপ : মূল আরবী جريب । জমির মাপ, ক্ষেত্র পরিমাপ ।

আমলা : মূল আরবী عامل । শ্রমিক । ব্যবহারিক অর্থে-উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ।

জিম্মা : মূল আরবী ذمة । হেফাজত । রক্ষা করার দায়িত্ব ; আশ্রয় প্রদান ।

কাজি : মূল আরবী قاضى । বিচারক ।

জিম্মি : মূল আরবী ذمى । ইসলামি শাসনাধীনে নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিকবৃন্দ ।

মুনসেফ : মূল আরবী منصف । বিচারক ।

আদালত : মূল আরবী عدالة । ন্যায় পরায়ণতা, বিচারালয় ।

জেরা : মূল আরবী جرح । আদালতে মামলার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যে সাক্ষীকে কূট প্রশ্ন ।

ফৌজদারি : মূল আরবী فوج । আরবী শব্দের সাথে ফারসি 'দার' সহযোগে গঠিত । অর্থ– অপরাধ-আদালত ।

তদবির : মূল আরবী تدبير । উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা । প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ।

তহসিলদার : মূল আরবী تحصيل । আরবী শব্দের সাথে ফারসি 'দার' সহযোগে গঠিত । অর্থ– ভূমি-কর আদায়কারি কর্মকর্তা ।

তদারক : মূল আরবী تدارك । তদন্ত করা, দেখা শোনা করা, অনুসন্ধান করা ।

তফসিল : মূল আরবী تفصيل । বিবরণ, বিভাগ, তালিকা, Schedule.

দাখিলা : মূল আরবী دخيلة । অন্তর্ভাগ, স্বভাব-প্রকৃতি । ব্যবহারিক অর্থে
খাজনা পরিশোধের রশিদ ।

তামাদি : মূল আরবী تمضية । দাবি করার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়া । দাবি করার সময় শেষ হয়ে গেছে এমন ।

দলিল : মূল আরবী دليل । প্রমাণ পত্র ।

তলব : মূল আরবী طلب । ডেকে পাঠানো, হাজির হওয়ার হুকুম ।

Dhaka University Institutional Repository

নকল : মূল আরবী نقل । ভূয়া, প্রতিলিপি ।

দায়ের : মূল আরবী دائرة । বিচারার্থ আদালতে উপস্থাপন, রুজু । যেমন-মামলা দায়ের করা ।

জামিন : মূল আরবী ضامن । জামিনদার ।

দায়রা : মূল আরবী دورية । উচ্চ ফৌজদারি আদালত । সেশন কোর্ট ।

খালাস : মূল আরবী خلاص । মুক্তি, ছুটি ।

জরিমানা : মূল আরবী غرامة । অর্থ দন্ড, ক্ষতিপূরণ ।

হাজত : মূল আরবী حاجة । প্রয়োজন । ব্যবহারিক অর্থে–বিচারাধীন আসামিদের জন্যে ব্যবহৃত কারাগার ।

দেওয়ানি : মূল আরবী ديوانى । বিষয়াদির দাবি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারালয় ।

দালাল : মূল আরবী دلال । ব্যবসা-বানিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য কথা-বার্তায় যে ব্যাক্তি মধ্যস্থরূপে কাজ করে । অন্যায়ভাবে পক্ষ সমর্থনকারি ।

হুকুম : মূল আরবী حكم । আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি ।

সনদ : মূল আরবী سند । হুকুমনামা, ফরমান, দলিল, উপাধি পত্র ।

জারি : মূল আরবী جارى । প্রবর্তন, প্রয়োগ, প্রচলন, প্রচার । যেমন-সমন জারি, আইন জারি ।

দখল : মূল আরবী دخول । অধিকার, অধীনতা, প্রবেশ, ভর্তি ।

সদর : মূল আরবী صدر । বক্ষ, প্রধান, মূখ্য ; জেলার প্রধান নগর, বহির্বাটী ।

মুন্সী : মূল আরবী منسى । কেরানি, লেখক, সম্পাদক ।

সেলামি : মূল আরবী سلامى । নজরানা, ঘুষ ।

আরজ : মূল আরবী عرض । প্রার্থনা, দরখাস্ত, আবেদন ।

সই : মূল আরবী صحيح । সঠিক । দস্তখত, স্বাক্ষর ।

নোসখা : মূল আরবী نسخة । কপি, মূল গ্রন্থ ।

মোকদ্দমা : মূল আরবী مقدمة । প্রারম্ভ, অগ্রবর্তী । আদালতে অভিযোগ ও তার বিচার ।

খারিজ : মূল আরবী خارج । বহিস্কৃত, যে নিজে বের হয়ে আসে । বাতিল, অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

মুলাকাত : মূল আরবী ملاقاة । সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎকার ।

হাজির : মূল আরবী حاضر । উপস্থিত, পেশ করা ।

মুহরির : মূল আরবী محرر । ত্রাণকর্তা, লেখক, কেরানি ।

আসামী : মূল আরবী اثيم । অভিযুক্ত ব্যাক্তি, ফৌজদারি মামলায় প্রতিবাদী ।

আসল : মূল আরবী أصل । খাঁটি, অবিকৃত, সত্য ।

মুচলেখা : মূল আরবী ميثاق । শর্ত ভঙ্গ করলে দন্ড ভোগ করতে হবে, এ মর্মে লিখিত অঙ্গিকারনামা ।

মামলা : মূল আরবী معاملة । আচরণ, প্রক্রিয়া, সামাজিক বিষয়, বিবাদের বিষয় ।

মৌজা : মূল আরবী مجموعة من القراى । গ্রাম সমষ্টি, পরগণার বিভাগ বা অংশ ।

আইন : মূল আরবী عين । সরকারি বিধি-বিধান, কানুন ।

মুহাফেজখানা: মূল আরবী محافظ । আরবী শব্দের সাথে ফারসি 'খানা' যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দ । অর্থ- সংরক্ষণশালা ।

কানুন : মূল আরবী قانون । আইন, বিধি-ব্যবস্থা ।

রায় : মূল আরবী رأى ।আদালতের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ ।বিচার ফল ।

আমিন : মূল আরবী أمين । বিশ্বস্ত ।জমি জরিপকারি কর্মচারি ।

রিসালদার : মূল আরবী رسالة । আরবী শব্দের সাথে ফারসি 'দার' যুক্ত হয়ে গঠিত । অর্থ- অশ্বারোহী সৈন্য দলের অধিনায়ক ।

এখতিয়ার : মূল আরবী إختيار । বাছাই করা, পছন্দ করা । ক্ষমতা, অধিকার ।

রুজু : মূল আরবী رجوع । প্রত্যাবর্তন ।দায়ের করা, দাখিল করা, উপস্থাপন করা ।

এজমালি : মূল আরবী إجمال । বিক্ষিপ্ত বস্তু একত্রিত করা । যৌথ ।

এজলাস : মূল আরবী مجلس । সভা, বিচারালয় ।

এজাহার : মূল আরবী إظهار । প্রকাশ করা, জয়যুক্ত করা । ফৌজদারি ঘটনা সম্বন্ধে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি ।

ইজারা : মূল আরবী إجارة । নির্দিষ্ট খাজনায় জমি, কারবার প্রভৃতির মেয়াদি বন্দোবস্ত ।

এত্তেলা : মূল আরবী إطلاع । উঁকি দেয়া, অবহিত করা । নোটিস ।

Dhaka University Institutional Repository

উকিল : মূল আরবী وكيل ।এজেন্ট, আইনজীবি, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি।

মোকতার : মূল আরবী مختار । অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীভূক্ত আইনজীবি। মোকদ্দমাদি চালাবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

এওজ : মূল আরবী عوض । পরিবর্ত, বিনিময়।

কবলা : মূল আরবী قبول ।গ্রহণ করা,স্বত্ব ত্যাগ করা। জমি কবলা দেয়া।

কয়েদি : মূল আরবী قيد । কারাবদ্ধ, বেড়ী পরিহিত।

কলম : মূল আরবী قلم । লেখনি, কলম।

শালিস : মূল আরবী ثالث । তৃতীয়, মধ্যস্থ। শালিস করা।

সুবা : মূল আরবী صوبا ।প্রদেশ। মুসলিম আমলে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ। যেমন-সুবে বাংলা।

সুরতহাল : মূল আরবী صورة حالة । ঘটনার প্রকৃত অবস্থা। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট।

হাওয়ালা : মূল আরবী حول । আড়াল, বছর, শক্তি ।জিম্মা, তত্ত্বাবধান। আল্লাহর হাওলা।

হকসবা : মূল আরবী حق شفا । সংলগ্নতার অধিকার। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিকট প্রতিবেশির অগ্রাধিকার।

হলফ : মূল আরবী حلف । সত্য বলার জন্যে শপথ বা আল্লাহর নামে দিব্য। হলফনামা।

হাসিল : মূল আরবী حصول । অর্জন, সম্পাদন, পূরণ, সিদ্ধি।

হিস্সা : মূল আরবী حصة । অংশ, প্রাপ্য ভাগ। সম্পত্তির হিস্সা।

হুকুম : মূল আরবী حكم । আদেশ, আজ্ঞা। হুকুম দেয়া।

হুলিয়া : মূল আরবী حلية । আকার-আকৃতি। পলাতক আসামি গ্রেফতার করার জন্যে তার চেহারার বর্ণনাসহ বিজ্ঞাপন।

মুসাবিদা : মূল আরবী مسودة । খসড়া, পান্ডুলিপি।

হিসাব : মূল আরবী حساب । গণনা, অঙ্ক। জমা-খরচের বিবরণ, জমা-খরচ নির্ধারণ।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক জীবনে আরবী পরিভাষা

মকসুদ : মূল আরবী مقصود । ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ।

তারিখ : মূল আরবী تاريخ । মাসের দিন সংখ্যা । ইতিবৃত্ত ।

আরজ : মূল আরবী رجاء । প্রত্যাশা, মিনতি, আকাঙ্ক্ষা ।

আক্কেল : মূল আরবী عقل । বুদ্ধি, জ্ঞান ।

তুফান : মূল আরবী طوفان । ঝড়, বন্যা, প্রবল বর্ষণ ।

আতর : মূল আরবী عطر । সুগন্ধি ।

তওফিক : মূল আরবী توفيق । সুযোগ লাভ করা, সামর্থ ।

তওবা : মূল আরবী توبة । অন্যায় কাজের জন্যে অনুশোচনা করা ।

ওসিলা : মূল আরবী وصيلة । উপলক্ষ্য ।

দাওয়াত : মূল আরবী دعوة । নিমন্ত্রণ, আহ্বান ।

দখল : মূল আরবী دخل । আয়, রাজস্ব, দোষ । অধিকার, অধীনতা, জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি ।

অজুহাত : মূল আরবী وجه । বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দটির অর্থ-উদ্দেশ্য, কারণ,ছুতো ।

দফা : মূল আরবী دفعة । একবার, কিস্তি, বার । দফায় দফায় ।

দাফন : মূল আরবী دفن । মাটি চাপা দেয়া, সমাহিত করা ।

আলবৎ : মূল আরবী البتة । অবশ্যই ।

দরজা : মূল আরবী درجة । পদ মর্যাদা, ধাপ । দুয়ার, কপাট । দরজা খোলা ।

আসা : মূল আরবী عصا । ছড়ি, লাঠি ।

দাওয়াই : মূল আরবী دواء । ঔষধ ।

আয়েশ : মূল আরবী عيش । জীব, সুখ, আনন্দ ।

দৌলত : মূল আরবী دولة । সময়ের আবর্তন, ধন-সম্পদ ।

আজব : মূল আরবী عجب । আশ্চর্য, অদ্ভুত ।

দাবি : মূল আরবী دعوى । দাবি করা, অভিযোগ করা । অধিকার, স্বত্ব ।

আদত : মূল আরবী عادة । অভ্যাস, স্বভাব ।

আদাব : মূল আরবী اداب । ভদ্রতা, শিষ্টাচার । হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্ভাষণ ।

আদায় : মূল আরবী أداء । পরিশোধ ।

Dhaka University Institutional Repository

দেমাগ : মূল আরবী دماغ । মাথার মগজ; গর্ব, অহঙ্কার। এত দেমাগ ভাল নয়।

আপদ : মূল আরবী أفة । বিপদ-আপদ।

আফিম : মূল আরবী أفيون । এক প্রকার নেশা দ্রব্য।

মশহূর : মূল আরবী مشهور । বিখ্যাত, সুপরিচিত।

আম : মূল আরবী عامة । সাধারণ।

আমল : মূল আরবী عمل । কর্ম।

অসিয়ত : মূল আরবী وصية । উপদেশ, অন্তিম উপদেশ।

নসিহত : মূল আরবী نصيحة । উপদেশ, কল্যাণ কামনা, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।

কিতাব : মূল আরবী كتاب । পুস্তক।

ফকির : মূল আরবী فقير । দরিদ্র, সংসার ত্যাগী ব্যাক্তি।

মিসকিন : মূল আরবী مسكين । নিঃস্ব ব্যাক্তি।

গরীব : মূল আরবী غريب । অপরিচিত, ভিন দেশি ব্যাক্তি। ব্যবহারিক অর্থে-দরিদ্র ব্যাক্তি।

মুসাফির : মূল আরবী مسافر । ভ্রমণকারী, পরিব্রাজক।

কিসমত : মূল আরবী قسمة । ভাগ্য, অংশ।

কিসিম : মূল আরবী قسم । প্রকার, বিভাগ।

জেয়াফত : মূল আরবী ضيافة । কারো আতিথ্য গ্রহণ করা।

মুসিবত : মূল আরবী مصيبة । বিপদ-আপদ, বালাই।

ওরশ : মূল আরবী عرس । বিবাহ উৎসব। ব্যবহারিক অর্থে-বুজুর্গ ব্যাক্তির জন্ম-মৃত্যু তিথীর উৎসব।

মহকুমা : মূল আরবী محكمة । বিচারালয়, আদালত। কয়েকটি থানার সমষ্টি বা জেলার অংশ।

কিস্‌সা : মূল আরবী قصة । কাহিনী, গল্প, উপাখ্যান।

খবর : মূল আরবী خبر । সংবাদ।

মহল : মূল আরবী محل । গৃহ, ভবন, দোকান। বাসভবনের অংশ। তালুক।

মানা : মূল আরবী منع । বারণ করা।

মহল্লা : মূল আরবী محل । নগরের অংশ, পাড়া, পল্লী।

ওয়াদা : মূল আরবী وعد । প্রতিশ্রুতি, অঙ্গিকার।

বদলা : মূল আরবী بدلة । প্রতিদান। ব্যবহারিক অর্থে- মজুর।

Dhaka University Institutional Repository

কাইজ্জা : মূল আরবী قضية । বিরোধীয় বিষয়, ঝগড়া ।

ফ্যসাদ : মূল আরবী فساد । বিবাদ ।

কায়েম : মূল আরবী قائم । দন্ডায়মান, প্রতিষ্ঠিত ।

কাহিল : মূল আরবী كاهل । মধ্য বয়সী ব্যাক্তি । রোগা, দুর্বল, নিস্তেজ ।

মেজাজ : মূল আরবী مزاج । মানসিক অবস্থা, প্রকৃতি, ক্রোধ ।

মেরামত : মূল আরবী مرمة । জীর্ণ সংস্কার ।রাস্তা বা বাড়ি মেরামত করা ।

মৌজ : মূল আরবী موج । আনন্দ, ফূর্তি ।নেশাগ্রস্ত অবস্থা, নেশাখোর ।

রেওয়াজ : মূল আরবী رواج । প্রথা, রীতি, প্রচলন ।

রকম : মূল আরবী رقم । লিখন, সংখ্যা, প্রকার, ধরণ, রীতি ।

রিযিক : মূল আরবী رزق । জীবিকা ।

রদ : মূল আরবী رد । ফিরিয়ে দেয়া, প্রত্যাহার করা, রহিত করা ।

রাজি : মূল আরবী راض । আনন্দিত, সম্মত ।

লকব : মূল আরবী لقب । উপনাম, উপাধি ।

লফ্জ : মূল আরবী لفظ । শব্দ, ভাষা, বুলি ।

লানত : মূল আরবী لعنة । অভিশাপ, বঞ্চনা ।

লেবাস : মূল আরবী لباس । পোশাক, আবরণ ।

লেসান : মূল আরবী لسان । জবান, ভাষা ।

লেহাজ : মূল আরবী لحاظ । শিষ্টতা, ভদ্রতা ।

লোবান : মূল আরবী لبان । সুগন্ধি দ্রব্য ।

শেফা : মূল আরবী شفاء । আরোগ্য, সুস্থতা, ঔষধ ।

শর্ত : মূল আরবী شرط । শর্ত, অঙ্গিকার, পরিমাণ ।

শরবত : মূল আরবী شربة ।পানীয় দ্রব্য, পিপাসা নিবৃত হয় এমন পানি ।

শরাব : মূল আরবী شراب । পানীয় দ্রব্য, মদ, সুরা ।

শরীক : মূল আরবী شريك । অংশী, ভাগিদার ।

শাহাদত : মূল আরবী شهادة । সাক্ষ্য,সত্যায়ন, ন্যায়ের জন্যে আত্মোৎসর্গ করা ।

শামিল : মূল আরবী شامل । সদৃশ, অন্তর্ভূক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

শেকায়েত : মূল আরবী شكاية । অভিযোগ, ভোগান্তি, ক্ষোভ ।

শোকর : মূল আরবী شكر । কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ।

শুরু : মূল আরবী شروع । আরম্ভ ।

শেখ : মূল আরবী شيخ । বৃদ্ধ, প্রবীণ । বংশীয় উপাধি ।

শখ : মূল আরবী شوق । শখ, কামনা, আকাঙ্ক্ষা, মনের ঝোঁক ।

সওয়াল : মূল আরবী سؤال । জিজ্ঞাসা করা, কিছু চাওয়া, প্রশ্ন করা ।

সিন্দুক : মূল আরবী صندوق । বাক্স, সিন্দুক, তহবিল ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী ভাষার প্রভাব এবং কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বসূরী বাঙালি কবিদের কাব্যকর্মে আরবী ভাষা ব্যবহারের নমুনা

বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ইতপূর্বে ন্যূনতম আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম যুগের বাংলা সাহিত্যের যে নিদর্শন আমাদের হাতে রয়েছে ওটা কোন সাহিত্যের ভাষায় রচিত হয়নি কিংবা সাহিত্য সাধনার অংশ হিসাবে ও নয়। ওগুলো বৌদ্ধ ধর্মজ্ঞবৃন্দ বৌদ্ধ ধর্মের বাণী সহজভাবে ও সহজ ভাষায় তথা সমকালের লৌকিক ও মৌখিক ভাষায় মানুষের মাঝে পৌঁছে দেবার নিমিত্তে লিখেছিলেন। ওই সময়ের আর কোন কিছু সাহিত্য পদবাচ্য নেই বলেই আমাদের সাহিত্য সাধনার প্রথম ধাপ রূপে ওই চর্যাপদগুলো এত কদর পেয়ে গেছে। সুতরাং ওসবে বহিরাগত শব্দের প্রভাব প্রশ্নাতীত। সঠিকার্থে বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু হয় মুসলিম আমলে, ত্রয়োদশ শতাব্দিতে। এ সাধনা ব্যপ্তি পায় চতুর্দশ শতকে। এ সাহিত্যে মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে পঞ্চদশ শতকে। এ সাহিত্যে আরবী ভাষা ব্যাপক হারে প্রভাব বিস্তার করে ষোড়শ শতকে। অবশ্য তার উপস্থিতি শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের কাক ডাকা ভোরেই। নিম্নে এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হাজির করছি।

এ যাবৎ আমাদের হাতে বাংলা সাহিত্যের যে সকল নিদর্শন এসে পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে , বাংলায় মুসলিম অভিযানের (১২০৪ খৃ.) সাথে সাথে আরবী শব্দ তো বটেই মুসলমানি 'পুরাণ'ও বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। বাংলায় মুসলিম অভিযানের পরবর্তী দেড়শ' বছরের (১২০৪-১৩৫০ খৃ.) শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিদর্শন 'শূণ্য পুরাণ'। ত্রয়োদশ শতকের কবি রামাই পন্ডিত রচিত উক্ত শূণ্য পুরাণের অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতায় মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশের ফলে কীভাবে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবী রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে তার কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছেএভাবে–

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈল পেকম্বর
আদম হৈল শূল পানি।
গণেশ হৈল কাজী কার্তিক হৈল গাজী
ফকীর হৈল যত মুনি।
... ...
আপনি চন্ডিকা দেবী তিহঁ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈলা বিবি নূর।[১]

শূণ্য পুরাণ যুগের পরে ১৩৫০ খৃ. থেকে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত ও বিভ্রান্তিকর মধ্যযুগ। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, মধ্যযুগের আদি কবি বড়ুচন্ডী দাস(১৩৭০-১৪৩৩ খৃ.)। তার পরেই শাহ মুহাম্মদ সগীর(জন্ম:১৩৮০ খৃ.)। তৃতীয় জন কৃত্তিবাস ওঝা(জন্ম: ১৩৯৯ খৃ.)।[২] মধ্যযুগের প্রথম কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যেই ব্যবহৃত হয়েছে সাত/আটটি আরবী/ফারসি শব্দ।[৩] মধ্যযুগের দ্বিতীয় কবি এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলমান আদি কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর(জন্ম:১৩৮০ খৃ.) তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তি 'য়ূসুফ-জুলেখা'র কাহিনীই সংগ্রহ করেছেন আরবী ভাষায় রচিত কুরআন থেকে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবির প্রথম গ্রন্থেই আমরা লক্ষ করি আরবী শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য –

কিতাব কোরান মধ্যে দেখিনু বিশেষ।
ইছুফ জলিখা কথা অমৃত বিশেষ।।
কহিব কেতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভক্ত জন শ্রুতি ঘট ভরি।।[৪]

মধ্য যুগে এমন কোন মুসলিম কবি খুঁজে পাওয়া শক্ত যিনি তাঁর কবিতায় সচেতনভাবেই আরবী শব্দ ব্যবহার করেন নি। নিম্নে দু'চারটি উদাহরণ দিচ্ছি–

দৌলত উজির বাহারাম খাঁ(জন্ম:১৩৪৫ খৃ.) চট্টগ্রাম বিজয়ী হামিদ খান প্রসঙ্গে রচিত কবিতায় স্ববংশ পরিচয়ে আরবী 'খেতাব 'ও 'মোহর' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন:

পিতাহীন শিশু জানি দয়া ধর্ম মনে মানি
বাপের খেতাব দিল মোহর।[৫]

---

১. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ – প্রাচীন মধ্য যুগ (ঢাকা:আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৭৭) পৃ. ১৭০।
২. ঐ, পৃ. ২০৪।
৩. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) ২ খ., চন্ডীদাস সমস্যা।
৪. আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।
৫. আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুহাম্মদ কবীর (ষোড়শ শতকের শেষ দিক) সম্ভবত গৌড়ের সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরত শাহ(১৫১৯-'৩২ খৃ.) প্রসঙ্গে বাংলা কোন পরিভাষা ব্যবহার না করে আরবী পরিভাষা 'সুলতান' ব্যবহার করেছেন-

শেখ কবীরে ভনে বহি গুণ পামরে জানে
ছুলতান নাছিরা শাহা ভুলিছে কমল বনে।[১]

শেখ ফয়জুল্লাহ (জন্ম:১৫৪৫ খৃ.)তাঁর গোরক্ষ বিজয় কাব্যে নিরেট আরবী শব্দ 'রাজি' ব্যবহার করেছেন-

গোর্খ বিজয়ে আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত
কহিলাম সব কথা শুনিলাম যত।
খোঁটা দূরের পীর ইসমাইল গাজী ,
গাজীর বিজ্ঞ এ সেই মোক হইল রাজি।[২]

সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃ.)তাঁর 'নবী বংশ' কাব্যের 'রসূলের অন্তিম শয্যা' শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন-

আজরাইল মহামতি আইল বায়ুর গতি
রসুলের পুরীর দুয়ারে ।
রসূলের নাম ধরি ডাকি কহে ভক্তি করি
আজ্ঞা মাগে জাইতে অন্ত.পুরে ।।
পএগাম্বরে ফাতেমারে কহিলেন্ত দেখিবারে
দ্বারেত আসিছে কোন জন।

কবি শেখ চান্দ (১৫৬০-১৬২৫ খৃ.) তাঁর 'রসূল বিজয়' কাব্যে স্বীয় পীর শাহাদৌলার প্রশংসায় লিখেছেন-

শাহাদৌলা পীরজান আল্লার নিজ জাত।
ফকিরিতে দম ধরে নুরের ছিফত।।
চারি পীর চৌদ্দ খান্দান জেই জানে।
শরীয়ত পন্থ জান সে সকল মানে।।
শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারেফত।
এই চারি মঞ্জিলে জান করে এবাদত।।

সতের শতকের প্রথম দিকের কবি নওয়াজিশ খাঁ তাঁর 'গুলে বকাওয়ালী' কাব্যগ্রন্থের বন্দনা ও আত্মপরিচয় পর্বে লিখেছেন-

তাহান যুগল সুত অতি বলবান।
যার সঙ্গে শহিদ যাইব সোর্গস্তান।।
সেই দুইর পদে প্রণমি পুণিপুণি।

---

১. আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৭০।
২. ঐ , পৃ. ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

মহরমে ফাতেআ করিব সবে শুণি।।
ফিরিস্তা সবের পদে করি নিবেদন।
প্রণমি এ আদো(ছিল) যত নবীগণ॥

মহাকবি ও পন্ডিত আলাওল (১৬০৭-'৭৩ খৃ.) তাঁর 'তোহফা'য় লিখেছেন-

হীনমতি বহুমোর বৃত্তি দাগাবাজি।
ক্ষমা দানে ফকির ফোকরা কর রাজি।।
... ...
সবর শোকর প্রভু কর মোরে দান।
এ দান প্রসাদে পাইমু দুই কূলে মান।।

কবি আব্দুল হাকীম (১৬২০-'৯০ খৃ.) তাঁর বিখ্যাত 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থের 'বঙ্গবাণী' কবিতায় লিখেছেন-

আরবী ফারছি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ।।
আরবী ফারছি হিন্দে নাই দুই মত।
যদিবা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত।।

সপ্তদশ শতাব্দির আর একজন কবি সৈয়দ হামযা (১৭৩৩-১৮১৫ খৃ.) তার 'জইগুন-হানিফার যুদ্ধ' কাব্যে লিখেছেন-

হইল হানিফা পরে আল্লার রহম।
আপনা কুদরতে বন্ধ করে তার দম।।
বাঘ বাচ্চা মারা যাবে আওরতের হাতে।
ফতে আমি নাহি দিব আওরতের জাতে।।

সপ্তদশ শতাব্দির কবি শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ তাঁর 'মক্তুল হোসেন' বা জঙ্গনামা পুঁথির 'শহীদে কারবালা' অংশে লিখেছেন-

যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
সের খুদা কৈল যদি এমামের তরে।।
আরশ কোরশ লওহ কলম হইতে।
বেহেস্ত দোজখ আদি লাগিল কাঁপিতে।।
আসমান জমিন আদি পাহাড় বাগান।
কাঁপিয়া অস্থির হইল কারবালা ময়দা।।

এ মধ্যযুগেই আরবী শব্দ ও রূপকল্পের অধিকার মুসলিম কবিদের ছাড়িয়ে ধর্মাশ্রয়ী কাব্য সাধক হিন্দু কবিদের মাঝে ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু কবিগণ ও সেই মধ্যযুগ থেকেই মুসলমান রাজসভার বর্ণনা দিতে গিয়ে, মুসলমান রাজাকে সম্বোধন করার সময়, ইসলামি ভাবধারা ও আদর্শ এবং কুরআন বা অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থের উল্লেখে,

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান দরবেশ বা আলেমদের কথা বলতে এমনকি নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনী কাব্যেও অসঙ্কোচে আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১] এ থেকে ভারতচন্দ্রের(১৭১২-'৬০ খৃ.) মত শিক্ষিত কবি ও মুক্ত থাকতে পারেন নি। নিম্নে দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ষোড়শ শতকের চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠতম কবি কঙ্কণ মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী(১৫৪০-১৬০০ খৃ.) তাঁর মঙ্গল কাব্যে মুসলমান প্রসঙ্গে লিখেছেন-

ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরী করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালাধরে জপে পীর পেগম্বরে।
পীরের মোকামে দেই সাঁজ ।।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি দ্বিজ লক্ষ্মণ ১৬৫৪ খৃস্টাব্দে সংস্কৃত অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণের সংমিশ্রণে রচিত তাঁর পুরা মাপের রামায়ণ গ্রন্থে আরবী 'বিদায়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন-

পিতৃ বোলে প্রভু রাম তুলিলেন তারে।
বিদায় হইল গুহা প্রণমি সভারে।।

কবি মানিক রাম গাঙুলি তাঁর রচনায় (১৪৬৭/১৫৬৯/১৭৮১ খৃ.) আরবী 'নকল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন -

গীত বর ধর্ম্মের গৌরব হবে বাড়া।
নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া।।[২]

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর (১৭১২-'৬০ খৃ.) 'মানসিংহ' কাব্যে স্বীকার করেছেন-

মান সিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিৎ সে আরবী পারসী হিন্দুস্তানী।।
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি ।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবার ভারি।।

448514

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

'মানসিংহ' উপাখ্যানে তিনি লিখেছেন-

ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত ।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত।।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে।
শুনি মিয়া তসবি কোরান ফেলাইয়া।।
... ...

---

১. সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য(ঢাকা: বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৬০।
২. আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অন্নদা মঙ্গলের একটি শ্লোকে আরবী 'মশাল' শব্দটি দেখা যাচ্ছে-

দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায়।
শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।।

এ রকম নির্গণন উদাহরণ হাজির করা যায়। ওপরের দ্রুতপঠনে বোঝা গেল , যেখান থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত যাত্রা শুরু সেখান থেকেই আরবীর উপস্থিতি। এ বাস্তবতা একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত দিচ্ছে, এ প্রভাব কি শুধুই মুসলমানদের রাজনৈতিক অভিযানের ফল ? উত্তর বোধ হয় খুব সহজ নয়। উত্তর সহজই হতো যদি বাংলাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক উপস্থিতির আগে ও জীবন মুখি শিল্প-সাহিত্য চর্চিত হত ; অথবা হয়ে থাকলে সে রকম কোন নিদর্শন এখন আমাদের হাতে বর্তমান থাকতো। ১৭৫৭ সনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে মুসলমানদের প্রস্থান হলে পরে আরবী-ফারসির ওপরোক্ত অপ্রতিহত অগ্রাভিযানে ঈর্ষান্বিত হয়ে হানাদার ইংরাজ ও স্থানীয় প্রতিপক্ষ হিন্দু পন্ডিতগণ এক যোগে মুসলমানি সাহিত্য-সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্য হতে মুছে ফেলতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগই গ্রহণ করেছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরি(১৭৬১-১৮৩৪ খৃ.) ও শ্রীরামপুর মিশনের কর্মি জন ক্লার্ক মার্শম্যান বাংলা ভাষা হতে সমস্ত আরবী-ফারসি শব্দ বাদ দেয়া স্থির করলেন। হিন্দু পন্ডিতেরা ভাষাকে অস্বাভাবিক উপায়ে সংস্কৃত বহুল করে তুলতে থাকেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার(১৭৬২-১৮১৯ খৃ.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর(১৮২০-'৯১ খৃ.) এবং অন্যান্য লেখকেরা এই নতুন ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য রূপ দান করতে সাহায্য করেন।[১] এ অপকর্মগুলো ঘটতে থাকে বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত ইংরাজ তথা অবাঙালি কর্মচারিদের দেশিয় ভাষা শিক্ষা দানের নামে। ওয়েলেসলি রচিত 'কথোপকথন'(১৭৯০ খৃ.) এবং নাথানিয়েন ব্রাসি হ্যালহেড রচিত A Grammar of the Bengali Literature (1778) সহ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু সুপরিকল্পিত পুস্তক তখন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ দান করা হত।[২] সাধারণের ব্যবহৃত আরবী-ফারসি বহুল বাংলা ভাষার পরিবর্তে উপরোক্ত সংস্কৃত ঘেঁষা রেডিমেইড বাংলা ভাষায় এদের রচিত বইগুলো সমগ্র বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রূপে চালু করা

---

১. সৈয়দ আলী আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
২. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৮০-৬।

Dhaka University Institutional Repository

হয় ।,কোলকাতা মাদরাসার যারা মুসলমানি বাংলা ও ভাল মত জানতো না তাদের জন্যে ও এগুলো বাধ্যতামূলক করা হল। এ বিষয়ে সরকারি বিধান জারি হয় ১৮৩৭ সনে। পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্বে ছিল জনশিক্ষা সাধারণ কমিটি (General Committee of Public Instruction) নামে একটি প্রতিষ্ঠান ।[১]

হেনরি-পিটার-ফ্রস্টার-মার্শম্যান-কেরি-মৃত্যুঞ্জয় চক্র বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান হিসাবে চালাতে গিয়ে বাংলায় আরবী-ফারসির প্রবেশাধিকার কেড়ে নিয়েছে।[২] এরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিকৃতির চাঁই ও বটে। ইঙ্গ-ব্রাক্ষ্মন চক্রান্তের প্রধান প্রধান ফল হচ্ছে, বাংলায় তুর্কি-মুসলিম শাসন কালকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ হিসাবে চালিয়ে দেয়া;[৩] বাংলা ভাষা বিরোধী সেন রাজাদের বৌদ্ধ পন্ডিত বিতাড়নের দায় উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে তুর্কি বিজেতাদের দোষী করা;[৪] সংস্কৃতের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার শব্দের শ্রেণী বিভাজন(তৎসম, অর্ধ তৎসম, তদ্ভব ইত্যাদি) এবং বাংলা ভাষা হতে ছয় শত বছরের মুসলিম ঐতিহ্য নির্বাসন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ(১৮৮৫-১৯৬৯ খৃ.) বলেছেন, যদি পলাশি ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটতো তবে হয়ত এই পুঁথির (আরবী-ফারসি বহুল) ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হত।[৫] একই সম্ভাবনার কথা বলেছেন সজনীকান্ত – ইংরাজের আগমন না ঘটলে আজো আমাদের 'গরীব নেওয়াজ সেলামত' বলে শুরু করে 'ফিদবী' বলে শেষ করতে হত।[৬]

বাংলা হতে আরবী-ফারসি শব্দের 'নিসূদন যজ্ঞ' সম্পাদনে শুধু কিছু পাঠ্য পুস্তক রচনা করেই মহাত্মারা(?) তৃপ্তি মানেন নি। এজন্যে আরবী-ফারসিকে অশুদ্ধ ধরে শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্যে প্রমিত বাংলার (?) কয়েকটি অভিধান ও তারা প্রকাশ করেছিলেন।[৭] উইলিয়াম কেরি তার বাংলা-ইংরাজি অভিধানের ভূমিকায় এসব কথা খোলাখুলি ভাবে স্বীকার

১. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত।
২. ঐ।
৩. মুহাম্মদ এনামুল হক, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য।
৪. ঐ।
৫. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের ভাষা সমস্যা।
৬. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-৬।
৭. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

ও করেছেন। তাদের এ শুদ্ধি অভিযান সফল ও হয়েছিল।[১] কারণ তখন মুসলমানদের সার্বিক ক্ষেত্র হতে পিছু হটবার দিন এসেগিয়েছিল। সজনীকান্ত তাঁর 'বাংলা পদ্যের ইতিহাস' গ্রন্থে এ চেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে বলেছেন, দশ পনের বছরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েগিয়েছিল।[২]

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তকরা বাংলা ভাষার কাঠামো উক্ত নতুন ছাঁচে তৈরি করে দিলেন বাবু সম্প্রদায়ের জন্যে। তার দরুন বাবু কালচারের আবাহন হল যে ভাষায় তা কেবল সংস্কৃত ঘেঁষা নয় একেবারে সংস্কৃত সম। আর এটি ও হয়েছে সুপরিকল্পিত সাধনায়। হিন্দু পন্ডিতেরা উল্লসিত হলেন তার দরুন সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির নব প্রবর্তনার সম্ভাবনায়। এবং মিশনারি স্কুলগুলো তৎপর হয়েছিল মুসলমানের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাকে সাহিত্য ও কালচারের দিক দিয়ে ও নিঃস্ব করে দিতে।[৩] এই যখন বিজেতা বেনিয়ার কান্ড তখন এক দল সত্যব্রতী কবি-সাহিত্যিক এগিয়ে এলেন ভাষার চিরায়ত সত্য রক্ষায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর(১৮১৪-'৮৩ খৃ.) বাংলা গদ্যের ভাষা গঠন পর্বেই তাঁর রচনায় স্বভাবসিদ্ধ ভাবে সমাজের আত্মীকৃত আরবী-ফারসি-উর্দু শব্দাবলী প্রয়োগ করে গেলেন। কি হাস্যরস কি করুণ রস সর্বত্রই বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে তাঁর আরবী-ফারসি শব্দের প্রয়োগ ছিল স্বত.স্ফূর্ত। আলালী ভাষা বলে কথিত এ ভাষার প্রধান বিশিষ্টতা কথ্য ভাষার অবাধ প্রয়োগ। তাঁর সাহিত্যকর্মে আরবী-ফারসি উপাদান ব্যবহারে ও একই চিত্র প্রত্যক্ষ করি। 'আলালের ঘরের দুলাল' ইত্যাদি সাহিত্য কর্মে প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলোর চেহারা দেখা যাক :

অছি : মূল আরবী وصية । অন্তিম উপদেশ।

আমলা : মূল আরবী عامل । রাজ কর্মচারি।

উজু : মূল আরবী وضوء । হস্তপদাদি প্রক্ষালনের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন।

একিদা : মূল আরবী عقيدة । ধর্মীয় বিশ্বাস।

---

১. সৈয়দ আলী আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
২. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮০-৬।
৩. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

এজেহার : মূল আরবী إظهار । ফৌজদারি ঘটনা সম্বন্ধে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি ।

এত্তেলা : মূল আরবী إطلاع । সংবাদ, খবর, নোটিস ।

এলেকা : মূল আরবী علاقة । এলাকা, অঞ্চল ।

ওক্ত : মূল আরবী وقت । সময় ।

ওজর : মূল আরবী عذر । আপত্তি, অজুহাত, ছল ।

ওতন : মূল আরবী وطن । স্বদেশ ।

ওয়াজিব : মূল আরবী واجب । অবশ্য পালনীয় ।

কবজ : মূল আরবী قبض । রশিদ, খত, তাবিজ, মাদুলি ।

কবিলা : মূল আরবী قبيلة । স্ত্রী, পত্নী ।

কাওয়াজ : মূল আরবী قواس । সৈন্যদের নিয়মিত প্যারেড ।

কুদরত : মূল আরবী قدرة । মহিমা, বাহাদুরি ।

গমি : মূল আরবী غم । দুঃখ ।

ঘেসট : মূল আরবী قصد । চেষ্টা ।

জেলেখা : মূল আরবী زليخة । নবী য়ূসুফ(আ.)এর কথিত প্রেমিকা ।

তকরার : মূল আরবী تكرار । কলহ, কথা কাটাকাটি, বিতর্ক ।

তদারক : মূল আরবী تدارك । তত্ত্বাবধান, দেখাশোনা, তদন্ত ।

তসবিহ : মূল আরবী تسبيح । মুসলমানদের জপমালা ।

তসবীর : মূল আরবী تصوير । চিত্র, ছবি, প্রতিকৃতি ।

তহমত : মূল আরবী تهمة । অপবাদ ।

ফয়তা : মূল আরবী فاتحة । সূরা ফাতিহা, দোয়া কালাম পড়া ।

বদিঅত : মূল আরবী بدعة । ইসলামি শরিয়তে নতুন রেওয়াজ প্রচলন ।

বরাত : মূল আরবী براة । দায়িত্ব, কর্মভার, রেফারেন্স, ভাগ্য ।

বাব : মূল আরবী باب । দরজা, অধ্যায় ।

মদত : মূল আরবী مدد । সাহায্য ।

মশগুল : মূল আরবী مشغول । রত, ব্যস্ত, লিপ্ত ।

মহব্বত : মূল আরবী محبة । ভালবাসা, আন্তরিকতা ।

মাফিক : মূল আরবী موافق । অনুসারে, অনুযায়ী ।

মুসাফিরি : মূল আরবী مسافر । পরিব্রাজন, বাউন্ডেলেপনা ।

মেরাপ : মূল আরবী محراب । তোরণ ।

মোনাসেব : মূল আরবী مناسب । পছন্দসই, মনোমত, যোগ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

মৌত : মূল আরবী موت । মৃত্যু ।

রাতিব : মূল আরবী راتب । দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ, বেতন, পেনশন ।

রেয়াত : মূল আরবী مراعاة । মার্জনা, মওকুফ ।

হারাম : মূল আরবী حرام । নিষিদ্ধ ।[১]

ওপরের চিত্র ড. এনামুল হকের একটি মন্তব্যকে অসার প্রমাণ করে , যেখানে তিনি বলেছেন, তখনকার দিনের প্রচলিত নিয়মের প্রতি সজ্ঞান বিরূপ ভাব প্রকাশের জন্যেই এই ধরণের (আরবী-ফারসি শব্দ ও রূপকল্পের ব্যবহার) সাহিত্যকর্ম, কাজেই তা অস্বাভাবিক ।[২] যখন কোন গদ্যকার লিখেন, "তিনি *মাল* ও *ফৌজদারি আদালতে* অনেক কর্ম করিয়া বিখ্যাত হন"[৩]; অথবা "অনন্তর উভয়ে কর্তব্য নিরূপণ নিমিত্ত উ*কীলের* নিকটে গমন করিল"[৪] অথবা-"*মোকদ্দমার* ন্যায্য অধিকার তাদৃশ অধিক নহে"[৫] অথবা-"লেনার্ড ঐ সকল *জিনিস* কিনিয়া অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিল"[৬] তখন কোন্ ভাবে এ সকল সাহিত্যকর্মকে অস্বাভাবিক বলা যায়?

বিদ্যাসাগর বাবু (১৮২০-'৯১ খৃ.) বয়সে প্যারীচাঁদের কনিষ্ঠ হলেও সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন প্যারীর আগে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সনে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয় এর এগার বছর পর, ১৮৫৮ সনে।[৭] কিন্তু সার্বজনীন সাহিত্য সৃজন তথা আরবী-ফারসি শব্দ সমৃদ্ধ গণভাষা ব্যবহারে তিনি টেকচাঁদ ঠাকুরের সাথে আনুজ্যই ঠিক রাখলেন । অর্থাৎ টেকচাঁদ যখন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির শুরু থেকেই সমাজের বুলিকে প্রধান্য দিলেন বিদ্যাসাগর বাবু সেখানে তাঁর প্রথম দিকের এবং শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোতে ধর্মই প্রচার করলেন। তাঁর সংস্কৃতানুসারি ভাষার প্রতিবাদই করলো পরবর্তী আলালী ভাষা। এখানে স্মর্তব্য যে, ঠাকুর মশাই কিংবা বিদ্যাসাগর বাবু কেউই আরবী শব্দের প্রয়োগে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের আদি পুরুষ নন। এ কৃতিত্ব বোধ হয় রামরাম

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (ঢাকা :কথা কলি, ১৯৬৮ খৃ.) ভূমিকা।
২. সৈয়দ আলী আশরাফ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১ ।
৩. প্যারীচাঁদ মিত্র, আলালের ঘরের দুলাল।
৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আখ্যান মঞ্জরী, প্রথম ভাগ।
৫. ঐ, ভ্রাতৃবিরোধ।
৬. ঐ, ন্যায়পরায়ণতা।
৭. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্যারী মানস, পৃ. ৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

বসুরই প্রাপ্য। কারণ তাঁর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৫ সনে। তিনিই ষড়যন্ত্র কবলিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানি উপাদান বজায় রাখার পথ দেখিয়েছেন—সাহস যুগিয়েছেন। তিনি ছিলেন ফারসি জানা ব্যক্তি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইনিই ছিলেন উইলিয়াম কেরির বাংলা শেখার ওস্তাদ, যে কেরি রামরাম বাবুর শেখানো বাংলা-ভাষা-জ্ঞান বাংলা ভাষার বিকৃতিতেই প্রয়োগ করেছিলেন। গুরু মারা বিদ্যাই বটে !

আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম আরবী শব্দ ও রূপকল্পের নিঃসঙ্কোচ ও সফল প্রয়োগ করেছেন ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। তিনি তাঁর *'কবর-ই-নূরজাহান'* ও *'আখেরী'* কবিতায় সর্বাধিক সংখ্যক আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ১৫৯ চরণ বিশিষ্ট *'নূরজাহান'* কবিতার ৩১টি চরণে অর্থবোধক আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এছাড়া আরবী নাম ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর। ফারসি এবং উর্দুতো আছেই। *'নূরজাহান'* থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

চল আমার খাস মহলে মহল আলো অন্সরী।
সিংহাসনে আসন তোমার , আজ হতে নাম নূরমহল,
বাদশা তোমার গোলাম জেনো , করেছ তার দিল্ দখল।

অথবা

জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্ব নারীর শ্রী-দুর্গ।
হে সুলতানা ! লিখেছ এ কী আফসোসে সুন্দরী !
লখেছ তুমি " গরীব আমি" পড়তে যে চোখ যায় ভরি !
"গরীব-গোরে দীপ জ্বেলোনা , ফুল দিওনা কেউ ভুলে -
শামা পোকার না পোড়ে পাখ , দাগা না পায় বুলবুলে।"
সত্যি তোমার কবরে আজ দীপ জ্বলেনা নূরজাহান !

'আখেরী' কবিতায় দেখুন—

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দেরে-বছর শেষের শেষ দিনেতে ,
মজ্জাগত গোলাম-সমঝ শেষ করে দে, শেষ করে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়,এই কথা আজ বলবো জোরে;
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবনকে দেখে তুচ্ছ করে।
দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় করতে খাটো,

আরবী-ফারসি শব্দের ব্যবহারে সত্যেনদত্ত তাঁর পূর্বসূরি ও মধ্য যুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রকে (১৭১২-'৬০ খৃ.) অনুসরণ করেছেন। ভারতচন্দ্র অবস্থা ও চারিত্র বুঝে আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন। পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যে ভারতচন্দ্র সেই সব শব্দ ব্যবহার করতেন

Dhaka University Institutional Repository

হয়ত একটা মুসলমান চরিত্রকে দিয়ে মুসলমান নবাবের দরবারে কথা বলাবার সময়।[১] সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে ও তাই মনে হল। নতুবা তাঁর অন্য সাধারণ কবিতায় আরবী শব্দের ব্যবহার ও অতি সাধারণ। তাঁর আরবী শব্দের আরো ব্যবহার দেখুন–

উদ্ধৃতি	কবিতার নাম
নাচে বুলবুলি আর ফিঙে	বর্ষায়
প্রতিদিন দোকানে বাজারে	ভ্রষ্ট
যার কাছে যা ততটুকুও হয়নি আদায়	নৈশ তর্পন
সম্রাটের রত্নময়ী তাজ	মমতাজ
ফুল বনে দুলেছি হাওয়ায়	মূল ও ফুল
কোথায় ফলে সোনার ফসল	কোন্ দেশে
মা তোর ক্ষেতের ধান্য রাশি জাহাজ ভরে যায় বিদেশে	বঙ্গ জননী
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা	কুলাচার
শ্রান্ত বড়, তাই হেথা শুয়েছিনু খালি	দেবতার স্থান
নিত্য নব আনন্দ তুফান	সোম
তারি ভাষে দেখি কি খেয়াল	স্বর্ণ গর্ভ
লয়ে যাব জ্ঞানের মশাল	সাগ্নিকের গান
ছিলনা এমন খাজনার খাতা, খাজাঞ্চী	খানা জুড়ি
সেলামী ছিলনা গোলামী ছিলনা	সাম্য-সাম
আকাঙ্ক্ষারে বিদায় করে	শেক্সপীয়ার
বাজিছে নাকাড়া-কাড়া , বাজিছে বাঁশী	মারাঠী গান
প্রেমের কাটেনা নেশা, না গেলে পরাণ	শেখ সাদী
এস সাকী, দেহ পাত্র ভরিয়া	সাকীর প্রতি
প্রেমিক ফকির শ্রেষ্ঠ সে বহু মতে	হাফেজ
পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়	হাবশী নারীর গান
মস্ত হবার ব্যস্ততা নাই, ভগবানের হুকুম তাই	পদস্থ বন্ধুর প্রতি
কোথায় আজি কাজের কাজী	স্টিফেন ফিলিপ্স
আজো বাকী তার অনেকই	টেনিসন
জহুরী চিনেছে হিরায়	কবীর
আকাশ থেকে খবর আনে	কিশোর ধাঁ ধাঁ
ময়দানে কাঁদে কবি গোপনের পয়দা	চরকার আরতি
বাবর শাহের খান্দানীরা আজকে শুনি রেঙুনে দপ্তরী	বেলা শেষের গান

১. সৈয়দ আলী আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াসায়	কুহু ও কেকা
কুমোর পোকার কেল্লা গড়িয়া	দিল্লীনামা-২য় কলি
বুরুজ মিনার সমুদ্যত	দিল্লীনামা-৩য় কলি
নবগ্রহের নয় মঞ্জিল	দিল্লীনামা-৭ম কলি
পোয়া ওজনের পান্না তোমার	দিল্লীনামা-৯ম কলি
সুনেহলি মসজিদ ঘিরিয়া	দিল্লীনামা-১০ম কলি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানিত্ব 'নিসূদন যজ্ঞ' শুরু হওয়ার পরও যারা বাংলা কাব্যে আরবী-ফারসি শব্দ ও রূপকল্প ব্যবহার করে মুসলমানি আবহকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পর যার নাম সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চার্য তিনি শ্রীমান মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খৃ.)। তাঁর কাব্যে আরবী-ফারসি শব্দের ব্যবহার সত্যেন বাবুর চাইতেও ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাঁর কিছু কিছু কবিতায় মুসলমানি আমেজ খুবই প্রাণবন্ত। বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক কারণেই হিন্দু-মুসলমানের মানসিক যে অবস্থান মোহিতলালের 'নাদির শাহের জাগরণ' , 'শেষ শয্যায় নূরজাহান', 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' ইত্যাদি কবিতা পড়লে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটে। কবিতাগুলোর কিছু নমুনা দেখুন—

আক্রোশে যেন ডাক দিয়ে ফেরে ইরান বীরের ছায়া।
কত কাল ধরি বালুকার তালু আমু-শি'র-দরিয়ার
পায়নি পরশ তুরাণী টুটির রক্তের ফোয়ারার।
খিভা হতে সিস্তান-
সারা মুলুক জুড়ে বসে' আছে ইস্তুত আফগান।
নাদির! নাদির!
— নাদির শাহের জাগরণ, স্বপন-পসারী

তাজ শমশের ফেলেছিনু এই, কিছুতেই কাজ নাই।
নাদির! এখনি ভুলে' গেলে -তুমি দুনিয়ার দুষমন!
বাতিল করেছ কায়কোবাদের ধর্ম-সিংহাসন!
কোটি শবদেহে দেয়াল তুলিয়া আল্লার আশমান
আঁধারিয়া, তুমি দিনের জলুস করিয়া দিয়াছ ম্লান!
... ...
– এত কুদরত তার!
আল্লা তা'লা - আকবর! এযে মতলব বোঝা ভার!
... ...
রহিমর রহমান!
নাদির তোমার বান্দাই বটে, যত হোক বেঈমান!
— নাদির শাহের শেষ, স্বপন-পসারী

Dhaka University Institutional Repository

মুয়াজ্জেন ওই মসজিদে ধরে সন্ধ্যা-আজান মগরেবের ,
পিলু-বারোয়াঁর বাঁশিটি কোথায় -কোথায় বিদায়-উৎসবের !
ফোয়ারায় জল ঢালিছে পাথরে-শোনা যায় যেন আরো সে কাছে !
... ...
মোর তরে আর নামাজ নাহিরে , পাতিসনে আর মুসল্লায়,
বিশ্বপতির দরবারে মোর সকল আরজ আজ ফুরায় !
দেহের-মনের ঈদগাহে মোরে -মেহেরাবে জ্বলে হাজার বাতি,

— শেষ শয্যায় নূরজাহান, স্বপন-পসারী

নুরজাহান
... ...
গোস্তাকী মাফ কর একবার, না জেনে দিয়েছি ব্যথা !
জাহাঙ্গীর
আমার ভাগ্যে এই ছিল শেষ ! -মহব্বৎ ! মহব্বৎ !
ভরা-দুপুরেই দিন ডুবে যায় ! ঝুটা তেরী শরবৎ !

— নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর, বিস্মরণী

আরংজীব
আমারে ও তুই তবে
তাহার হুকুমে করিতিস বুঝি এমনই বে-ইজ্জত ?
তোর কাছে তবে রাজমুন্ডের কিছু নাই কিম্মৎ ?
শাহজাদা দারা – হায়,হায়, তুই এত বড় জল্লাদ ! -
কুত্তার মত মারিলি তাহারে ?- ওরে ও হারামজাদা !
নাজির খাঁ
সারা দুনিয়ার মালিক , আর সে দীন-দুনিয়ার যিনি-
দুইয়েরি কসম, করিনি কসুর !- দুয়েরেই আমি চিনি- ।
জল্লাদ আমি নহি যে শুধুই , আমার ও ঈমান আছে।
হালাল হারাম দুই যদি এক হইতো আমার কাছে -

— দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব(অপ্রকাশিত)

মোহিতলালের কবিতা সত্যিই আমাদের মোহিত করে। তিনি কমপক্ষে সত্তরটি কবিতায় আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে মুসলমানি আবহ যেটাকে বলে— ওটা ফুটে উঠেছে ওপরোক্ত কবিতা কয়টিতে। বাকিগুলোর ব্যবহার অতি সাধারন ; যা অল্প বিস্তর সকলেই করেছেন, ফোর্ট উইলিয়ামপন্থীরা বাদে। এ পর্যায়ে বলতে হয় যে, ভারতচন্দ্র কি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কি মোহিতলাল মজুমদার কি পুঁথিঅলারা কি গদ্যকারগণ — এঁরা সকলেই আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন সমাজে যেমনটা ছিল তেমনই । একটা আরবী শব্দ লোক মুখে চালু হতে হতে যে বাংলা শব্দের রূপ পরিগ্রহ করেছে তারা ওটাকে ওভাবেই প্রয়োগ

করেছেন অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কোন চেতনা এ বিষয়ে ক্রিয়াশীল ছিলনা। আজকের এ প্রসঙ্গে তাঁরা আলোচনা ও উপমার বিষয়বস্তু হয়েছেন এ জন্যে যে, তাঁরা ফোর্ট উইলিয়ামের ষড়যন্ত্র গ্রাহ্য করেননি। নিজেদের কথা বলার ঢং- কবিতা লেখার ধরণ সমাজের দূষিত আবহাওয়ায় পীড়িত হয়নি।

আরবী শব্দ ও রূপকল্প প্রয়োগে সচেতন-সতর্ক-সযত্ন সাধনা করেছেন সর্বপ্রথম কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি যে সমস্ত আরবী-ফারসি শব্দ ও রূপকল্প ইতমধ্যে ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিল সেগুলোর পুণর্বহালে এবং আরো যে সমস্ত আরবী-ফারসি শব্দ ও রূপকল্প বাংলা সাহিত্যে চালু হওয়া সম্ভব সেগুলোর প্রচলনে মৌলিক গঠন অবিকৃত রেখে দক্ষতার সাথে বার বার ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আরবী ছন্দের উৎপত্তি ও শ্রেণী বিন্যাস।

বাংলা ছন্দ ও আরবী ছন্দ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা

ছন্দ কি ?

একটি হিসাব ও নিয়মের অধীনে শব্দ বা ধ্বনির দোলাই হচ্ছে ছন্দ। সেই শব্দ বা ধ্বনির উৎস যাই হোক। যেমন- একটি বিখ্যাত গানের লাইন:"আমি তার নূপুরের ছন্দ"। 'নূপুরের ছন্দ' মানে নূপুর পায়ে চলার সময় যে বিন্যস্ত ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাই। আরো সহজ কথায়, নূপুর সৃষ্ট ধ্বনির বিন্যাস রীতিই হচ্ছে ছন্দ। ছন্দের দু'টো জিনিস দেখবার অছে। এক হচ্ছে তার সমগ্র অবয়ব, আর তার সজ্ঘটন। এ ছন্দ কথাটার ব্যবহার কাব্য ক্ষেত্রেই বেশি। কবিতার তান, ঘাত, লয়, ঝোঁক, দোলা ইত্যাদিকে ছন্দ বলা হয়। কবিতা পাঠের সময় পর্ব সমূহের উচ্চারণে যে তরঙ্গভঙ্গি বা দোলায়িত ধ্বনি উত্থিত হয় বস্তুত সেটাই ছন্দ। ছন্দ সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে তুলনীয়। সে জন্যে আরবীতে ছন্দকে 'বাহার'(সমুদ্র বা সমুদ্রের ঢেউ) বলে। হৃদপিন্ডের সঙ্কোচন-প্রসারণ, শ্বাস-প্রশ্বাস তথা যে কোন ঝোঁকের সমান্তরালে ফিরে আসার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। মূলত ছন্দ হল ধ্বনির একটা গুছানো ঝোঁকানো গতি।[১] ছন্দজ্ঞ আব্দুল কাদির(১৯০৬-'৮৪ খৃ.)এর মতে, শব্দের সুমিত ও সুনিয়মিত বিন্যাসকে ছন্দ বলে।[২] পঙক্তির বিভিন্ন অংশের যে পরিপাট্য ভাষায় এক অনির্বচনীয় দোলা উৎপন্ন করে ভাষাকে শক্তিশালী ও মনোজ্ঞ করে তাকে ছন্দ বলে।[৩] অথবা বলা যায়, পদ সমূহকে যেভাবে বিন্যস্ত করলে নিয়মিত গতিবেগ সঞ্চারিত হয়ে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং সহজে চিত্তে রসের সঞ্চার হয় তাকেই ছন্দ বলে।[৪]

আমাদের নিত্য কথিত বা পঠিত গদ্য ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিমিতরূপে বিন্যস্ত করলেই পদ্যের ছন্দ উৎপন্ন হয়।[৫] ছন্দ রচনার অভ্যাসটাই আসলে অন্ধ অভ্যাস। অন্ধের কান খুব সজাগ, ধ্বনির সঙ্কেতে সে চলতে পারে। কবিরও সেই দশা। তা যদি না হত তবে

---

১. দিলীপ কুমার রায়, ছান্দসিকী(কোলকাতা:কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮)পৃ.১৭-৮।
২. আব্দুল কাদির, ছন্দ সমীক্ষণ (ঢাকা:মুক্তধারা, ১৯৭৯ খৃ.) পৃ. ৯।
৩. শ্রী সুধী ভূষণ ভট্টাচার্য, বাংলা ছন্দ (কোলকাতা: এম.সি.সরকার এন্ড সন্স, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) পৃ. ২।
৪. শান্তি রঞ্জন ভৌমিক, বাংলা ছন্দ ও সাহিত্যতত্ত্ব (চট্টগ্রাম: রাঙ্গুনিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪ খৃ.) পৃ. ১।
৫. প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দ পরিক্রমা (কোলকাতা: প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫ খৃ.) পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

পায়ে পায়ে কবিকে চোখে চশমা এঁটে অক্ষর গ'ণে গ'ণে চলতে হত। ছন্দের কাজ চোখ ভোলানো নয়, কানকে খুশি করা। সেই কানের জিনিসে ইঞ্চি গজের মাপ চলেই না। কান যদি সম্মতি না দিত তবে কোন কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। সোজা কথায়, ছন্দের সিদ্ধান্ত তর্কে হয় না, ওটার মীমাংসা কানে।[১] ছন্দের গুণে শেলী তাঁর Defence of Poetry তে প্লেটো, রুশো প্রমূখের কিছু গদ্য গ্রন্থকে ও কাব্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা , কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে। পৃথিবী যেমন চব্বিশ ঘন্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে , ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে আপন গতিকে প্রকাশ করে।[২]

ছন্দের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া যায় এভাবেঃ গদ্যের স্বাভাবিক বন্ধনকে শিথিল করে সুর-লয় সহযোগে ভাবাবেগের গতি বাড়িয়ে রসাত্মক করে তোলার জন্যে বিশেষ বিশেষ রূপকল্প (Pattern) অনুসারে শব্দ ও ধ্বনির বিন্যাস রীতিকে ছন্দ বলে। আর এ প্রকার ছন্দবদ্ধ রচনাই কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একটি শিশুর উদ্দেশে যদি বলা হয়,'চকোলেট খাবে' ? এটি হবে একটি সাধারণ সংলাপ। কিন্তু এ কথাটাকে ঘুরিয়ে যদি বলি, 'খাবে নাকি চকোলেট' – তখন এ কথাটি কাব্যে রূপ নেয়। অর্থাৎ কথার ভাবার্থ বা গতিকে বাড়ানোই হচ্ছে ছন্দ। ছন্দের কাজ হচ্ছে, তাতে গতি থাকবে, বিরতি থাকবে। মনে রাখতে হবে, আক্ষরিক ছন্দ বলে কোন কিছু বাংলা কিংবা অন্য ভাষায় নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্ন মাত্র। অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনি মাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।[৩] আরবীতে ও না।

ছন্দ পড়তে বা বুঝতে প্রথম প্রথম কষ্ট বোধ হয়। ছন্দের এ জটিলতা তার সত্ত্বাগত কিংবা তার শাস্ত্রগত নয়। ছন্দের এ জটিলতা তার ছত্র বিভাগের ব্যতিক্রম এবং তার মাত্রা গণনার মধ্যে নিহিত। মনে রাখতে হবে, কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়।[৪]

---

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, একবিংশ খন্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী ,১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৩১৬-৭,৩৪২।
২. ঐ , পৃ. ২৯৭।
৩. ঐ , পৃ. ৩২০।
৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৭৯, ৩৮৪-৫।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা কি

যে ছন্দ নিয়ে এত মাতামাতি সেই ছন্দের আধার যেহেতু কবিতা সেহেতু কবিতা সম্পর্কে জানা আবশ্যক। কবিতা কি? 'কবিতা' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ পদ্য রচনা, শ্লোক, কাব্য। আর পদ্য মানে ছন্দোবদ্ধ রচনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে ভাষা তাই পদ্য।[১] সুতরাং কবিতা হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ অন্তমিলযুক্ত বাক্য। শুধু কি তাই ? না। বরং কবিতা হচ্ছে, মাত্রা ও অন্তমিলের দিকে লক্ষ রেখে গঠিত কোন অর্থ বোধক বাক্য। অর্থাৎ নিরর্থক কোন বাক্য বা বাক্য সমষ্টি কবিতা পদবাচ্য হতে পারে না। তাতে মাত্রা ও অন্তমিল যতই থাকুক। কবিতা হচ্ছে, মাত্রাজ্ঞান সম্পন্ন বক্তার অর্থ ও ছন্দময় চমৎকার কথামালা।[২] কবিতা হচ্ছে, অলঙ্কারপূর্ণ, অন্তমিল যুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ সে সকল বাক্য যা বাস্তব অথবা কাল্পনিক বিষয় নিয়ে রচিত।[৩] কবিতা হচ্ছে অন্তরের ভাষা অথবা অন্তরের অব্যক্ত অভিব্যক্তির বাণীবদ্ধ প্রকাশ।[৪] অবশ্য ভাষা ভেদে তার উদ্দেশ্য-বিধেয়, প্রকার ও প্রকরণে পার্থক্য হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। যেমন- হিন্দি ভাষায় লক্ষ করা যায়, কথাকে সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র করে সুর শোনানোই হিন্দি গানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য নিয়ে কথার ভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য।[৫] রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে দেখেছেন এভাবে –

অন্তর হ'তে আহরি বচন,
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীত রসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলি জালে।
অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্ব নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সঙ্গীতে,
– পুরস্কার, সোনারতরী।

ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থ(১৭৭০-১৮৫০ খৃ.) কবিতাকে দেখেছেন গভীর অনুভূতির প্রবল উচ্ছাস রূপে।[৬] মানব মনের ভাব-কল্পনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথা বিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমা

---

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১।
2. Professor Ziaul Haque, The Principles of Arabic Rhetoric & Prosody, p. 53.
৩. আহমাদ হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাব আলআরাবী (মিশরঃ মাকতাবাতুন নাহজা) পৃ. ২৮।
৪. জুরজি যায়দান, তারীখ আদাবিল লোগাহ আলআরাবিয়্যাহ (মিশরঃ দারুল হিলাল, ১৯৫৯) প্রথম খন্ড, পৃ. ৫৯।
৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩।
6. Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads in the Norton Anthology of English Literature, Voll. ll, ed, E. Talbot Donalson , et al, (Newyork; Norton, 1962), P. 83.

Dhaka University Institutional Repository

মন্ডিত চিত্তাকর্ষক ও ছন্দময় রূপ লাভ করে তখন তা কবিতা হয়ে ওঠে।[১] সেজন্যে কাব্য রচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা ; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।[২] কাব্য বলতে তার ভাববস্তু (Content) ও রূপরীতি (Form) এ দুয়ের সমন্বয় বোঝায়। ভাব ও রূপের একাঙ্গ লাভই কাব্যের রূপ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
– উৎসর্গ, আবর্তন

বিষয় ও প্রকাশে যে অবিচ্ছেদ , ছন্দে ও সুরে যে সমন্বয় , ভাব ও রূপে যে একাত্মতা, সসীম ও অসীমে যে আসঙ্গ তাতেই কাব্য; কবির কৃতিত্ব।[৩]

১. শ্রীশ চন্দ্র দাশ, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা: জিনাত প্রিন্টিং ওয়ার্কস), পৃ. ৮৩।
২. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।
৩. আব্দুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা ও ছন্দের মধ্যে সম্পর্ক

কবিতাকে একটি মালা বিবেচনা করলে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দরাজিকে ফুলের সাথে আর ছন্দকে সূতোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সূতোয় গ্রথিত ফুলে যেমন সৃষ্টি হয় মালা তেমনি ছন্দের সূতোয় গ্রথিত শব্দমালা নিয়ে গঠিত একটি কবিতা। আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। ছন্দ কবিতার বিষয়টির চার দিকে আবর্তন করে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চার দিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেই রকম। পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মত কাব্যে ছন্দের আবর্তনের দুটো রূপ আছে, একটি বড় গতি , আর একটি ছোট গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। যেমন –

শারদ চন্দ্র   পবন মন্দ   বিপিন ভরল   কুসুম গন্ধ।

এর প্রতিটি শব্দ এক একটি চলন বা পদক্ষেপ। এমন একটি চলনে বা পদক্ষেপে পূর্ণ হচ্ছে এ ছন্দের চাল বা প্রদক্ষিণ।[১] কাব্য সাহিত্য কেবল রস সাহিত্য নয়, তা রূপ সাহিত্য। সাধারণত ভাষায় শব্দগুলো অর্থ বহন করে। কিন্তু ছন্দে তারা রূপ গ্রহণ করে।[২] কবিতা(Verse) ছন্দের যে গাণিতিক রীতি মেনে চলে তার ফলেই পদ্যকাব্যের প্রকাশ ভঙ্গিতে আসে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য ও অনাহত রস-গতি। রচনা যতটা ছন্দোময় হবে ততটাই নিপুন ও পূর্ণাঙ্গ হবে গাঢ় অনুভব, বিপুল কল্পনা ও অলস ঔদাসীন্য ইত্যাদির প্রকাশ।

যেমন–

ঊর্ধ গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরনী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌!

– চল্ চল্ চল্ , সন্ধ্যা, কাজী নজরুল ইসলাম

এ তথ্যটুকু গদ্যে এভাবেও ব্যক্ত করা যেতে পারে : ঊর্ধ গগনে মাদল বাজছে, নিম্নে ধরনী উতলা হয়ে উঠছে, অতএব হে অরুণ প্রাতের তরুণ-দল, তোমরা চলো চলো !– এতে কথার প্রকাশে ত্রুটি না থাকলেও কথান্তরালের ভাবের বহু প্রচ্ছন্ন ইশারা আচ্ছন্নই থেকে যায়। ছন্দঃঝঙ্কার দূরের কথা, তেমন ধ্বনি সম্পাতও সৃষ্টি হয় না। একটি অতি সাধারণ কথাকেও ছন্দোমিল (Rhyme) ও ছন্দে (Metre) প্রকাশ করলে

---

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।
২. ঐ, পৃ. ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাতে কিছুটা ছন্দঃস্পন্দন(Rythm) সৃষ্টি হয়, – কল্পনার পরিধিও কিছুটা বিস্তৃত হয়।[১] অর্থাৎ ছন্দের গুণেই কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে। সাধারণ কথা অসাধারণ হয়ে ওঠে। গদ্য পদ্যে রূপ বদল করে।

ছন্দের স্পর্শেই ভাষা কাব্যময়তা লাভ করে। ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-'৯২ খৃ.)এর সাহিত্যকর্ম তার সাক্ষাৎ প্রমাণ। তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে গদ্যকাব্য রচয়িতা। সাধারণ গদ্যের সাথে তার প্রভেদ নেই। তবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না বলে উপায় নেই। এ ভাবের পশ্চাতে রয়েছে আর কিছু নয়, ছন্দ। সেটা হয়ত পদ্য ছন্দ নয়। সেটা জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দ বিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলঙ্করণ নেই। আছে শিল্প। তাছাড়া গদ্য ও পদ্যের মাঝে চাল-চলনের পার্থক্য তো আছেই। যেমন- গদ্যের চালটা পথে চলার চাল। কিন্তু পদ্যের চালটা নাচের।[২]

মণিবন্ধ–কনুই–কাঁধ – এ তিন পর্ব মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব বাহু। অপর বাহুটি প্রথম বাহুর অবিকল পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি পূর্ণাঙ্গ Pattern বা রূপকল্প আছে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে সেই Pattern কেই পুনঃপুনিত করে। সেই Pattern এর সম্পূর্ণ সীমার মধ্যেই তার নানা পর্ব-পর্বাঙ্গ প্রভৃতি যা কিছু। সেই সমগ্র Pattern এর মাত্রাই সেই ছন্দের মাত্রা। কোন কবিতা কোন্ ছন্দে রচিত তা চিনতে হলে প্রথমে দেখা চাই তার –

পদের মোট মাত্রা সংখ্যা কত ? তারপর তার –

" " কলা " " ? " "

প্রত্যেক কলার মাত্রা " " ?

শুধু তাই নয়, যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদ সংখ্যা ও বিচার্য। যেমন –

বর্ষণ শান্ত
পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত
বন ছাড়ি মনে এল নীপরেনু গন্ধ,
ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

এখানে চারটে পদ চারটি অসম মাত্রায় রচিত। পুরোটা নিয়ে ছন্দের রূপকল্প।[৩]

---

১. আব্দুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-১।
২. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২-৫, ৪২৪।
৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২,৩৪৫,৩৫০-১।

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দ সম্পর্কিত কিছু জরুরী পরিভাষা

কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে ছন্দ বিষয়ক কিছু জরুরী পরিভাষার ওপর আলোকপাত করা বিধেয়। আরবী কবিতার ছন্দ কিংবা বাংলা কবিতার ছন্দ উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা সমান জরুরী। যখন বলি ছন্দ, তখনই প্রশ্ন ওঠে কিসের ছন্দ ? উত্তর আসে, কবিতার। কবিতা কি, তা কানে না শুনে চোখেই দেখা যাক।

১.কবিতা (الشعر) : নিম্নে একটি আরবী কবিতার নমুনা পেশ করা হল—

جئت، لا أعلم من اين، ولكن أتيت
ولقد أبصرت قدمى طريقا فمشيت
وسابقي سائرا ان شئت هذا ام ابيت
كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟
لست ادرى
ام جديد ام قديم انا في هذا الوجود
هل انا حر طليقى ام اسير فى قيود
هل انا قائد نفسى فى حياتى ام مقود
اتمنى اننى ادرى ولكن
لست ادرى[1]

[1]. আল্ মাখ্য আররাবিয়্যাহ (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, সংশোধিত সংস্করণ,১৯৫৮ খৃ.), পৃ. ২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. স্তবক(المقطعة) :

একটি কবিতাকে প্রাথমিকভাবে বিভাজন করলে যেসব বিভাগ পাওয়া যায় তার প্রতিটিকে এক একটি স্তবক বলা হয়। সংক্ষেপে, ভাবপূর্ণ চরণগুচ্ছকে স্তবক বলা হয়।[১] সাধারণত একটি স্তবক আট বা দশ চরণ বিশিষ্ট হয়। একটি স্তবকের চরণ সংখ্যা অন্যূন দুই কিন্তু অনূর্ধ কত তা নির্ধারিত নেই। কবিগণ এ স্তবকের সাহায্যেই কবিতার মূল বিষয় হতে এর শাখা প্রশাখার দিকে গতি পরিবর্তন করে থাকেন। আরবী কবিতার বিষয়বস্তু স্তবকে বিভক্ত করে বর্ণনা করা একটি সাম্প্রতিক প্রবণতা। প্রচীন ও মধ্য যুগের আরবী কবিতায় স্তবক রীতি তেমন চোখে পড়ে না। তাতে বোঝা যায়, এটি আরবী কাব্যে একটি অনুপ্রবিষ্ট রীতি। আধুনিক আরবী কবিগণ এ রীতি পশ্চিমা সাহিত্য থেকে আমদানী করে থাকবেন।[২] ইতপূর্বে নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত কবিতাটি দুটো স্তবকে বিভক্ত। আরবী কবিতার স্তবক রীতি হিসাবে এটি একটি আদর্শ নমুনা।

---

১. এস.এম.আব্দুল লতিফ, ছন্দ পরিচিতি (রাজশাহী: আবেদা বেগম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩ খৃ.), ১৪।
২. মু. সফিউল্লাহ, আরবী ছন্দ বিজ্ঞান (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩. পঙক্তি বা চরণ(البيت) :

'বাইত' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘর। আরবে চাটাই ও পশমের তৈরি তাঁবুকে 'বাইত' বলে। এ ছাড়া কবিতার চরণ অর্থেও 'বাইত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন– কবি আবুল আ'লা আল মা'আরী(৯৭৩-১০৫৭ খৃ.) তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন–

الحسن يظهر فىالبيتن رونقه

بيت من الشعر و بيت من الشعر-

এখানে কবি 'বাইত' শব্দ একাধারে ঘর বা তাঁবু অর্থে এবং কবিতার পঙক্তি বা চরণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। সায়্যেদ আহমাদ আলহাশেমীর মতে, 'বাইত' বলতে কতগুলো পর্বের সমন্বয়ে গঠিত ও অন্তমিল যুক্ত কোন পূর্ণ বাক্যকে বোঝায়।[১] সোজা কথায়, কবিতার এক একটা লাইন বা ছত্রকে পঙক্তি বা চরণ বলে। অবশ্য বাংলা কবিতায় কখনো কখনো একটি কাব্য- পঙক্তি দু'লাইনেও সাজানো হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে, লেখার পঙক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছেন, আমাদের হাঁটুর কাছে একটু জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজন মত পা মুড়ে বসতে পারি। তৎসত্ত্বে ও গণনায় ওটাকে এক পা বলে স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোটায় পড়তে হত। ছন্দেও ঠিক তাই –

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বিকাল নাহি যায়।

এখানে দু'লাইন মিলে এক চরণ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যে বিরামস্থলে পৌঁছে পদ্য ছন্দ অনুরূপ ভাগে পুনরাবর্তন করে সেই পর্যন্ত এসে তবেই কোন্‌টা কোন্ ছন্দ এবং তার মাত্রার পরিমাণ কত তার নির্ণয় সম্ভব, মাঝখানে কোন একটা জোড়ের মুখে গণনা শেষ করা অসঙ্গত। যেমন- এমন যদি হত –

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বকুল তলে আসন মেলো-

তাহলে নি:সংশয়ে একে দুই চরণ বলা যেত।[২] সহজ কথায়, ছন্দোবদ্ধ ভাষায় পূর্ণ যতি সূচিত বিভাগকেই পঙক্তি বা চরণ বলা হয়।

---

১. মু. মফিজুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-৬।
২. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পদ (المصرع / الشطر) :

আরবী কবিতার প্রতিটি পঙক্তি সাধারণত. সমান দু'ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রত্যেক অংশকে মিস্‌রা' বলে। মিস্‌রা' এর আভিধানিক অর্থ কপাটের এক ফালি। কবিতায় দেখা যাক –

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزلى

মিস্‌রা'

بسقط اللوى بين الدخول فحومل-

মিস্‌রা'

বাংলায় পদ বলা হয় অর্ধ যতি দ্বারা বিভক্ত পঙক্তি-খন্ডকে। যেমন –

মাথা তুলে তুমি যবে *চলো তব রথে*

পদ পদ

নাহি দেখো কোথা আমি *ফিরি পথে পথে*

পদ পদ

আরবী কবিতায় উভয় মিস্‌রা' এর মাত্রা সাধারণত সমান থাকলেও বাংলা কবিতায় ওরকম বাধ্যবাধকতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পর্ব (الجزء) :

কবিতা আবৃত্তি কালে এক ঝোঁকে পঙক্তির যতটা উচ্চারিত হয় সেটাকেই জুঝ্ বা পর্ব বলে। বাংলায়, লঘু যতি দ্বারা বিভক্ত পঙক্তি-খন্ডের নাম পর্ব। যেমন-

قفا نبك كمن ذكرا حبيبو ومنزل

بسقطل لوا بيند دخول فحومل

অথবা –

মাথা তুলে তুমি যবে চলো তব রথে
নাহি দেখো কোথা আমি ফিরি পথে পথে

ওপরের প্রতিটি নিম্নরেখ অংশ এক একটি জুঝ্। তবে আরবী উদাহরণের ومنزل , دخول , فحومل এবং বাংলা উদাহরণের রথে, পথে – এগুলো অপূর্ণ পর্ব। এরূপ কতগুলো জুঝ্ এর সমন্বয়ে গঠিত হয় এক একটি কবিতা-পঙক্তি। মনে রাখতে হবে , জুঝ্ হচ্ছে কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণের নিয়ামক। ছন্দের মাত্রার সাথে জুঝ্ এর পূর্ণ মিল ধরতে না পারলে কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কারণ জুঝ্ হচ্ছে কবিতার স্তম্ভ।[১]

৬. অপূর্ণ পর্ব (الزحاف) :

খন্ডিত পর্বকে অপূর্ণ পর্ব বলে। পঙক্তি শেষের খন্ডিত অংশকে ও অপূর্ণ পর্ব বলে, যাতে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম মাত্রা থাকে। যেমন- পূর্বোক্ত উদাহরণে فحومل , دخول রথে, পথে ইত্যাদি। অপূর্ণ পর্ব হয় কিন্তু অপূর্ণ পদ হয় না। কারণ পদ প্রায় পূর্ণই হয়ে যায়। পর্ব কখনো কখনো পূর্ণ হয় না। যেমন- 'চলো তব রথে' এটি একটি পদ, যা মাত্রা মিলাতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শেষের 'রথে' একটি পর্ব। তবে অসম্পূর্ণ।

---

১. মু. মকিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

৭. পূর্বপদ (الصدر) :

কবিতার পঙক্তি, বিশেষত. আরবী কবিতার বেলায়, সমান দু'ভাগে বিভক্ত থাকে। এর প্রতিটিকে বলা হয় 'মিস্‌রা'। এর প্রথম মিস্‌রাকে বলে 'সাদর' বা পূর্বপদ। যেমন- পূর্বোক্ত কবিতার পঙক্তিতে –

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

... ...

অথবা –

মাথা তুলে তুমি যবে ... ... ,

৮. পরপদ (العجز) :

কাব্য-পঙক্তির শেষ ভাগ বা দ্বিতীয় মিস্‌রাকে বলা হয় 'আজাঝ বা পরপদ। যেমন – উদ্ধৃত কাব্য-পঙক্তিতে :

... ...

بسقط اللوى بين الدخول فحومل-

অথবা –

... ... *চলো তব রথে,*

৯.'আরূদ (عروض) :

'আরূদ মানে ছন্দ প্রকরণ (prosody) । আরবী ছন্দ প্রকরণ শাস্ত্রে এটি আবার বিশেষ এশটি পরিভাষা হিসেবে ও ব্যবহৃত হয়। তা হচ্ছে, পূর্বপদেও শেষ পর্বকে 'ধারূদ বলা হয়। Last foot of the first hemistich. যেমন –

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

'আরূদ

... ...

Dhaka University Institutional Repository

১০. দারব (ضرب) :

পরপদের শেষ পর্বকে দারব বলা হয়। Last foot of the second hemistich. যেমন – ... ...

بسقط اللوى بين الدخول فحومل-

দারব

১১. 'হাশভ (حشو) :

'আরূদ এবং দারব ছাড়া পঙক্তির অন্যান্য পর্বকে 'হাশভ বলে। যেমন- পূর্বোক্ত ইমরুল কায়েস (মৃত্যু : ৫৬৫ খৃ.) রচিত মো'য়াল্লাকাহ্ পঙক্তির ومنزل ও فحومل পর্বদ্বয় ব্যতীত অপর সকল পর্ব : دخول قفانب كمنذكرى حبيبو بسقطل لوبيند সুতরাং পুরো পঙক্তির পর্ব পরিচিতি দাঁড়ায় এ রকম :

قفانب	كمنذكرى	حبيبو	ومنزل	بسقطل	لوبيند	دخول	فحومل-
'হাশভ	'হাশভ	'হাশভ	'আরূদ	'হাশভ	'হাশভ	'হাশভ	দারব

ত্বভীল ছন্দে রচিত উপরোক্ত পঙক্তিটির دخول , ومنزل এবং فحومل পর্বত্রয় অপূর্ণ। ত্বভীল ছন্দের পর্ব فعولن ও مفاعيلن । এদের মাত্রা সংখ্যা যথাক্রমে তিন ও চার ; উভয় পর্বে মুক্ত দল একটি করে। রুদ্ধ দল যথাক্রমে ২টি ও ৩টি। উক্ত তিন পর্বের প্রতিটিতে একটি রুদ্ধ দলের পরিবর্তে মুক্ত দল ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১২. দল বা অক্ষর (Syllable) :

এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টির নাম দল বা অক্ষর (syllable). অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে Syllable এর বাংলা করেছেন ধ্বনি। আমি এ গবেষণা কর্মে পরিভাষাটিকে 'দল' বলবো। দল দু' প্রকার:

ক) মুক্তদল (Open Syllable).

খ) রুদ্ধদল (Closed Syllable).

মুক্তদল (Open Syllable) :

যে সমস্ত দল বা অক্ষর উচ্চারণকালে আটকে যায় না , বাধা পায় না তাদের মুক্তদল (Open Syllable) বলে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তদলকে বলেছেন অযুগ্ম ধ্বনি। যেমন – / কি/, / কে /, / হা /, / সু /,

/ق/ , /ح/ , /ك/ , /ز/ , /ب/, /ذ/ , /ل/ , /ف/ , /م/,

ইত্যাদি। বাংলায় মুক্তদলকে ইচ্ছে মত টেনে পড়া যায় বা প্রয়োজন মত প্রলম্বিত করা যায়। কিন্তু আরবীতে এ সুযোগ একেবারেই নেই। আরবীতে দু'টো কারণে একটি দল রুদ্ধ হতে পারে:

এক. উচ্চারণকালে আটকে গেলে ;

দুই . উচ্চারণ দীর্ঘ হলে।

রুদ্ধদল (Closed Syllable) :

যে সমস্ত দল বা অক্ষর উচ্চারণকালে আটকে যায় বা বাধা প্রাপ্ত হয় তাদের রুদ্ধদল (Closed Syllable) বলে।যেমন - / দিন্ /, / দেন্ /, / ধ্যান্ /, / ধান্ /, / শন্ /, / বোন্ /,

/من/, /نك/ , /نب/ , /سق/ , /طل/ , /ند/

ইত্যাদি। আরবীতে আরো একটি কারণে কোন দল রুদ্ধ (Closed) বলে বিবেচিত হয়। তা হচ্ছে , উচ্চারণ দীর্ঘ হওয়া , প্রলম্বিত হওয়া বা টেনে পড়তে হওয়া। যেমন- /حو/, /خو/, /بي/ , /فا/, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ রুদ্ধদলকে বলেছেন যুগ্ম ধ্বনি। তাঁর মতে , ছন্দের প্রধান সম্পদ যুগ্ম ধ্বনি।[১]

---

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬, ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. মাত্রা (وزن) :

যে উপকরণের সংখ্যা অনুসারে কোন কিছুর আয়তন পরিমিত হয় তাকে মাত্রা বলে। কাব্যশাস্ত্রে মাত্রা (Poetic Measure) বলা হয় কবিতার ছন্দে ব্যবহৃত একটি অক্ষর বা দল (Syllable) উচ্চারণের নিম্নতম কাল পরিমাণকে। যেহেতু মুক্তদল সকল ক্ষেত্রেই এক মাত্রা হিসাবে গণ্য হয় সেহেতু স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, একটি মুক্তদল উচ্চারণের সময় বা কাল পরিমাণকে এক মাত্রা বলে। অর্থাৎ - / হা /, / না / প্রভৃতি মুক্তদল স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তাই এক মাত্রা।[১] এভাবে ও বলা যায়, কবিতার এক একটি পঙক্তির মধ্যে যে ধ্বনি প্রবাহ থাকে তাকে উচ্চারণ করার জন্যে মোট যে সময় আমরা নিয়ে থাকি সেই উচ্চারণ কালের ক্ষুদ্রতম এক একটা অংশই হল মাত্রা বা ওয়াঝ্ন। অর্থাৎ মাত্রা হচ্ছে ধ্বনির ক্ষুদ্রতম একক।

১৪. মাত্রাচিহ্ন :

এক মাত্রা নির্দেশ করার জন্যে একটা (।) চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলা ছন্দে মুক্তদল সব সময় এক মাত্রা। সুতরাং মুক্তদলের ওপরে এ চিহ্ন (।) বসানো যায়। যেমন -

। । । । । । । । । । । । । ।

মা থা তু লে তু মি য বে চ লো ত ব র থে

অথবা – । । । । ।

/ق/ /ك/ /ح/ /ز/ /ب/ প্রভৃতি। বাংলা ছন্দে রুদ্ধদল কখনো এক মাত্রা কখনো দু'মাত্রা হয়। সুতরাং রুদ্ধদল বোঝাতে এ (–) চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন –

– – – – – –

/ হাত্ /, / থাক্ /, / দিন্ /, / সুর্ /, / বেশ্/, / শেষ্ /,

– – – – – –

অথবা –/بي/ /رى/ /نك/ /من/ /نب/ /فا/ ইত্যাদি।

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা কবিতার ছন্দ (ঢাকা: প্রতীতি প্রকাশন, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০১ খৃ.) পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. যতি :

যতি বলতে বোঝায় বিরাম। ছন্দ জিনিসটাই হচ্ছে আবৃত্তিকে বিরামের বিশেষ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা।[১] বস্তুত. কবিতা আবৃত্তি করবার সময় স্বাভাবিকভাবে যে স্থানে উচ্চারণ বিরতি ঘটে তাকে যতি বলে।যেমন-

কেন এত ফুল | তুলিলি , সজনি ।

ভরিয়া ডালা

মেঘাবৃত হলে | পরে কি রজনী ।

তারার মালা ?[২]

উদ্ধৃতাংশে আবৃত্তি করবার সময় (|) চিহ্নিত স্থানে স্বাভাবিকভাবে বিরতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। বাংলা ছন্দের আলোচনায় যতি নির্দেশ করবার জন্যে (|) চিহ্নের ব্যবহার সুপরিচিত।[৩] সকল ভাষারই যতি আছে। যতিকে বাটখারা স্বরূপ করে ছন্দের ওজন পূরণ বাংলা ছন্দে যেমন আরবীতেও প্রায় তেমনই। তবে আরবী ছন্দে শব্দের ভাঙ্গনটা অপেক্ষাকৃত বেশি। ওপরোক্ত বাংলা কবিতার উদাহরণে শব্দের কোন ভাঙ্গনই ঘটেনি। তবে ঘটে। কম। যেমন –

নীলের কোলে | শ্যামল সে দ্বীপ | প্রবাল দিয়ে | ঘেরা
শৈল চূড়ায় | নীড় বেঁধেছে | সাগর বিহঙ্ | গেরা ।

এখানে সর্বশেষ যতি চিহ্নটি 'বিহঙ্গেরা' শব্দটিকে দ্বিখন্ডিত করেছে (বিহঙ্+গেরা)। অথবা –

আমি | যুগে যুগে আসি , | আসিয়াছি পুনঃ | মহাবিপ্লব | হেতু
এই |স্রষ্টার শনি |মহাকাল ধুম|কেতু ।

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত , ১৯৬২ খৃ. পৃ. ১৯৭।
২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত , ব্রজাঙ্গনা কাব্য।
৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

এখানেও শেষ যতি চিহ্নটি 'ধুমকেতু' শব্দটাকে বিভক্ত করেছে (ধুম+কেতু)। কিন্তু আরবী কবিতার ছন্দে এ প্রবণতা অত্যধিক। যেমন–

قفانب| كمنذكرى | حبيبو | ومنزل

بسقطل | لوبيند | دخول | فحومل-

এখানে প্রথম যতি চিহ্ন দ্বারা نبك , পঞ্চম যতি চিহ্ন দ্বারা اللوى, ষষ্ঠ যতি চিহ্ন দ্বারা الدخول শব্দ খন্ডন করা হয়েছে। অথবা –

إننمذ نل | فاء يا| قوتتن|

أخرجت من| كيس ده | قانى|-

এ উদাহরণে প্রথম যতি চিহ্ন দ্বারা زلفاء শব্দ, দ্বিতীয় যতি চিহ্ন দ্বারা ياقوتة শব্দ এবং পঞ্চম যতি চিহ্ন দ্বারা دهقان শব্দকে ভাঙ্গা হয়েছে।

১৬. প্রস্বর (Stress) :

বাংলা কবিতায় ছন্দোবদ্ধ ভাষা আমাদের উচ্চারণ কালে সাধারণত. কতগুলো সুপরিচিত সময় আয়তন বা ধ্বনিগুচ্ছে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক ধ্বনিগুচ্ছের প্রথমে একটি ঝোঁক থাকে। তারপর থাকে উচ্চারণ বিরতি। ছন্দের পরিভাষায় এ ঝোঁককে বলা হয় প্রস্বর (Stress) , আর উচ্চারণ বিরতিকে বলা হয় যতি।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও বাংলা ছন্দের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

ছন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরবী ও বাংলা ছন্দের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবুও এখানে বিষয় ভিত্তিক একটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা পেশ করা হল।

প্রকরণগত তুলনা :

বাংলা ছন্দ মূলত. তিন প্রকার :

১. স্বরবৃত্ত ;

২. মাত্রাবৃত্ত ও

৩. অক্ষরবৃত্ত।

এ তিন প্রকার ছন্দের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন -

	স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত
১	রুদ্ধদল এক মাত্রা।	রুদ্ধদল দুই মাত্রা।	রুদ্ধদল শব্দের আদি ও মধ্যে এক মাত্রা, শব্দের শেষে দুই মাত্রা।
২	সাধারণত পর্বে মাত্রা সমষ্টি চার	পর্বে মাত্রা সমষ্টি চার/পাঁচ/ছয়/সাত হতে পারে।তবে এক পর্বে যতটি মাত্রা থাকবে সব পর্বে ততটি মাত্রা থাকবে।	পর্বে মাত্রা সমষ্টির চাল হবে সাধারণত. ৮-৬ এ।
৩	শ্বাসাঘাত প্রধান	ধ্বনি প্রধান	তাল বা সুর প্রধান
৪	দ্রুত লয়	মধ্য লয়	ধীর লয়
৫	স্বরিত	অনুদাত্ত	উদাত্ত
৬	চঞ্চল ভাব	গড়িয়ে পড়া ভাব	গম্ভীর ভাব
৭	প্রবল উচ্চারণ ভঙ্গি।	দুর্বল উচ্চারণ ভঙ্গি।	সাধারণ বা গদ্য উচ্চারণ ভঙ্গি।

এছাড়া বাংলা ছন্দোশাস্ত্রে আরো কিছু ছন্দের নাম প্রচলিত রয়েছে। যেমন -

পয়ার :

রবীন্দ্রনাথ পয়ারকে বলেছেন 'পদ-চার' শব্দের বিকার। তাঁর মতে পয়ার চতুষ্পদ ছন্দ। মূলত. আধুনিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যযুগীয় রূপই হচ্ছে পয়ার। এটি এখন আর স্বতন্ত্র কোন ছন্দ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

অমিত্রাক্ষর ছন্দ :

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-'৭৩ খৃ.) এ ছন্দের প্রবর্তক। বাংলা ছন্দবিদদের মতে, বাংলা কবিতার যাত্রা লগ্ন থেকে একে বারে ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্য ভাগ পর্যন্ত জুড়ে ছিল একটি মাত্র ছন্দ, পয়ার। কবিতা পড়া হত সুর করে করে। পাঠক ও শ্রোতা উভয়ই এ একঘেঁয়েপনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে বাংলা কবিতায় পয়ার ছন্দের রাজত্ব চলেছে। পয়ারের এ ক্লান্তিকর আকৃতি পরিবর্তনের কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের। তিনি ৮/৬ পর্বদ্বয়ের ক্লান্তি কর আকৃতি পরিবর্তন করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যে নতুন পঠনরীতি প্রবর্তন করেছেন তাই পরবর্তীকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সুতরাং পয়ারের ন্যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মৌলিক কোন ছন্দ নয়। এটি মধ্যযুগীয় পয়ার ছন্দের আধুনিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বিবর্তনের একটি মধ্যবর্তী ধাপ মাত্র।

স্বরমাত্রিক ছন্দ :

স্বরমাত্রিক হচ্ছে এমন ছন্দ , যে ছন্দে রচিত কবিতা স্বরবৃত্ত তথা দ্রুত লয়ে ও চঞ্চল ভঙ্গিতে পড়া যায়, আবার মাত্রাবৃত্ত তথা মধ্য লয়ে ও দুর্বল উচ্চারণ ভঙ্গিতে পড়া যায়। অর্থাৎ স্বরমাত্রিক ছন্দ হচ্ছে স্বরবৃত্ত ছন্দ ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি মধ্যবর্তী ও শিথিল রীতি।

মুক্তক ছন্দ :

মুক্তক ছন্দকে অন্য কথায় মিশ্র ছন্দ বলা যায়। কখনো কখনো একই কবিতায় একাধিক রীতির ছন্দের মিশ্রণ ঘটে থাকে বক্তব্যের নাট্যিক দ্যোতনা সঞ্চারের জন্যে। এ মিশ্রিত ছন্দকে মুক্তক ছন্দ বলে। ইংরাজিতে এর নাম Free Verse . এ কৌশল অপাংক্তেয় নয়, তবে সফলতার জন্যে কবির উৎকণ্ঠ সাবধানতা জরুরি।[১]

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যছন্দ :

অক্ষরবৃত্ত বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতির (Speech Pattern)কাছাকাছি ছন্দ। ফলে কাহিনীকাব্যে এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে সবচে' বেশি। ওই পথ ধরেই বক্তব্য প্রধান বা বর্ণনা প্রধান কবিতায় এই ছন্দ সহজে প্রযুক্ত হয় এবং তারই পরিণামে, অক্ষরবৃত্তেরই বিবর্তনে এসেছে গদ্য কবিতা।[১] অর্থাৎ গদ্য ছন্দ হচ্ছে অক্ষরবৃত্তের এমন এক বিবর্তিত রূপ যার দ্বারা একটি কবিতা গদ্য কবিতায় রূপান্তরিত হয়। গদ্যকাব্যে যে আবাঁধা ছন্দ আছে সেই ছন্দ আন্তরিক প্রবর্তনা থেকে কাব্য চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে। তার ভাবগুলো অসম হয় কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভারসামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না। এ ছন্দ সমান ভাগ মানে না, কিন্তু সমগ্রের ওজন মেনে চলে। মুখের কথায় আমরা যখন খবর দেই তখন সেটাতে নিশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না। যেমন–

তার চেহারাটা মন্দ নয়।

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগা মাত্র আপনি ঝোঁক এসে পড়ে। যেমন–

কী সুন্দর তার চেহারাটি।

একে ভাগ করলে দাঁড়ায় এই : ***কী সুন্*** | ***দর তার*** | ***চেহারাটি।***[২]

অন্যদিকে আরবী কবিতার প্রকরণ ঘটেছে কতগুলো পার্বিক ছকের সাহায্যে। এ পর্ব বা জুঝগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন স্বয়ং আরবী ছন্দের পিতা খলীল ইবন আহমাদ আল ফারাহিদী (৭১২-'৮৬ খৃ.)। এরকম জুঝ এর সংখ্যা আট। যেমন–

১. فاعلن (ফা'ইলুন)
২. فعولن (ফা'উলুন)
৩. فاعلاتن (ফা'ইলাতুন)
৪. مفاعيلن (মাফা'ঈলুন)
৫. مستفعلن (মুস্‌তাফ'ইলুন)
৬. متفاعلن (মুতাফা'ইলুন)
৭. مفاعلتن (মুফা'আলাতুন)
৮. مفعولات (মাফ'উলাতু)

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
২. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১-২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী যে কোন ছন্দের কবিতায় প্রতিটি শ্লোকে এ আটটি জুয্ ঘুরে ফিরে আসবে। তবে সেটি অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াধীনে। এরকম প্রক্রিয়াই আরবী ছন্দের প্রকরণ। খলীল ইবন আহমাদ উদ্ভাবন করে গেছেন এ রকম ১৫টি আরবী ছন্দ। যেমন–

১. الطويل (আত্‌তৃওীল)

২. المديد (আলমাদীদ)

৩. البسيط (আলবাসীত)

৪. الوافر (আলওয়াফির)

৫. الكامل (আলকামিল)

৬. الهزج (আলহাজায)

৭. الرجز (আররাজায)

৮. الرمل আররমাল)

৯. السريع (আস্‌সারী')

১০. المنسرح (আলমুন্‌সারিহ্)

১১. الخفيف (আলখাফীফ)

১২. المضارع (আলমুদারি')

১৩. المقتضب (আলমুক্‌তাদাব)

১৪. المجتث (আলমুজ্‌তাছ্)

১৫. المتقارب (আলমুতাকারিব)

পরবর্তীকালে আলআখফাশ আলআসগার আবুল হাসান আলী ইবন সুলায়মান (মৃ. ৯২৭ খৃ.) যোগ করেন একটি। নাম দেন المتدارك (আলমুতাদারিক)। বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) এর 'নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থে আমরা সাক্ষাৎ পাই আরো তিনটে নতুন আরবী ছন্দের। কবি এদের নাম দিয়েছেন -

১. القريب (আলক্বারীব)

২. الجديد (আলজাদীদ)

৩. المشاكل (আলমুশাকিল)

তবে ইবন আহমাদ উদ্ভাবিত المقتضب (আলমুক্‌তাদাব) ছন্দের ব্যবহার নজরুল কাব্যে দেখা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকরণের পদ্ধতিগত তুলনা

বাংলা কবিতার ছন্দের তিনটি প্রকারের মধ্যে যে পার্থক্য তা কবিতার পঠনরীতিতেই নিহিত। পাঠকের স্বর-ভঙ্গি ও কবিতা পাঠের সুর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় কবিতাটি কোন্ ছন্দে রচিত। যেমন –

১. স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত বাংলা কবিতা (দ্রুত লয়) :

এসো দ্রুত চরণ দুটি তৃণের 'পরে ফেলে
ভয় কোরো না–অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক
নূপুর যদি খুলে পড়ে না হয় রেখে এলে।
খেদ করো না মালা হতে মুক্তো খসে গেলে
এসো দ্রুত চরণ দুটি তৃণের 'পরে ফেলে।

– চিরায়মানা, ক্ষণিকা , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত বাংলা কবিতা (ধীর লয়) :

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
আমি কবি যত ইতরের !
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !

Dhaka University Institutional Repository

পর্বের মাত্রা সংখ্যা, মুক্তদল ও রুদ্ধদলের অনুপাত এবং হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহারের মধ্যে। এছাড়া গতি, লয় ও ভঙ্গি প্রায় সকল ছন্দেই একই রকম। যেমন–

আত্ত্বভীল(الطويل) ছন্দে রচিত একটি কবিতার শ্লোক-

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالاخبار من لم تزود -

আরো দু'একটি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত কবিতার শ্লোক পর পর পড়ে যাই:

আলমাদীদ(المديد) ছন্দে রচিত কাব্য-চরণ-

قد مددتم فى منى طالبينا

هل ترونى أبتغى طالباتى -

আলবাসীত(البسيط) ছন্দে রচিত কবিতার পঙক্তি-

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

لا يذهب العرف عند الله والناس -

বাংলা ছন্দের ন্যায় চঞ্চল, গম্ভীর, উদাত্ত এ রকম মোটা দাগে পার্থক্য করবার বা বুঝবার উপায় উপরোক্ত কবিতার চরণগুলোর মধ্যে নেই। তবে পার্থক্যতো আছেই। সেটা- فعولن مفاعيلن আর فاعلاتن فاعلن কিংবা مستفعلن فاعلن এসবের মধ্যে সন্ধানেয়। অর্থাৎ -

ত্বভীল ছন্দের চাল হবে: মুক্ত-রুদ্ধ-রুদ্ধ/মুক্ত-রুদ্ধ-রুদ্ধ-রুদ্ধ

মাদীদ ছন্দের চাল হবে: রুদ্ধ-মুক্ত-রুদ্ধ-রুদ্ধ/রুদ্ধ-মুক্ত-রুদ্ধ

বাসীত ছন্দের চাল হবে: রুদ্ধ-রুদ্ধ-মুক্ত-রুদ্ধ/রুদ্ধ-মুক্ত-রুদ্ধ

মনে রাখতে হবে, আরবী ছন্দে দুটো কারণে একটি দল রুদ্ধ হয়।

এক. কোন অক্ষর উচ্চারণকালে বাধা প্রাপ্ত হলে ;

দুই . কোন স্বর টেনে পড়তে হলে।

Dhaka University Institutional Repository

মাত্রা গণনার পদ্ধতিগত তুলনা

বাংলা ছন্দ রীতিতে মুক্তদল সকল ক্ষেত্রে এক মাত্রা হিসাবে গণ্য। কিন্তু রুদ্ধদল বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন মাত্রার মর্যাদা লাভ করে। যেমন–

রুদ্ধদল স্বরবৃত্ত ছন্দে এক মাত্রা
" মাত্রাবৃত্ত " দুই মাত্রা
" অক্ষরবৃত্ত " শব্দের শুরুতে বা মধ্যে বসলে এক মাত্রা
" " " " শেষে বসলে দুই মাত্রা।

আবার দেখা যাচ্ছে, বাংলা ছন্দে ধ্বনির হ্রস্বতা/দীর্ঘতা ভেদে মাত্রা ভেদ দাবি করা হচ্ছে। একই রকম শব্দে দুই জায়গায় দু'রকম মাত্রা দাবি করা হয়। যেমন–

– –

"মনে পড়ে দুই জনে জুঁই তুলে বাল্যে"

এখানে 'দুই' ও 'জুঁই' দুই মাত্রা। আবার –

– –

"এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ"

এখানে 'এই' এবং 'সেই' এক মাত্রা। উভয় উদাহরণে পার্থক্য শুধু পঠনগত। প্রথমটি ধীর, দ্বিতীয়টি দ্রুত।[১] কিন্তু আরবী ছন্দে মাত্রা গণনা রীতিটা ওরকম নয়। এখানে মাত্রা গণনা দুটো জিনিসের ওপর চূড়ান্ত ভাবে নির্ভরশীল।

এক. সিলেবলের ওপর ;
দুই . সিলেবলটা ওপেন কি ক্লোজড তার ওপর।

---

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

পদ-বিভাজন-পদ্ধতিগত তুলনা

আরবী কবিতার প্রতিটি পঙক্তি সাধারণত. সমান দু'ভাগে বিভক্ত থাকে। উভয় অংশকে বলা হয় মিস্‌রা(مصرع) বা পদ । যেমন–

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

মিস্‌রা

بسقط اللوى بين الدخول فحومل –

মিস্‌রা

অন্য দিকে বাংলা কবিতায় পদ বলা হয় অর্ধ যতি দ্বারা বিভক্ত পংক্তি খন্ডকে। যেমন–

মাথা তুলে তুমি যবে চলো তব রথে

পদ পদ

আরবী কবিতায় উভয় মিস্‌রা এর মাত্রা সাধারণত. সমান থাকে। কিন্তু বাংলা কবিতায় ওরকম বাধ্যবাধকতা নেই। আরবী কবিতায় উভয় পদের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন- প্রথম পদকে বলা হয় সদর(صدر), দ্বিতীয় পদের নাম 'আজঝ(عجز)।

পর্বগত পার্থক্য

আমরা জানি, কবিতা আবৃত্তিকালে এক ঝোঁকে পঙক্তির যতটা উচ্চারিত হয় সেইটেই জুঝ বা পর্ব। আরবী কবিতায় উভয় পদের শেষ পর্বের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। যেমন-

قفا نب كمن ذكرى حبيبو ومنزل

'আরূদ

بسقطل لوا بيند دخول فحومل -

দারব

কিন্তু বাংলা কবিতায় এমনটি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

পঠনরীতিগত পার্থক্য

আমরা জানি, আরবী ছন্দ ও বাংলা ছন্দ উভয় ক্ষেত্রেই দল বা অক্ষর (Syllable)দুই প্রকার। মুক্তদল ও রুদ্ধদল। সে ক্ষেত্রে বাংলা ছন্দে মুক্তদলকে ইচ্ছে মত টেনে পড়া যায় বা প্রয়োজন মত প্রলম্বিত করা যায়। কারণ বাংলা কবিতার ছন্দে ধ্বনির হ্রস্বতা কিংবা দীর্ঘতার কারণে মাত্রা সংখ্যায় হেরফের হয়। ফলে একই রকম শব্দে দু' জায়গায় দু'রকম মাত্রা গণনা করা হয়। যেমন-

— —

মনে পড়ে দুই জনে জুঁই তুলে বাল্যে
নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।

এখানে 'দুই' ও 'জুঁই' প্রতিটি দুই মাত্রা করে। আবার—

— —

এই যে এলো সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ,
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।

এখানে 'এই' এবং 'সেই' প্রতিটি এক মাত্রা করে দাবি করে। কারণ প্রথম উদাহরণে 'দুই' ও 'জুঁই' এর ধ্বনি দুইটা দীর্ঘ। তাই সেখানে দুই মাত্রা। এদিকে দ্বিতীয় উদাহরণে 'এই' এবং 'সেই' এর ধ্বনি হ্রস্ব। ফলে এগুলো এক মাত্রা পায়।[১] কিন্তু আরবী ছন্দে এ ব্যবস্থা একেবারেই নেই।

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ছাড়া যেসব বাঙালি কবি আরবী ছন্দ ব্যবহার করেছেন

আলমুতাক্বারিব(المتقارب) ছন্দে রচিত নজরুলের 'দোদুল দুল' কবিতা অনুসরণে কবি যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত(১৮৮৭-১৯৫৪ খৃ.) রচনা করেন তাঁর 'আকালের পটোল' কবিতা। কবিতাটি তাঁর "মরুমায়া" কাব্যগ্রন্থভুক্ত। নিম্নে কবিতাটির ছন্দ সমীক্ষণ দেখুন-

আকালের পটোল

— মরুমায়া, যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

ছন্দ: المتقارب

তাফ'ইলাহ :

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। –   –

পটোল তোল

। –   –

পটোল তোল

। –   – । –   –

ভাঙন-'পর গাঙের চর,

। –   –   । –   –

ঢালের শেষ, আলের থর,

। –   –   । –   –

শ্যামল ঢেউ— পটোল ভুঁই ;

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – – । – –
কোথায় কেউ ? শুধুই তুই ।
। – – । – –
ফসল তোল্ কোমর নুই,
। – – । – –
কপালটার-কপাট খোল!

। – –
পটোল তোল
। – –
পটোল তোল !

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – – । – –
ফুলের ফল, ফলের ফুল,
। – – । – –
পাতার ডগ, লতার মূল;
। – – । – –
খসোর খস্, খসোর খস্,
। – – । – –
চলিস্ হুঁস্ চরণ-বশ!

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – । – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

। – – । – –
নজর রাখ না পায় ফাঁক
। – – । – –
ডাগর, হোক্ অপোর কোল।
। – –
পটোল তোল,
। – –
পটোল তোল !
। – – । – –
আলের গায়, খালের ছায়,

– – । – – । – – । – – । – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

। – – । – –
কালের ফল করুণ চায়;
। – – । – –
পটাস্ পট্ পটাস্ পট্
। – – । – –
ছিঁড়িস্ সব স্নেহাস্পদ;
। – – । – –
তাতেই পোর্ আখের তোর,

– – । – – । – – । – – । – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

। – – । – –
কাঁখের তোর ঝুড়ির খোল।
। – –
পটোল তোল
। – –
পটোল তোল !
। – – । – –
চোপ'র দিন কুপোর কাৎ,
। – – । – –
মাজায় তোর চাগায় বাত।

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। –   –   । –   –
তাতেই খাট দোমার পাট,
। –   –   । –   –
ফসল কর্ কোমরজাৎ ;
। –   –   । –   –
খাটোন্ বই ভুলিস্ কই
। –   –   । –   –
পেটের খোল, বুকের টোল ?

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। –   –
পটোল তোল,
। –   –
পটোল তোল !
। –   –   । –   –
স্মরণ কর সে বৈশাখ,
। –   –   । –   –
মরণ-চর বাজায় শাঁখ !
। –   –   । –   –
নটন্ নাথ-নটন্ সাথ

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। –   –   । –   –
টলল্ টল দিকের চাক !
। –   –   । –   –
ঘূরণ বায় উড়ন্ পায়-
। –   –   । –   –
জোইঠ যায়, - জঠর লোল।
। –   –
পটোল তোল,
। –   –
পটোল তোল !

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। –   – । –   –
আষাঢ়, তায় সুসোর কৈ ?
। – – । – –
শ্রাবণ যায় ঝরণ বই ।
। – – । – –
বাদরহীন ভাদর দিন, –
। –   – । – –
হঠাৎ বান অথই থই !

। – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعول[১]

। –   – । – –
ডাঙার ধান, জলের টান ;
। –   –   । –   –
গাঙের বান– ডুবায় জোল !
। –   –
পটোল তোল,
। –   –
পটোল তোল !
। –   – । – ।
গগন-কোণ-আসীন রে ,

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । । – । – – ।

فعولن فعول[2] فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। –   – । – ।
আশিন-রাত-শশিন রে !
। – – । – –
শুনিস্ তুই এ ক্রন্দন–
। – – । – –
চিরন্তন অরন্ধন ?
। – – । – –
ভরাই নাই 'মরাই' ভাই !

---

১. এ জুযটি কবয(قبض) হয়েছে। তাতে فعولن < فعول হয়েছে। উল্লেখ্য, قبض হচ্ছে جزء এর পঞ্চম স্বরচিহ্নহীন বর্ণ বিলুপ্ত হওয়া।
২. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – – । – –
ঝরাই তাই চোখের কোল।
। – –
পটোল তোল,
। – –
পটোল তোল।
। – – । – –
শীতের কোপ অসম্ভব, –
। – – । – –
অড়র বুট গহম্ যব

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – – । – –
রবির নিজ ফসল সব
। – – । – –
তুষার ঘায় ধূসর শব !
। – – । – –
ধূ ধূঃ ধূঃ পাটল মাঠ
। – – । – –
লুটায় দিক্ দিগম্ণ্ডল।

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
পটোল তোল,
। – –
পটোল তোল !
। – – । – –
ফাগুন মাস জাগায় ভুল,
। – – । – –
লাগাই চাষ পটোল মূল।
। – – । – –
খালের শীষ আলের 'পর

Dhaka University Institutional Repository

— — । — — । — — । — — ।   — — । — — । — — । — — ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। — — । — —
পাতায় তার পাতার ঘর :
। — — । — —
ফুলের থর, ফলের ভর,
। — — । — —
মলয় বায় দোদুল দোল ।
। — —
পটোল তোল,
। — —
পটোল তোল !

— — । — — । — — । — — ।   — — । — — । — — । — — ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। — — । — —
বরষ-শেষ-চাঁদের সাথ
। — — । — —
ডুবায় কাল চোইৎ রাত !
। — — । — —
অদর্শন ভোরের পিক
। — — । — —
বিদায় ঋণ কাঁদায় দিক :

— — । — — । — — । — — ।   — — । — — । — — । — — ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। — — । — —
উতল মন ! নূতন সন —
। — — । — —
সহিত আজ সাহিৎ খোল্
। — —
পটোল তোল,
। — —
পটোল তোল ।

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের(১৮৮২- ১৯২২ খৃ.) কিছু কবিতায় আরবী ছন্দের ছায়া দেখা যায় । যেমন- তাঁর 'পিয়ানোর গান', 'দূরের পাল্লা' ইত্যাদি কবিতা । প্রশ্ন হচ্ছে, এক্ষেত্রে কে কার অনুসরণ করেছেন ? নজরুল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ করেছেন , নাকি

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেনদত্ত নজরুলের ? প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা গেছেন ১৯২২ সালের ২৪শে জুন। এদিকে নজরুলের "আরবী ছন্দের কবিতা " প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা "প্রবাসী"তে। অর্থাৎ ১৯২৩ সালের মার্চ-এপ্রিলে। বোঝা গেল, সত্যেন দত্তের পক্ষে এক্ষেত্রে নজরুলকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং 'সত্যকবি'র কবিতায় আরবী ছন্দের যে ছাপ দেখতে পাই তাকে 'ছন্দের যাদুকর'এর যাদুকরি বলা যায়। তবে কি বাংলা কবিতায় আরবী ছন্দ প্রয়োগের পথ প্রদর্শক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ? নজরুল কি তবে আরবী ছন্দের ধারণা সত্যেন বাবুর কাছ থেকেই লাভ করেছেন ? কিন্তু কবি-বন্ধু মুজফফর আহমদের বক্তব্য থেকে মনে হয় , নজরুল তাঁর কাছেই সর্ব প্রথম আরবী ছন্দের ধারণা লাভ করেন। মুজফফর আহমদ বলেছেন, ছাত্র জীবনে তিনি কিছু দিন মাদ্রাসায় পড়েছিলেন। ওখানে তিনি আরবী ছন্দের পাঠ ও গ্রহণ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নজরুলকে আরবী ছন্দের ধারণা দেন।[১] যে যাই বলুন, চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, ধারণাটা যার কাছেই পান, আরবী ছন্দের ওপর নজরুল প্রচুর পড়াশোনা করেছেন এটা নিশ্চিত। কেবল একবার শুনে ষোলটি আরবী ছন্দ নজরুল রপ্ত করেছেন তা বলা যায় না। তাছাড়া কিছু দিন মাদ্রাসায় পড়লেই আরবী ছন্দের ন্যায় একটি জটিল শাস্ত্রের ওপর এমন দখল হয়ে যায় না, যদ্বারা মুখে মুখে অন্যকে ছন্দ শাস্ত্র শেখানো চলে, তা আবার নজরুলের মত এক অলৌকিক প্রতিভাকে। নিম্নে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দু'একটি কবিতায় আরবী ছন্দের সমীক্ষা করা হল।

---

১. রাজীব হুমায়ুন, নজরুলের লেখার গল্প লেখার গল্প (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০১ খৃ.) পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

পিয়ানোর গান

– কাব্য সঞ্চয়ন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সমগ্র কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আরবী আলমুক্বতাদিব(المقتضب) ছন্দের মাফ'উলাাতু(مفعولات) জুঝ্ দ্বারা রচনা করেছেন। চার দল বিশিষ্ট জুঝটির যেখানে প্রথম তিনটি রুদ্ধদল ও শেষটি মুক্তদল সেখানে কবি অধিকাংশ পঙক্তিতেই সবকটি রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মূল মাফ'উলাাতু(مفعولات) এর স্থলে কবি ব্যবহার করেছেন মাফ'উলাাতুন (مفعولاتن)। কবিতায় দেখা যাক –

বাংলা কবিতা	*আরবী ছন্দ*
– – – –	– – – –
তুল্ তুল্ টুক্ টুক্	مفعولاتن
– – – –	– – – –
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্	مفعولاتن
– – – –	– – – –
কোন্ ফুল তার তুল	مفعولاتن
– – – –	– – – –
তার তুল কোন্ ফুল ?	مفعولاتن
– – – –	– – – –
টুক্‌টুক্ রঙ্গন	مفعولاتن
– – – ।	।– – –
কিংশুক ফুল্ল	مفعولات
– – – –	– – – –
নয় নয় নিশ্চয়	مفعولاتن
– – – ।	।– – –
নয় তার তুল্য ।	مفعولات
– – – ।	।– – –
টুক্ টুক্ পদ্ম	مفعولات
– – – ।	।– – –
লক্ষ্মীর সদ্ম	مفعولات
– – – –	– – – –
নয় তার দুই পা'র	مفعولاتن
– – – ।	।– – –
আল্‌তার মূল্য	مفعولات
– – – –	– – – –
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট	مفعولاتن
– – – –	– – – –
নয় শিউলির বোঁট	مفعولاتن
– – – –	– – – –
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্	مفعولاتن
– – – –	– – – –
নয় বস্‌রাই গুল ।	مفعولاتن

— — — —	- - - -
ঝিল্ মিল্ ঝিক্ মিক	مفعولاتن
— — — —	- - - -
ঝিক্ মিক্ ঝিল্ মিল	مفعولاتن
— — — —	- - - -
পুষ্পের মঞ্জিল	مفعولاتن
— — — —	- - - -
তার তন্ তার দিল্ ।	مفعولاتن
— — — —	- - - -
তার তন তার মন	مفعولاتن
— — — —	- - - -
ফাল্গুন-ফুল্-বন	مفعولاتن
— — — —	- - - -
কৈশোর যৌবন	مفعولاتن
— — — —	- - - -
সন্ধির পত্তন ।	مفعولاتن
— — — —	- - - -
চোখ তার চঞ্চল;	مفعولاتن
— — — —	- - - -
এই চোখ উৎসুক	مفعولاتن
— — — —	- - - -
এই চোখ বিহ্বল	مفعولاتن
— — — —	- - - -
ঘুম-ঘুম সুখ-সুখ !	مفعولاتن
— — — —	- - - -
এই চোখ জ্বল্-জ্বল	مفعولاتن
— — — —	- - - -
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্	مفعولاتن
— — — —	- - - -
নাই তীর নাই তল,	مفعولاتن
— — — —	- - - -
এই চোখ ছল্ ছল্ !	مفعولاتن
— — — —	- - - -
জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ	مفعولاتن
— — — —	- - - -
এই চাঁদ উন্মাদ	مفعولاتن
— — — —	- - - -
এই মন উন্মন	مفعولاتن
— — — —	- - - -
তন্ময় এই চাঁদ ।	مفعولاتن
— — — —	- - - -
এই গায় কোন্ সুর	مفعولاتن
— — — —	- - - -
এই ধায় কোন্ দূর	مفعولاتن
— — — —	- - - -
কোন্ বায় ফুর ফুর	مفعولاتن
— — — —	- - - -
কোন্ স্বপ্নের পুর !	مفعولاتن

Dhaka University Institutional Repository

– – – –	– – – –
গান তার গুন্ গুন	مفعولاتن
– – – –	– – – –
মঞ্জীর রুন্ রুন্,	مفعولاتن
– – – –	– – – –
বোল্ তার ফিস্ ফিস	مفعولاتن
– – – –	– – – –
চুল তার মিশ্ মিশ ।	مفعولاتن
– – – –	– – – –
সেই মোর বুল্‌বুল্ ,–	مفعولاتن
– – – –	– – – –
নাই তার পিঞ্জর,–	مفعولاتن
– – – –	– – – –
চঞ্চল চুলবুল	مفعولاتن
– – – –	– – – –
পাখ্‌নায় নির্ভর ।	مفعولاتن
– – – –	– – – –
পাখনায় নাই ফাঁস	مفعولاتن
– – – –	– – – –
মন তার নয় দাস,	مفعولاتن
– – – –	– – – –
নীড় তার মোর বুক,	مفعولاتن
– – – –	– – – –
এই মোর এই সুখ ।	مفعولاتن
– – – –	– – – –
প্রেম তার বিশ্বাস	مفعولاتن
– – – ।	– – – –
প্রেম তার বিত্ত	مفعولاتن
– – – –	– – – –
প্রেম তার নিশ্বাস	مفعولاتن
– – – ।	। – – –
প্রেম তার নিত্য ।	مفعولات
– – – –	– – – –
তুলতুল টুক্‌টুক	مفعولاتن
– – – –	– – – –
টুক্‌টুক তুলতুল	مفعولاتن
– – – –	– – – –
তার তুল্ কার মুখ ?	مفعولاتن
– – – –	– – – –
তার তুল কোন্ ফুল ?	مفعولاتن
– – – –	– – – –
বিলকুল তুলতুল	مفعولاتن
– – – –	– – – –
টুকটুক বিলকুল	مفعولاتن
– – – –	– – – –
এল্-বসরাই গুল্ !	مفعولاتن
– – – –	– – – –
দেল্-রোশনাই-ফুল !	مفعولاتن

Dhaka University Institutional Repository

দূরের পাল্লা

— কাব্য-সঞ্চয়ন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এ কবিতাটি ও পূর্ববর্তী কবিতাটির ন্যায় আরবী আলমুক্তাদাব (المقتضب) ছন্দের একটি জুঝ দ্বারা রচিত হয়েছে। এবং অধিকাংশ পঙক্তিতে মূল মাফ'উলাতু (مفعولات) এর স্থলে মাফ'উলাতুন(مفعولاتن) ব্যবহার করা হয়েছে। কবিতায় দেখা যাক —

বাংলা কবিতা	আরবী ছন্দ
— — — —	– – – –
ছিপ্ খান্ তিন দাঁড় —	مفعولاتن
— — —।	।– – –
তিন জন মাল্লা —	مفعولات
— — — —	– – – –
চৌপর দিন-ভোর	مفعولاتن
— — —।	।– – –
দ্যায় দূর-পাল্লা।	مفعولات
— — — —	– – – –
পাড়ময় ঝোপ ঝাড়	مفعولاتن
— — — —	– – – –
জঙ্গল,—জঞ্জাল,	مفعولاتن
— — — —	– – – –
জলময় শৈবাল	مفعولاتن
— — — —	– – – –
পান্নার টাকশাল।	مفعولاتن
— — — —	– – – –
কঞ্চির তীর-ঘর	مفعولاتن
— — — ।	।– – –
ঐ চর জাগ্‌ছে,	مفعولات
— — — —	– – – –
বন-হাঁস ডিম তার	مفعولاتن
— — — ।	।– – –
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।	مفعولات
— — — —	– – – –
চুপ চুপ —ওই ডুব	مفعولاتن
— — — ।	।– – –
দ্যায় পান্‌কৌটি,	مفعولات
— — — —	– – – –
দ্যায় ডুব টুপ টুপ	مفعولاتن
— — — ।	।– – –
ঘোম্‌টার বউটি।	مفعولات
— — — —	– – – –
ঝক্ ঝক্ কলসীর	مفعولاتن
— — — ।	।– – –
বক্ বক্ শোন্ গো	مفعولات

Dhaka University Institutional Repository

— — — —   - - - -
ঘোমটায় ফাঁক বয়   مفعولاتن
— — — ।   । - - -
মন উন্মন গো।   مفعولات
— — — —   - - - -
তিন-দাঁড় ছিপখান্   مفعولاتن
— — — ।   । - - -
মন্থর যাচ্ছে,   مفعولات
— — — —   - - - -
তিন জন মাল্লায়   مفعولاتن
— — — ।   । - - -
কোন্ গান গাচ্ছে ?   مفعولات
— — — —   - - - -
আর জোর দেড় ক্রোশ –   مفعولاتن
— — — ।   । - - -
জোর দেড় ঘন্টা,   مفعولات
— — — —   - - - -
টান ভাই টান সব –   مفعولاتن
— — — ।   । - - -
নেই উৎকণ্ঠা।   مفعولات
— — — —   - - - -
চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার   مفعولاتن
— — — —   - - - -
দ্বীপ সব সার সার,–   مفعولاتن
— — — —   - - - -
বৈঠার ঘায় সেই   مفعولاتن
— — — ।   । - - -
দ্বীপ সব নড়ছে,   مفعولات
— — — —   - - - -
ভিল্ ভিল্ হাঁস তায়   مفعولاتن
— — — ।   । - - -
জল-গায় চড়ছে।   مفعولات
— — — ।   । - - -
ওই মেঘ জম্ছে,   مفعولات
— — — ।   । - - -
চল্ ভাই সমঝে,   مفعولات
— — — —   - - - -
গাও গান দাও শিশ্,–   مفعولاتن
— — — —   - - - -
বক্‌শিশ্ ! বক্‌শিশ্ !   مفعولاتن
— — — —   - - - -
খুব জোর ডুব জল,   مفعولاتن
— — — —   - - - -
বয় স্রোত ঝিরঝির,   مفعولاتن
— — — —   - - - -
নেই ঢেউ কল্লোল,   مفعولاتن
— — — —   - - - -
নয় দূর নয় তীর।   مفعولاتن

Dhaka University Institutional Repository

— — — |	| - - -
নেই নেই শঙ্কা,	مفعولات
— — — |	| - - -
চল্ সব ফুর্তি,—	مفعولات
— — — |	| - - -
বক্শিশ্ টঙ্কা,	مفعولات
— — — |	| - - -
বক্শিশ্ ফুর্তি।	مفعولات
— — — —	- - - -
ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,	مفعولاتن
— — — |	| - - -
ঝাউ-গাছ দুলছে,	مفعولات
— — — —	- - - -
ঢোল-কল্মীর ফুল	مفعولاتن
—— — |	| - - -
তন্দ্রায় ঢুল্ছে।	مفعولات
— — — —	- - - -
লকলক্ শর-বন	مفعولاتن
— — — |	| - - -
বক্ তায় মগ্ন,	مفعولات
— — — —	- - - -
চুপ্ চাপ্ চার দিক	مفعولاتن
— — — |	| - - -
সন্ধ্যার লগ্ন।	مفعولات
— — — —	- - - -
চার দিক নি:সাড়,	مفعولاتن
— — — |	| - - -
ঘোর-ঘোর রাত্রি,	مفعولات
— — — —	- - - -
ছিপ্ খান্ তিন্-দাঁড়,	مفعولاتن
— — — |	| - - -
চার জন যাত্রী।	مفعولات
— — — —	- - - -
ঝপ্ ঝপ্ তিন খান্	مفعولاتن
— — — |	| - - -
দাঁড় জোর চল্ছে,	مفعولات
— — ——	- - - -
তিন জন মাল্লার	مفعولاتن
— — — |	| - - -
হাত সব জ্বলছে।	مفعولات
—— — —	- - - -
গুরগুর মেঘ সব	مفعولاتن
— — ——	- - - -
গায় মেঘ-মল্লার,	مفعولاتن
— —— —	- - - -
দূর-পাল্লার শেষ	مفعولاتن
—— ——	- - - -
হাল্লাক্ মাল্লার।	مفعولاتن

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নজরুল কাব্যে ব্যবহৃত আরবী ছন্দের পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও উদাহরণ

০১. দোদুল দুল (দোলন চাঁপা) :

এ কবিতাটি আলমুতাক্বারিব(المتقارب) ছন্দে রচিত। আলমুতাক্বারিব ছন্দের তাফ'ঈলাহ(تفعيلة) বা জুঝ(جزء)গুলো এ রকম :

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

নজরুলের সৃষ্টি দেখা যাক –

। — —
দোদুল দুল
। — —
দোদুল দুল
। — —
বেণীর বাঁধ
। — —
আলগ্-ছাঁদ,
। — —
আলগ্-ছাঁদ
। — —
খোঁপার ফুল,
। — —
কানের দুল
। — —
খোঁপার ফুল

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। — —
দোদুল্ দুল্
। — —
দোদুল্ দুল্।
। — —
অলক-ছায়
। — —
কপোল-ছায়,
। — —
পরশ চায়
। — —
অলস চুল
। — —
বিনুন্-বিন্
। — —
কেশের উল

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
দোদুল দুল্
। – –
দোদুল দুল্ ।
। – –
অসম্বৃত্
। – –
কাঁখের ভিত্
। – –
অসম্বৃত্
। – –
পিঠের চুল,
। – –
লোহিত পীত
। – –
নোলক দুল

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
দোদুল দুল্
। – –
দোদুল দুল্ ।
। – –
সোহাগ্-ঘায়
। – –
দোলন্-গায়
। – –
কাঁপন খায়
। – –
আপন পায়
। – –
পায়ের নখ
। – –
মাথার চুল

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
দোদুল দুল্
। – –
দোদুল দুল্ ।
। – –
পরাগ-ফাগ
। – –
ছড়ায় আজ
। – –
শিরাজ-বাগ
। – –
ইরান-গুল,
। – –
দোলন্-দোল
। – –
দে বুলবুল্,

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
দোদুল দুল্
। – –
দোদুল দুল্ ।
। – –
কাঁকন চায়
। – –
নাচন্ ফিন্
। – –
রিমিক ঝিম
। – –
ঝিমিক ঝিম !
। – –
আঁচল-বীণ
। – –
চাবির রিং

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – । – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
বুলায় নিঁদ
। – –
ঢুলায় ঢুল্
। – –
দোদুল দুল্
। – –
দোদুল দুল্ !
। – –
নিশাস-রেশ
। – –
কাঁপায় বেশ
। – –
মোতির হার
। – –
হিয়ার দেশ,

– – । – – । – – । – – । – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
কাঁপায় শেষ
। – –
প্রাণের কূল
। – –
দোদুল দুল্
। – –
দোদুল দুল্ ।
। – –
বুকের কোল
। – –
আদর ঘায়
। – –
দোলায় দোল্,
। – –
দোলায় দোল্

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। — —
শরম-লোল
। — —
মরম-মূল
। — —
দোদুল দুল্
। — —
দোদুল দুল্ !
। — —
কলস্-কাঁখ
। — —
পুকুর যায়,
। — —
আঁচল চায়
। — —
চুমায় ধূল,

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। — —
দখিন্ হাত
। — —
ঝুলন্ ঝুল্
। — —
দোদুল দুল্
। — —
দোদুল দুল্ !
। — —
কাঁকাল ক্ষীণ
। — —
মরাল গ্রীব
। — —
ভুলায় জড়,—
। — —
ভুলায় জীব,

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। — —
গমন্-দোল্
। — —
অতুল তুল্
। — —
দোদুল দুল্
। — —
দোদুল দুল্ !
। — —
হাসির ভাস,
। — —
ব্যথার শ্বাস,
। — —
চপল চোখ,
। — —
আঁখির লাস,

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।
فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। — —
নয়ন-নীর
। — —
অধর-ফুল
। — —
রাতুল তুল
। — —
রাতুল তুল
। — —
দোদুল দুল্
। — —
দোদুল দুল্ !
। — —
মৃণাল-হাত
। — —
নয়ন-পাত

Dhaka University Institutional Repository

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
গালের টোল,
। – –
চিবুক দোল
। – –
সকল কাজ
। – –
করায় ভুল,
। – –
প্রিয়ার মোর
। – –
কোথায় তুল ?
। – –
কোথায় তুল
। – –
কোথায় তুল ?

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
স্বরূপ তার
। – –
অতুল তুল,
। – –
রাতুল তুল,
। – –
কোথায় তুল
। – –
দোদুল দুল্
। – –
দোদুল দুল !!

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রিয়ার রূপ (ছায়ানট) :

নজরুলের "ছায়ানট" কাব্যগ্রন্থের 'প্রিয়ার রূপ' কবিতাটি আরবী আলমুদাারে'(المضارع) ছন্দে রচিত। এ ছন্দের তাফ'ঈলাহ (تفعيلة) হচ্ছে : مفاعيلن فاعلاتن । এবারে প্রয়োগ দেখা যাক –

– ।　– – – ।　– – – ।　– – – ।
مفاعيلن　مفاعيلن　مفاعيلن　مفا

। – – –
অধর নিস্‌পিস্‌
। – – –
নধর কিস্‌মিস্‌
। – – – । –
রাতুল তুলতুল কপোল ;

– ।　– – – ।　– – । –　– – । –
فاعلاتن　فاعلاتن　مفاعيلن　مفا

– । – –
ঝরলো ফুল-কুল,
– । – –
করলো গুল ভুল
। – – – । –
বাতুল বুলবুল চপল।।

– ।　– – – ।　– – – ।　– – – ।
مفاعيلن　مفاعيلن　مفاعيلن　مفا

। – – –
নাসায় তিলফুল
। – – –
হাসায় বিলকুল
। – – – । –
নয়ান ছলছল উদাস,

– ।　– – – ।　– – । –　– – । –
فاعلاتن　فاعلاتن مفاعيلن مفا

– । – –
দৃষ্টি চোর-চোর
– । – –
মিষ্টি ঘোর-ঘোর,
। – – – । –
বয়ান ঢলঢল হুতাশ !

Dhaka University Institutional Repository

‒ । ‒ ‒ ‒ । ‒ ‒ ‒ । ‒ ‒ ‒ ।
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفا

। ‒ ‒ ‒
অলক দুলদুল্
। ‒ ‒ ‒
পলক ঢুল ঢুল,
। ‒ ‒ ‒ । ‒
নোলক চুম খায় মুখেই,

‒ । ‒ ‒ ‒ । ‒ ‒ ‒ । ‒ ‒ ‒ ।
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفا

। ‒ ‒ ‒
সিঁদুর মুখটুক
। ‒ ‒ ‒
হিঙুল টুকটুক,
। ‒ ‒ ‒ । ‒
দোলক ঘুম যায় বুকেই !

‒ । ‒ ‒ । ‒ ‒ ‒ ‒ । ‒ ‒ ‒ ।
مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن مفا

। ‒ ‒ ‒
ললাট ঝলমল্
। ‒ ‒ ‒
মলাট মলমল্
‒ । ‒ ‒ । ‒
টিপটি টলটল সিঁথির,

‒ । ‒ ‒ । ‒ ‒ ‒ ‒ । ‒ ‒ ‒ ।
مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن مفا

। ‒ ‒ ‒
ভুরুর কায় ক্ষীণ
। ‒ ‒ ‒
শুরুর নাই চিন্ ,
‒ । ‒ ‒ । ‒
দীপটি জ্বলজ্বল দিঠির।

Dhaka University Institutional Repository

– ı – – – ı – – – ı – – – ı
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفا

ı — — —
চিবুক টোল খায়,
ı — — —
কি সুখ-দোল তায়
ı — — — ı —
হাসির ফাঁস দেয়—সাবাস !

– ı – – – ı – – ı – – – ı –
فاعلاتن فاعلاتن مفاعيلن مفا

— ı — —
মুখটি গোলগাল,
— ı — —
চুপটি বোলচাল
ı — — — ı —
বাঁশির শ্বাস দেয় আভাস !

– ı – – – ı – – – ı – – – ı
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفا

ı — — —
আনার লাল লাল
ı — — —
দানার তার গাল,
ı — — — ı —
তিলের দাগ তায় ভোমর ;

– ı – – – ı – – – ı – – – ı
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفا

ı — — —
কপোল-কোল ছায়
ı — — —
চপল টোল, তায়
ı — — — ı —
নীলের রাগ ভায় চুমোর ।।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাদল-দিনে (ছায়ানট) :

"ছায়ানট" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাদল-দিনে' কবিতাটি আরবী আলহাজাঝ (الهزج) ও আলকামিল (الكامل) ছন্দের মিশ্রণে রচিত। তাও আবার পুরো কবিতাটি আরবী ছন্দে লিখিত নয়। কেবল আরবী ছন্দে রচিত পঙক্তিগুলো নিয়েই আমরা এখানে কাজ করবো।

আলহাজাঝ (الهزج) ছন্দের তাফ'ঈলাহ্ (تفعيلة)হচ্ছে :

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

আলকামিল (الكامل) ছন্দের তাফ'ঈলাহ্(تفعيلة) এরকম :

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

এবারে প্রয়োগ পরীক্ষা করা যাক —

– – – । – – – । – – । । । – – । । ।

مفاعيلن مفاعيلن متفعلتن متفعلتن[১]

। – – –
আদর-গর-গর
। – – –
বাদর দর-দর
। । । – –
এ-তনু ডর-ডর
। । । – –
কাঁপিছে থর-থর।

– – – । – – – । – । । – । – – । । ।

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلتن متفعلتن

। – – –
নয়ন ঢল্-ঢল্
। – – –
সজল ছল্-ছল্,
। – । । –
কাজল কালো জল্
। । । – –
ঝরে লো ঝর্-ঝর্।

---

১. ছন্দের দ্বিতীয় অংশের জুয্ মূলে ছিল متَفاعلن অর্থাৎ মুক্ত / মুক্ত / রুদ্ধ /মুক্ত / রুদ্ধ / কিন্তু কবি প্রয়োগ করেছেন এভাবে : মুক্ত / মুক্ত / মুক্ত / রুদ্ধ /রুদ্ধ / এখানে দুটো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথমত, চতুর্থ সাকিন বর্ণকে বিলোপ করেছেন। হয়েছে متَفعلن। এ পরিবর্তনকে বলা হয় طى। পরে 'লাম' ও 'নূন' এর মাঝে একটি 'তা' বর্ণ বাড়ানো হলে متَفعلتن হয়েছে। এটাকে আরবী ছন্দ শাস্ত্রে বলা হয় علل الزيادة। আরো নির্দিষ্ট করে বললে الترفيل বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

– – ।।। – – – । – – ।।। – – ।।।

متفعلتن مفاعيلن متفعلتن متفعلتن

।। । – –

গগনে ঘন ঘন

।। । – –

সঘনে শোন্ শোন্ –

। – – –

জনন্ রণ্ রণ্ –

।। । – –

সজনি ধর্ ধর্ ॥

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রবর্তকের ঘুর-চাকায় (ফণি-মনসা) :

"ফণি-মনসা" কাব্যের 'প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়' কবিতাটি আরবী আলমুতাদাারিক (المتدارك) ছন্দে রচিত। ছন্দ সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কবিতাটি আরবী ও বাংলা ছন্দের মিশেল দিয়ে তৈরি। আমরা এখানে কেবল আরবী ছন্দে রচিত পঙক্তিগুলোর ওপর পরীক্ষা চালাবো। আলমুতাদাারিক ছন্দের জুঝগুলো এরকম :

– । –   – । –   – । –   – । –   – । –   – । –   – । –   – । –
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

এবারে প্রয়োগ দেখুন –

– । –   – । –   – । –   – । –
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

– । –
যার অতীত
– । –
কৃষ্ণকায়
– । –
যায় অতীত
– । –
রক্ত-পায় –

– । –   – । –   – । –   – । –   – । –   – । –   – । –   – । –
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

– । –
যায় প্রবীণ
– । –
চৈতী-বায়,
– । –
আয় নবীন
– । –
শক্তি আয়।
– । –
যায় অতীত
– । –
যায় পতিত,
– । –
আয় অতিথ,
– । –
আয় রে আয় –'

Dhaka University Institutional Repository

— । — — । — — । — — । — — । — — । — — । — — । —
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

— । —
ঐ রে দিক্
— । —
চক্রে কার
— । —
বক্র পথ
— । —
ঘুর চাকার !
— । —
ছুটছে রথ,
— । —
চক্র-ঘায়
— । —
দিগ্বিদিক
— । —
মূর্ছা যায় !

— । — — । — — । — — । — — । — — । — — । — — । —
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

— । —
আজ প্রভাত
— । —
আনছে কা'য়
— । —
দূর পাহাড়—
— । —
চূড় তাকায়।
— । —
জয়-কেতন
— । —
উড়ছে কার
— । —
কিংশুকের
— । —
ফুল-শাখায়।

Dhaka University Institutional Repository

−।− −।− −।− −।− −।− −।− −।− −।−
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

— । —
ঘুরছে রথ,
— । —
রথ-চাকায়
— । —
রক্ত-লাল
— । —
পথ আঁকায়।
— । —
জয়-তোরণ
— । —
রচ্‌ছে কার
— । —
ঐ ঊষার
— । —
লাল আভায়,

−।− −।− −।− −।− −।− −।− −।− −।−
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

— । —
গর্জে ঘোর
— । —
ঝড়-তুফান
— । —
আয় কঠোর
— । —
বর্তমান।
— । —
আয় তরুণ
— । —
আয় অরুণ
— । —
আয় দারুণ,
— । —
দৈন্যতায় !

Dhaka University Institutional Repository

— | — — | — — | — — | —   — | — — | — — | — — | —
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

— | —
ভয় কি আয় !

... ...

— | —
রাম-ধনুর

— | —
লাল শাঁখায় !

... ...

... ...

... ...

— | —
নাচ্‌ছে কোল

— | —
থৈ তা থৈ !

— | — — | — — | — — | —   — | — — | — — | — — | —
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

— | —
কই সে কই

— | —
চক্রধর,

— | —
ঐ মায়ায়

— | —
খন্ড কর্‌ ।

— | —
শব-মায়ায়

— | —
শিব যে যায়

— | —
ছিন্ন কর্‌

— | —
ঐ মায়ায় —

Dhaka University Institutional Repository

৫. লাল সালাম (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান)

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান এর অন্তর্গত 'লাল সালাম' কবিতাটি আরবী আলমুতাদাারিক (المتدارك) ছন্দে রচিত। তবে মাঝে মধ্যে আলমুতাক্বাারিব(المتقارب) ছন্দের ফা'উলুন (فعولن) এবং আলকাামিল (الكامل) ছন্দের মুতাফাা'ইলুন (متفاعلن) এ দুটো জুয্ এর স্বকৃত ও বিকৃত ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। পরীক্ষা করা যাক –

আলমুতাদাারিক(المتدارك) ছন্দের মাত্রা নিরূপক ছক(تفعيلة) হচ্ছে :

−।− −।− −।− −−।   −।− −।− −।− −।−
فاعلن فاعلن فاعلن فعولن   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

— । —
বাস্ রে বাস
— । —
কোন্ উদাস
— । —
উঠলো আজ
। — —
মোদের মাঝ।
— । —
আজ নূতন
— । —
উদ্বোধন
— । —
বীণ্-পাণির
— । —
সুর-বাণীর।

– – ।   – – ।   – । –   – । –   – । –   – । –   । । –   । । –

فاعل[1] فاعل فاعلن فاعلن   فاعلن فاعلن فعولن فعولن

– । ।
দুব্ ঘাসে
– । ।
কোন্ হাসে ?
– । –
নারকেলের
– । –
পত্রে ফের
– । –
বয় বাতাস,
– । –
চায় আকাশ।
। – –
জারুল ফুল
। – –
পারুল ফুল

– । –   – । । ।   । । –   । । –   । । –   । । –   । । –   । । –

فاعل فاعل فاعل فاعل   فاعل فاعل متفعل[2] فاعلن

– । ।
ফুটলো রে
– । ।
আসলো কে ?
– । ।
এই মাঠে
– । ।
এই নাটে
– । ।
কোন্ পরী
– । ।
পাঁচ-নোরি
। । । –
বাজিয়ে যায়
– । –
চম্‌কে চায় ?

---

১. এখানে فاعلن জুয্ এর পঞ্চম সাকিন বর্ণ 'ن' বিলোপ করা হয়েছে। এটাকে আরবী ছন্দ শাস্ত্রে القبض বলা হয়।

২. জুয্ টির প্রকৃত রূপ হচ্ছে متفاعلن। এর চতুর্থ ও সপ্তম হরফে-সাকিন বিলোপ করা হয়েছে।এবং সপ্তম বর্ণের পূর্ববর্তী 'ل' বর্ণকে সাকিন করা হয়েছে। তাতে متفاعلن < متفعل হয়েছে। এটাকে বলা হয় যথাক্রমে طی ও القطف।

Dhaka University Institutional Repository

– ∣ –　– ∣ –　– ∣ –　– ∣ –　　∣ ∣ –　∣ ∣ –　– ∣ –　– ∣ –

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن　　فاعل فاعل فاعلن فاعلن

— ∣ —
আজ মোদের
— ∣ —
মুখ-চোখের
— ∣ ∣
ভাব হাসি
— ∣ ∣
নেয় আসি'
— ∣ —
ঐ অথির
— ∣ —
ভোর-সমীর।
— ∣ —
আজ কাঁঠাল
— ∣ —
ভরলো ডাল।

– ∣ –　– ∣ –　∣ ∣ –　∣ ∣ –　　– ∣ –　– ∣ –　∣ ∣ –　∣ ∣ –

فاعلن فاعلن فاعل فاعل　　فاعلن فاعلن فاعل فاعل

— ∣ ∣
বাহ্‌বা কি
— ∣ ∣
সব পাখি,
— ∣ —
গাচ্ছে গীত
— ∣ —
ভাব-মোহিত।
— ∣ ∣
বুলবুলি
— ∣ ∣
বিলকুলি
— ∣ —
সুর-মগন
— ∣ —
আজ লগন

Dhaka University Institutional Repository

ı ı –   ı ı –   – ı –   – ı –   – ı –   – – ı   – ı –   – ı –

فاعلن فاعلن فعولن فاعلن   فاعلن فاعلن فاعل فاعل

– ı –
কার বিয়ের ?
– ı –
কার ঝিয়ের ?
ı – –
সোনার ফুল
– ı –
তাই আকুল
– ı –
ঐ তো বোন
– ı –
হল্‌দে কোণ
– ı ı
তার শাড়ি
– ı ı
যায় নাড়ি'।

– ı –   – ı –   – ı –   – ı –   – ı –   – ı –   – ı –   – ı –

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

– ı –
তার চোখের
– ı –
অশ্রু ঢের
– ı –
মন-পাতায়
– ı –
টল্‌মলায়।
– ı –
শোন্‌রে শোন্‌
– ı –
আজকে কোন্‌
– ı –
মন-মোহন
– ı –
এই মিলন।

Dhaka University Institutional Repository

فاعلن فعولن فاعلن فاعلن فعولن فاعلن فعولن فاعلن

আজকে কোন্
সাবাস জন
লুট্‌বে তার
পুরস্কার –
গুণ আদর
আর কদর।
সাবাস ভাই
এই তো চাই,

فاعلن فاعلن فعولن فعولن فاعل فاعل فعولن فاعلن

হর বছর
এমনি জোর
নেবই সই
কাপড় বই।
বাহ্‌বা রে
আজ কারে
মিলন বই
বললো সই !

Dhaka University Institutional Repository

– । –   – । –   । । । ।   । । । ।   – । –   – । –   – – ।   – । –

فاعلن فعولن فاعلن فاعلن   متفع[1] متفع فاعلن فاعلن

– । –
লক্ষ্মী ভাই
। – –
হওয়াই চাই,
– । –
নৈলে ছাই
– । –
মিলবে নাই ;
। । । ।
গুরু জনে
। । । ।
সদা মনে
– । –
ভক্তি চাই ,
– । –
নৈলে ভাই

। । –   । । –   – । –   – । –   – । –   – । –   – – ।   – । –

فاعلن فعولن فاعلن فاعلن   فاعلن فاعلن فاعل فاعل

– । –
সুখ সে নাই
। – –
কোনই ঠাঁই ।
– । –
এই সভায়
– । –
আজ সবায়
– । –
কর প্রণাম
– । –
লাল সালাম ।
– । ।
বাহ্‌বা কি
– । ।
আজ খুশি !

১. আলকামিল(الكامل) ছন্দের জুয্ متفاعلن এর চতুর্থ সাকিন আলিফ (ا) বিলোপ করলে متفعلن হয়। এটাকে বলে طى। পরে শেষের لن অংশটি বাদ দিলে দাঁড়ায় متفع। এটাকে বলা হয় الحذف।

Dhaka University Institutional Repository

। । — । । — — । — — । —

فاعلن فاعلن فاعل فاعل

— । —

এমনি জোর

— । —

সব বছর

— । ।

চাই হাসি

— । ।

আর খুশি !

Dhaka University Institutional Repository

৬. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা –১

ছন্দের নাম : আলহাজাঝ (الهزج) :

এ ছন্দের তাফ'ঈলাহ্ :

– – – । – – – ।   – – – । – – – ।

مفاعيلن مفاعيلن   مفاعيلن مفاعيلن

। – – –
কটির কিঙ্কিণ্
। – – –
চুড়ির শিঞ্জিন্
। – – –
বাজায় রিন্ ঝিন্
। – – –
ঝিনিক রিন্ রিন্ ।

– – – । – – – ।   – – – । – – – ।

مفاعيلن مفاعيلن   مفاعيلن مفاعيلن

। – – –
কাঁকন্-কম্পন্
। – – –
আকুল কন্‌কন্
। – – –
নাচায় মোর মন,
। – – –
অধীর দিন দিন ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. "নির্ঝর" কাব্যে আরবী ছন্দের কবিতা– ২

ছন্দের নাম : আররাজাঝ (الرجز) :

তাফ'ঈলাহ্ :

– ı – –   – ı – –   – ı – –   – ı – –   – ı – –   – ı – –
مستفعلن مستفعلن مستفعلن   مستفعلن مستفعلن مستفعلن

প্রয়োগ :

– ı – –   – ı – –   – ı – –   – ı – –
مستفعلن مستفعلن   مستفعلن مستفعلن

– – ı –
বিলকুল নদীর
– – ı –
মন্ আজ অধীর,
– – ı –
ছল্‌ছল্ দু'তীর
– – ı –
চঞ্চল্ অথির।

– ı – –   – ı – –   – ı – –   – ı – –
مستفعلن مستفعلن   مستفعلن مستفعلن

– – ı –
বর্ষার মাতন
– – ı –
প্রাণ্ উন্মাদন,
– – ı –
ঝঞ্ঝার কাঁদন
– – ı –
শন্‌শন্ গতির।

Dhaka University Institutional Repository

৮. "নির্ঝর" কাব্যের আরবী ছন্দের কবিতা– ৩

ছন্দের নাম : আর্‌রমাল (الرمل) :

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

– – । –   – – । –   – – । –   – – । –   – – । –   – – । –

فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن

প্রয়োগ :

– – । –   – – । –   – – । –   – – । –

فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن

– । – –
খাম্‌খা হাঁসফাঁস
– । – –
দীর্ঘ নিশ্বাস,
– । – –
নাই রে নাই আশ
– । – –
মিথ্যা আশ্বাস।

– – । –   – – । –   – – । –   – – – –

فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن   فاعيلاتن[1]

– । – –
হাস্‌তে প্রাণ চায়,
– । – –
অম্‌নি হায় হায়
– । – –
বাজ্‌লো বেদ্‌নায়
– – – –
ক্রন্দন উচ্ছাস।

---

১. রুদ্ধ । মুক্ত । রুদ্ধ । রুদ্ধ চালের কবিতার শেষ পর্বে কবি চাল পরিবর্তন করে চারটি দলই রুদ্ধ ([illegible]) ব্যবহার করেছেন। তাতে একটি বর্ণ বাড়াতে হয়েছে। বর্ণ বর্ধনকে আরবী ছন্দ শাস্ত্রে علل الزيادة বলা হয়। এখানে যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করা হয়েছে তাকে বলে التزييل । অর্থাৎ وتد مجموع (علا) এর সাথে একটি সাকিন বর্ণ (ى) যোগ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. "নির্ঝর" কাব্যের আরবী ছন্দের কবিতা– ৪

ছন্দের নাম : আলমুতাক্বারিব (المتقارب) :

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

– – । – – । – – । – – ।   – – । – – । – – । – – ।

فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن

। – –
কলস-জল !
। – –
আবার বল্–
। – –
ছলাৎ ছল্
। – –
ছলাৎ ছল্ !

। – –
রিনিক ঝিন্
। – –
রিনিক রিন্
। – –
বলুক ফিন্
। – –
কাঁকন মল ।

Dhaka University Institutional Repository

১০. "নির্ঝর" কাব্যের আরবী ছন্দের কবিতা – ৫

ছন্দের নাম : আস্‌সারী' (السريع) :

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

– – – –| –	– – –	– – –	– – – –	– – –	– –
مستفعلن	مستفعلن	مفعولات	مستفعلن	مستفعلن	مفعولات

প্রয়োগ :

–	– – –	– – –	– – –	– –	– – –	– –
مستفعلن	مستفعلن	مفعلاتن	مستفعلن	مستفعلن	مفعلاتن[1]

— — | —
লোকজন বেবাক্
— — | —
একদম অবাক্
— | — —
এম্‌নি গান গায় !
— — | —
কণ্ঠের গমক্
— — | —
চম্‌কায় চমক
— | — —
বিজ্‌লি ঝঞ্ঝায় ।

---

১. 'আরূদ এবং দারব উভয় পর্বে চতুর্থ স্বরচিহ্নহীন(ساكن) ওয়াও (و) বর্ণ বিলোপ করে مفعولاتن > مفعلاتن করা হয়েছে। এটাকে আরবী ছন্দ শাস্ত্রে বলা হয় الطى (ত্বাই)। একই পর্বে مفعلات কে فاعلاتن এর ওজনে مفعلاتن এ রূপান্তর করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. "নির্ঝর" কাব্যের আরবী ছন্দের কবিতা – ৬

ছন্দের নাম : আলখাফীফ (الخفيف) :

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن   فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

– । – – – – । –
আস্‌লো ফাল্গুন আস্‌মান জমিন
– । – –
হাস্‌লো বিল্‌কুল ।
– । – – – – । –
গাইলো বুলবুল শোন্‌ ওই অলস
– । – –
ওঠ্‌ রে খিল্‌ খুল্‌ ।

Dhaka University Institutional Repository

১২. "নির্ঝর" কাব্যের আরবী ছন্দের কবিতা – ৭

ছন্দের নাম : আলমুজতাছ (المجتث)

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

– – | –   – | – –   – – | –   – | – –

مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

– – | –   – | – –

সই তুই শুধাস – কেমনে কই হায়,

– – | –   – | – –

প্রাণ মন্ উদাস   কোন্ সে বেদ্‌নায়।

– – | –   – | – –   – – | –   – | – –

مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

– – | –   – | – –

উন্মান্ হিয়ার   ক্লান্ত ক্রন্দন্

– – | –   – | – –

কোন্ মোর পিয়ার   বক্ষ-পুট চায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা – ৮

ছন্দের নাম : আলমুদাারি'(المضارع) :

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

- - | -   - - - | - - | -   - - - |

فاعلاتن   مفاعيلن   فاعلاتن   مفاعيلن

| — — —   — | — —

ডাগর চোখ তার   বিজ্‌লি চঞ্চল,

| — — —   — | — —

কাহার চিন্তায়   কান্না ছলছল ?

- - | -   - - - | - - | -   - - - |

فاعلاتن   مفاعيلن   فاعلاتن   مفاعيلن

| — — —   — | — —

হিঙুল্ লাল্ গাল   পাংশু পাণ্ডুর,

| — — —   — | — —

অধর নীল রং ,   সিক্ত অঞ্চল ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা– ৯

ছন্দের নাম : আলকামিল (الكامل)
তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

– । – । ।   – । – । ।   – । – । ।   – । – । ।   – । – । ।   – । – । ।
متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن

প্রয়োগ :

– । । ।   । – । ।   । । ।   । । ।
متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن

। । – । –
কুহু-তান মদির
। । – । –
করে প্রাণ অধীর,
। । – । –
জেগে ওঠ্ অলস
। । – । –
চেয়ে দ্যাখ্ বধির !

– । – । ।   – । – । ।   – । – । ।   – । – । ।
متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن

। । – । –
মনাগুন দ্বিগুণ
। । – । –
এ যে সেই ফাগুন
। । – । –
এ যে সেই বাসর
। । – । –
মদনার রতির ![1]

১. প্যারার প্রথম পঙক্তির 'মনাগুন' শব্দটি প্রকৃত পক্ষে মন ও আগুন শব্দদ্বয়ের সন্ধি ; প্যারার দ্বিতীয় পঙক্তির 'ফাগুন' শব্দটি বাংলা একাডেমীর মুদ্রণে ফাল্গুন রয়েছে ; প্যারার চতুর্থ পঙক্তির 'মদনার' শব্দটি প্রকৃত পক্ষে মদন ও আর শব্দদ্বয়ের সন্ধি। এ পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে ছন্দের মাত্রা মিলের স্বার্থে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা – ১০

ছন্দের নাম : আলওয়াফির (الوافر)

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

– । । – ।   – । । – ।   – । । – ।   – । । – ।   – । । – ।   – । । – ।

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن   مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

প্রয়োগ :

– – – ।   – – – ।   – – – ।   – – – ।   – – – ।   – – – ।

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن   مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن[1]

। — — —
কানের তার দুল্
। — — —
দোদুল্ দুল্ দুল্
। — — —
কোথায় তার তুল্

। — — —
কোথায় তার তুল্ ?
। — — —
দুলের লালচায়
। — — —
গালের লাল ছায়

– – – ।   – – – ।

مفاعلتن مفاعلتن

। — — —
শরম পায় গাল
। — — —
নধর তুল্তুল্ ।

---

১. নজরুল তাঁর এ কবিতাটির প্রতিটি পর্বে পঞ্চম স্বরচিহ্নযুক্ত (متحرك) 'লাম' (ل) বর্ণকে স্বরচিহ্ন মুক্ত (ساكن) 'লাম' (ل) হিসাবে প্রয়োগ করেছেন। আরবী ছন্দ শাস্ত্র এ রীতির নাম দিয়েছে العصب ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. "নির্ঝর" কাব্যের আরবী ছন্দের কবিতা – ১১

ছন্দের নাম : আলমুতাদাারিক (المتدارك)

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

–|– –|– –|– –|–   –|– –|– –|– –|–

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

– | –
তোর অথই
– | –
মন যতই
– | –
জিন্‌তে চাই
– | –
সই ততই

– | –
পাইনে থই,
– | –
পাইনে থই।
– | –
মন শুধায়
– | –
কই সে কই ?

Dhaka University Institutional Repository

১৭. "নির্ঝর" কাব্যের আরবী ছন্দের কবিতা – ১২

ছন্দের নাম : আত্‌ত্বাভীল (الطويل)

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

চোখের জল
আবার আয় ভাই,
হিয়ায় মোর
সোহাগ তোর চাই।
তুহার তুল্
দরদ বুঝবার
আপন জন
এমন কেউ নাই।।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা – ১৩

ছন্দের নাম : আলমাদীদ (المديد)

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن　　فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن

হায়, এ কান্নার
　　নাইক শেষ,
কই মা শান্তির
　　কোন্ সে দেশ ?
কোন্ সে দূর পথ
　　অন্তে হায়
পান্থ-বাস যায়
　　নাই মা ক্লেশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা – ১৪

ছন্দের নাম : আলবাসীত (البسيط)

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

–।– –।–– –।– –।––   –।– –।–– –।– –।––

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

– –।–
কোন্ বন্ এমন
– । –
শ্যাম শোভায়
– – । –
প্রাণ্-মন্ জুড়ায়
– । –
চোখ ডুবায় ?
– – । –
বুল্‌বুল্ ভোমর
– । –
বন্-বিহগ
– – । –
চঞ্চল এমন
– । –
আর কোথায় ?

Dhaka University Institutional Repository

২০. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা – ১৫

ছন্দের নাম : আলমুনসারিহ্ (المنسرح)

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

– | – – | – – – – | – –   – | – – | – – – – | – –

مستفعلن مفعولات مستفعلن   مستفعلن مفعولات مستفعلن

প্রয়োগ :

– | – – – – | – – | – –   – – | – – | – – – – | –

مفعلاتن[1] مستفعلن مفعلاتن   مستفعلن مفعلاتن مستفعلن

– | – –
বাদ্‌লা-থম্‌থম্
– – | –
তায় ঘোর নিশীথ,
– | – –
মেঘলা মাঘ মাস
– – | –
হায় হায় , কি শীত !
– | – –
শূন্য ঘর মোর
– – | –
নাই কেউ দোসর –

– | – – – – | –

مفعلاتن مستفعلن

– | – –
ঝরছে বায় হায় –
– – | –
অন্তর তৃষিত !

---

১. الصدر তথা পূর্বপদে নজরুল তাফ'ঈলাহ্ এর ধারা রক্ষা করেন নি। مستفعلن مفعلاتن مستفعلن এ ধারার পরিবর্তে কবি ব্যবহার করেছেন مفعلاتن مستفعلن مفعلاتن এ ধারাক্রম। এবং مفعولات কে فاعلاتن এর ওজনে مفعلاتن হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পরিবর্তনটা হয়েছে এভাবে مفعولات > مفعلات > مفعلاتن। এখানে চতুর্থ স্বরচিহ্নহীন ওয়াও (و) বর্ণ বিলোপ করে مفعولات > مفعلات করা হয়েছে। এটাকে আরবী ছন্দে বলা হয় الطي। পরে পর্বের শেষে একটি নূন ই সাকিন (ن) যোগ করলে দাঁড়ায় مفعلات > مفعلاتن।

Dhaka University Institutional Repository

২১. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা – ১৬

ছন্দের নাম : আলক্বারীব (القريب)[১]

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

```
– – | –   – – – |   – – – |          – – | –   – – – |   – – – |
```
مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن   مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن

প্রয়োগ :

```
– – | –   – | – |   – | – |          – – | –   – | – |   – | – |
```
مفاعلن [2] مفاعلن فاعلاتن   مفاعلن مفاعلن فاعلاتن

| – | –
জীবন-সাধন
| – | –
প্রাণের বাঁধন –
– | – –
হায় সে কান্নাই।
| – | –
পেলেম আদর
| – | –
পেলেম সোহাগ,

– | – –
মনটি পাই নাই।[৩]

---

১. আলক্বারীব(القريب) নামে আরবী ছন্দ শাস্ত্রে কোন ছন্দের নাম পাওয়া যায় না। তাতে ধরে নেয়া যায়, এ প্রকার ছন্দটি নজরুলকৃত।

২. এ পর্বে القبض অপশনের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আরবী ছন্দ শাস্ত্রে القبض হচ্ছে, পর্বের পঞ্চম স্বরচিহ্নহীন(ساكن) বর্ণ বিলোপ করা। তাতে এ পর্বে مفاعيلن > مفاعلن হয়েছে।

৩. আসলে এ ছন্দটি মূল المضارع ছন্দের বিকৃতি মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

২২. *"নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা* – ১৭

ছন্দের নাম : আলজাদীদ (الجديد)[১]

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

- - | - - - | - - - - | - - | - - - | - - - - |

فاعلاتن فاعلاتن مفاعيلن   فاعلاتن فاعلاتن مفاعيلن[2]

— | — —
রক্ত-লাল বুক
— | — —
সিক্ত চোখ মুখ
| — — —
হাসায় লোক ভাই।
— | — —
ছিন্ন -কণ্ঠের
— | — —
কান্না শুন্‌বার
| — — —
ধরায় কেউ নাই।

---

১. আলজাদীদ(الجديد) নামে আরবী ছন্দ শাস্ত্রে কোন ছন্দের নাম পাওয়া যায় না। তাতে ধরে নেয়া যায়, এ প্রকার ছন্দটি নজরুলকৃত।

২. ছন্দটি মূল আরবী ছন্দ المضارع এর জুযগুলোর হেরফের ছাড়া আর কিছু নয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. "নির্ঝর" কাব্যগ্রন্থের আরবী ছন্দের কবিতা – ১৮

ছন্দের নাম : আলমুশ্যাকিল (المشاكل)[১]

তাফ'ঈলাহ্ (মাত্রা নিরূপক ছক) :

− − | −   − − − | − − − | − − | −   − − − | − − | −

فاعلاتن   مفاعيلن   مفاعيلن   فاعلاتن   مفاعيلن   فاعلاتن

− | − −
আজকে শেষ গান
| − − −
বিদায় তারপর
| − − −
বিদায় চাই ভাই !
− | − −
বেদ্‌না সইতেই
| − − −
জনম যার, নাই
− | − −
শান্তি তার নাই ![২]

---

১. আলমুশাকিল(المشاكل) নামে আরবী ছন্দ শাস্ত্রে কোন ছন্দের নাম পাওয়া যায় না। তাকে ধরে নেয়া যায়, এ প্রকার ছন্দটি নজরুলকৃত।

২. এ ছন্দটিও মূল আরবী ছন্দ المضارع এর ছন্দগুলোকে এদিক ওদিক করে গড়া।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলা দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টির উপাদানগত গবেষণার অংশ হিসাবে পরিচালিত "নজরুল কাব্যে আরবী ছন্দের ব্যবহার" এ গবেষকের দ্বিতীয় প্রয়াস। প্রথম প্রয়াস হিসাবে "নজরুল কাব্যে আরবী ভাষার প্রভাব' শিরোনামে ছেঁকে আনা হয় নজরুলের সকল কবিতা ও গানে ব্যবহৃত তাবৎ আরবী শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্য। সেটি ইতপূর্বে এম. এ. শ্রেণীর থিসিস হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপিত এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে আরবী ছন্দে রচিত নজরুলের সকল কবিতার বিস্তারিত ও বিস্তৃত ছন্দ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একেবারেই খোলামেলাভাবে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে নজরুল আরবী কাব্যে প্রচলিত প্রায় প্রতিটি ছন্দ কোন প্রকার বিকৃতি ছাড়াই হুবহু বাংলা কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে বাঙালি কবিদের সামনে আরবী ছন্দের অর্গল খুলে গেল। এর আগে এভাবে কেউ নজরুলের আরবী ছন্দের কবিতার আঙ্গিকে আরবী ছন্দকে বাংলা ছন্দের জমিনে নগ্নভাবে মেলে ধরেন নি বলে বিষয়টি রহস্যের চাদরে ঢাকা পড়েছিল। ফলে বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে এত কাল কোন কবি, সমালোচক কিংবা গবেষক আগ্রহী হননি। এ গবেষণা কর্মের পর, কৈশোরে মক্তবে যাতায়াত করেছেন এমন, সকল বাঙালি পাঠক সামান্য চেষ্টাতেই আরবী ছন্দের প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাতে, এম.ফিল. প্রোগ্রামের Synopsis এ আমি যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলাম, "আমার এ গবেষণা সফল হলে আমাদের ভবিষ্যৎ বাঙালি কবিগণ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের ন্যায় আরবী ছন্দে বাংলা ছড়া বা বাংলা কবিতা রচনা করতে সচ্ছন্দ বোধ করবেন", সে প্রত্যাশা আরো প্রবল হলো। আল্লাহ্ তায়ালা আমার এ শ্রমকে সার্থক করুন, কবুল করুন ! আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় (কোলকাতা: ১৪০৪ ব.);

২. অচিন্ত কুমার সেন গুপ্ত, জ্যৈষ্ঠের ঝড় (কোলকাতা: আনন্দ ধারা প্রকাশন, ১৩৭৬ ব.);

৩. আখতার উল আলম, বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান (ঢাকা: জ্ঞান কোষ প্রকাশনী, ১৯৯৫ খৃ.);

৪. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ- প্রাচীন যুগ (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৭৭ খৃ.);

৫. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খৃ.);

৬. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, বাংলাদেশে আরবী ও উর্দুর চর্চা (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ);

৭. আন্‌নাখ্‌ভ আল 'আরাবিয়াহ (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৫৮ খৃ.);

৮. আনিসুল হক, বাংলার মূল (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ খৃ.);

৯. আবুয্ যোহা নুর আহমদ, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৩ খৃ.);

১০. আব্দুল কাদির, ছন্দ সমীক্ষণ (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৯ খৃ.);

১১. আব্দুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৮৭ খৃ.);

১২. আব্দুল গণি, বাংলা ছন্দের রূপ ও স্বরূপ (ঢাকা: বাশার ব্রাদার্স, ১৯৬৭ খৃ.);

১৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, করতলে মহাদেশ (ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৬৩ খৃ.);

১৪. আব্দুল মুকিত চৌধুরী, নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা (ঢাকা);

১৫. আব্দুস সাত্তার, নজরুল কাব্যে আরবী ফার্সী শব্দ (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯২ খৃ.);

১৬. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫ খৃ.);

১৭. আহমদ শরীফ, মধ্য যুগের কাব্য সংগ্রহ (ঢাকা: ১৩৬৯ ব.);

১৮. আহমদ হাসান যায়্যাত, তা'রীখুল আদাব আল'আরাবী (মিশর: আলমাকতাবাতুন নাহ্‌দা);

১৯. ই.জে. ব্রিল, First Encyclopedia of Islam (New York: KOBENHAVN, 1987 C.E.)Vol. VI;

২০. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আখ্যান মঞ্জরী- প্রথম ভাগ;

২১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ন্যায় পরায়ণতা;

২২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভ্রাতৃ বিয়োগ;

২৩. ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, Preface to Lyrical Ballads in the Norton Anthology of English Literature (New York: Norton, 1962 C.E.) Vol. II, ed. E. Talbot Donalson et al.

২৪. কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, নজরুলের বাল্য জীবন (কোলকাতা: কবিতা, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৫১ ব.);

২৫. কাজী দীন মোহাম্মদ, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য (ঢাকা: মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য- গদ্য, । জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ১৯৯২ খৃ.);

২৬. কাজী নজরুল ইসলাম, কৈফিয়ত, বিষের বাঁশী;

২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খৃ.) খ. ৪, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর লেখা ১৯২৫ সালের একটি চিঠির জবাবে লিখিত ও মাসিক সওগাত (কোলকাতা: পৌষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯২৭ খৃ.), এ প্রকাশিত একটি পত্র ।

২৮. কে. আলী, মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস (ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯০ খৃ.);

Dhaka University Institutional Repository

২৯. জিয়াউল হক, The Principles of Arabic Rhetoric and Prosody (Calcutta: Islamia Art Press, 1st Edition, 1930 C.E.);
৩০. জুরজী যায়দান, তা'রীখু আদাবিল লোগাহ আল'আরাবিয়্যাহ (মিশর: দারুল হিলাল, ১৯৫৯ খৃ.) খ. ১;
৩১. ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক, হিন্দু ধর্ম ও ইসলামে ঈশ্বরের ধারণা (ঢাকা: মাল্টি মিডিয়া পিসি, ২০০৮ খৃ.) ভিসিডি;
৩২. তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (কুমিলা: ভিনাস প্রকাশনী, ১৯৯০ খৃ.);
৩৩. দিলীপ কুমার রায়, ছান্দসিকী (কোলকাতা: কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮ খৃ.);
৩৪. দেলওয়ার বিন রশিদ, নজরুলের শৈশব ও কৈশর (ঢাকা: দৈনিক ইত্তেফাক, আগস্ট ২৪, ২০০৭ খৃ.);
৩৫. পলমার, A Grammar of Arabic Language (London: 1974 C.E.);
৩৬. প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দ পরিক্রমা (কোলকাতা: প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫ খৃ.);
৩৭. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক;
৩৮. প্যারীচাঁদ মিত্র, আলালের ঘরের দুলাল;
৩৯. ফজলুল হাসান ইউসুফ, গাজী সালাহ উদ্দীন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৭১ ব.);.
৪০. বুলবুল ইসলাম, অন্তরঙ্গ আলোকে কবি-প্রিয়া (ঢাকা: দৈনিক সংগ্রাম, মে ৩০, ১৯৮২ খৃ.);
৪১. মাইকেল মধু সুদন দত্ত, ব্রজঙ্গনা কাব্য;
৪২. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৯০ খৃ.);
৪৩. মাহমুদ নুরুল হুদা, চিরঞ্জীব নজরুল (ঢাকা: ১৫০, ঢাকা স্টেডিয়াম, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৭ খৃ.);
৪৪. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা (ঢাকা: মুক্তধারা, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃ.);
৪৫. মুহাম্মাদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খৃ.) খ. ১- ২;
৪৬. মুহাম্মাদ এনামুল হক, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য;
৪৭. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৩৭৪ ব.) খ. ২, চন্ডীদাস সমস্যা;
৪৮. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, আমাদের ভাষা সমস্যা;
৪৯. মুহাম্মাদ হাদীসুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস- প্রথম পত্র (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খৃ.);
৫০. মুহাম্মাদ হাদীসুর রহমান, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯ খৃ.);
৫১. মুহিউদ্দীন খান, কুরআনুল কারীম (মদীনা মুনাওয়ারাহ: বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.);
৫২. মু. নকীবুল্লাহ, আরবী ছন্দ বিজ্ঞান (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪ খৃ.);
৫৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নজরুল সমীক্ষণ (ঢাকা: আনন্দ প্রকাশন, ১৩৭৯ ব.);
৫৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (ঢাকা: কথাকলি, ১৯৯৮ খৃ.);
৫৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা কবিতার ছন্দ (ঢাকা: প্রতীতি প্রকাশন, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০১ খৃ.);
৫৬. মো: আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা (ঢাকা: সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯ খৃ.);
৫৭. মো: নূরুল হক, Cultural Relations Between Bangladesh and Arabia (Hydarabad: Usmania University, Ph.D. Thesis, 1985 C.E.);
৫৮. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল জম্মোৎসব কমিটির সম্পাদককে লেখা পত্র, নজরুল পরিক্রমা (রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, পৃ. ১১৩ এ উদ্ধৃত);

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা (ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৯ ব.);
৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ (কোলকাতা: প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৯৬২ খৃ.);
৬১. রবীন্দ্র রচনাবলী (কোলকাতা: বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৮৫ ব.) খ. ২১;
৬২. রাজীব হুমায়ুন, নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশের সাহিত্য (ঢাকা: সানন্দ প্রকাশ, ১৯৯৬ খৃ.);
৬৩. রাজীব হুমায়ুন, নজরুলের লেখার গল্প শেখার গল্প (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০১ খৃ.);
৬৪. রিজিয়া সুলতানা, গুলে বকাওয়ালী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭০ খৃ.);
৬৫. শান্তি রঞ্জন ভৌমিক, বাংলা ছন্দ ও সাহিত্যতত্ত্ব (চট্টগ্রাম: রাঙ্গুনিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪ খৃ.);
৬৬. শ্রীশচন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা: জিনাত প্রিন্টিং ওয়ার্কস);
৬৭. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কোলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৫ খৃ.);
৬৮. স.ম.আব্দুল লতিফ, ছন্দ পরিচিতি (রাজশাহী: আবেদা বেগম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩ খৃ.);
৬৯. সম্পাদক, ইঞ্জিল শরীফ- বাংলা অনুবাদ (ঢাকা: বি.বি.এস. ১৯৮০ খৃ.);
৭০. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নব্বই দশক) খ. ১- ২৮;
৭১. সিকান্দার মোমতাজি, মনসূর হাল্লাজ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২ খৃ.);
৭২. সুধী ভূষণ ভটাচার্য, বাংলা ছন্দ (কোলকাতা: এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬২ ব.);
৭৩. সৈয়দ আলী আশরাফ, নজরুল ইসলাম (মুস্তাফা নূরুল আলম সম্পাদিত);
৭৪. সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৬৯ ব.);
৭৫. সৈয়দ আলী আহসান, সমস্ত সৃষ্টির সাক্ষ্য (ঢাকা: পাক্ষিক পালা বদল);
৭৬. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস- মুসলিম ও বৃটিশ শাসন (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৬ খৃ.);
৭৭. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা: বুক ফোরাম, ১৯৭৫ খৃ.) ।

Dhaka University Institutional Repository

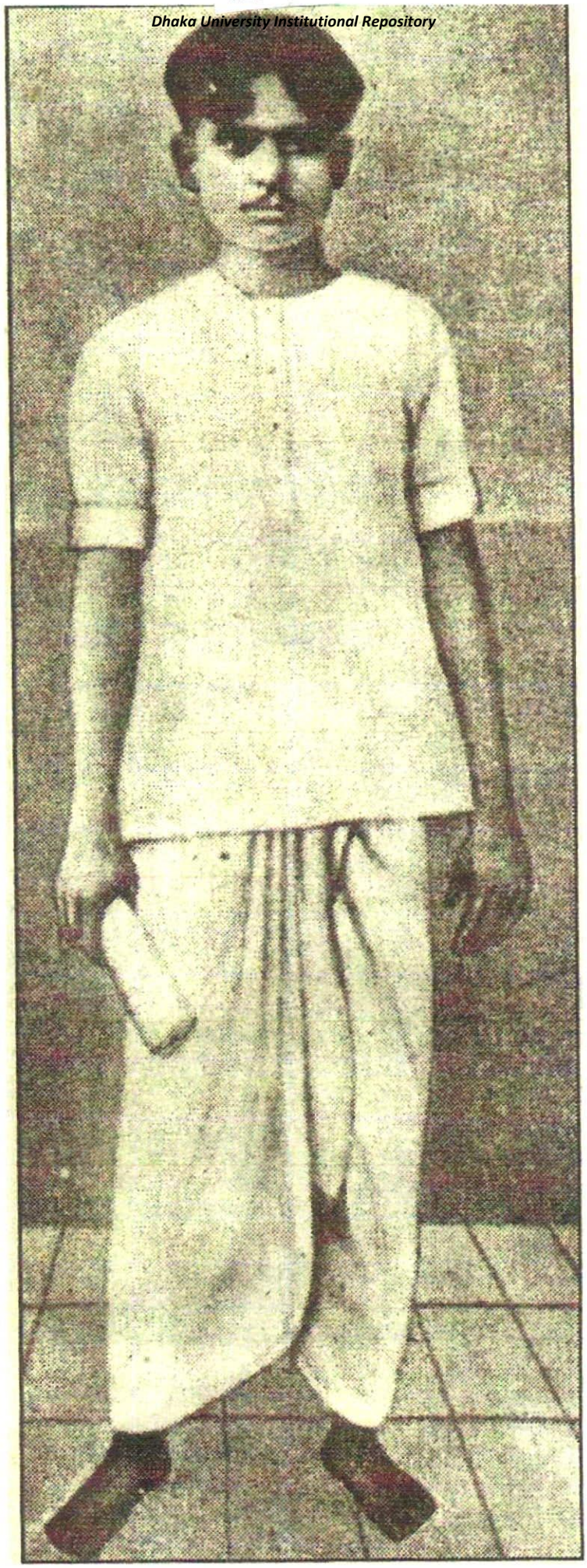

কিশোর নজরুল

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- খ

সৈনিক-বেশে কাজী নজরুল ইসলাম (১৯২২)।

Dhaka University Institutional Repository

জিঞ্জির পায়ে দাঁড়ে বসে টিয়া
চানা খায় গায় শিখানো বোল
আকাশের পাখী ঊর্ধ্বে উঠিয়া
কণ্ঠে গানের লহরী তোল।
তোরা ঊর্ধ্বের অমৃতলোকের
ছুঁড়ুক নীচেরা ধূলো-বালি
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না
কেরোসিনে ডিবে-কালিডালি!
বন্য বরাহ পঙ্ক ছিটাক
পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল
ওরা দিক গালি তোরা দে-সুবাস
তোরা ফুল ওরা পশুর দল।

নজরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ঘ

কাণ্ডারী হুশিয়ার!

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা

কোরাস ঃ
দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছো জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সাত্রীরা সাবধান!
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!

গিরি সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ যে মহাভার!

কাণ্ডারী তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালির খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার!

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান!
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার!
[সর্বহারা]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ঙ

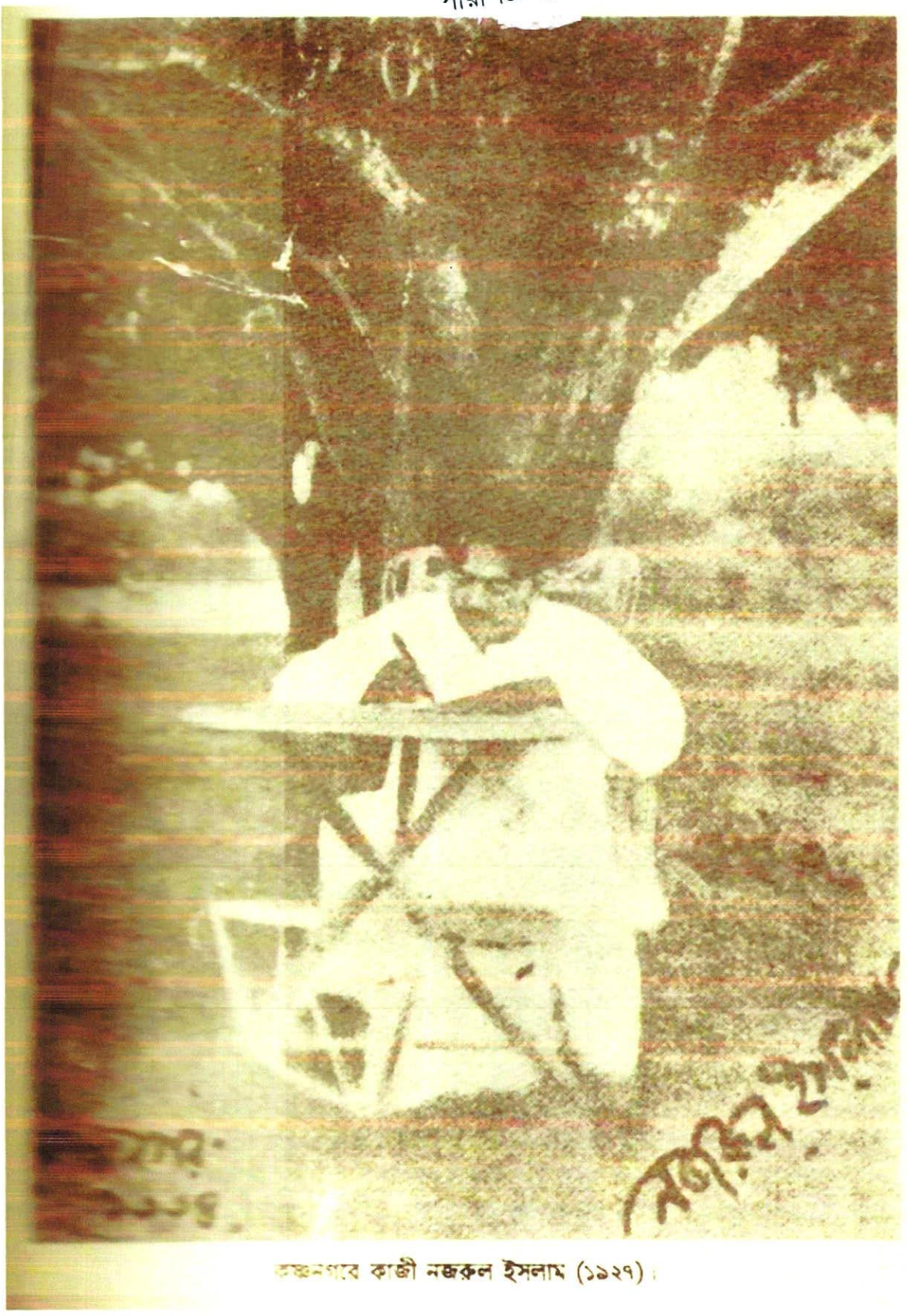

রক্তনগরে কাজী নজরুল ইসলাম (১৯২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- চ

রাজশাহীতে সুধী সমাবেশে নজরুল (১৯২৮)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ছ

কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি-জায়া প্রমীলা নজরুল, পুত্র সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- জ

ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সাল, হাজারীবাগ, বিহার।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ঝ

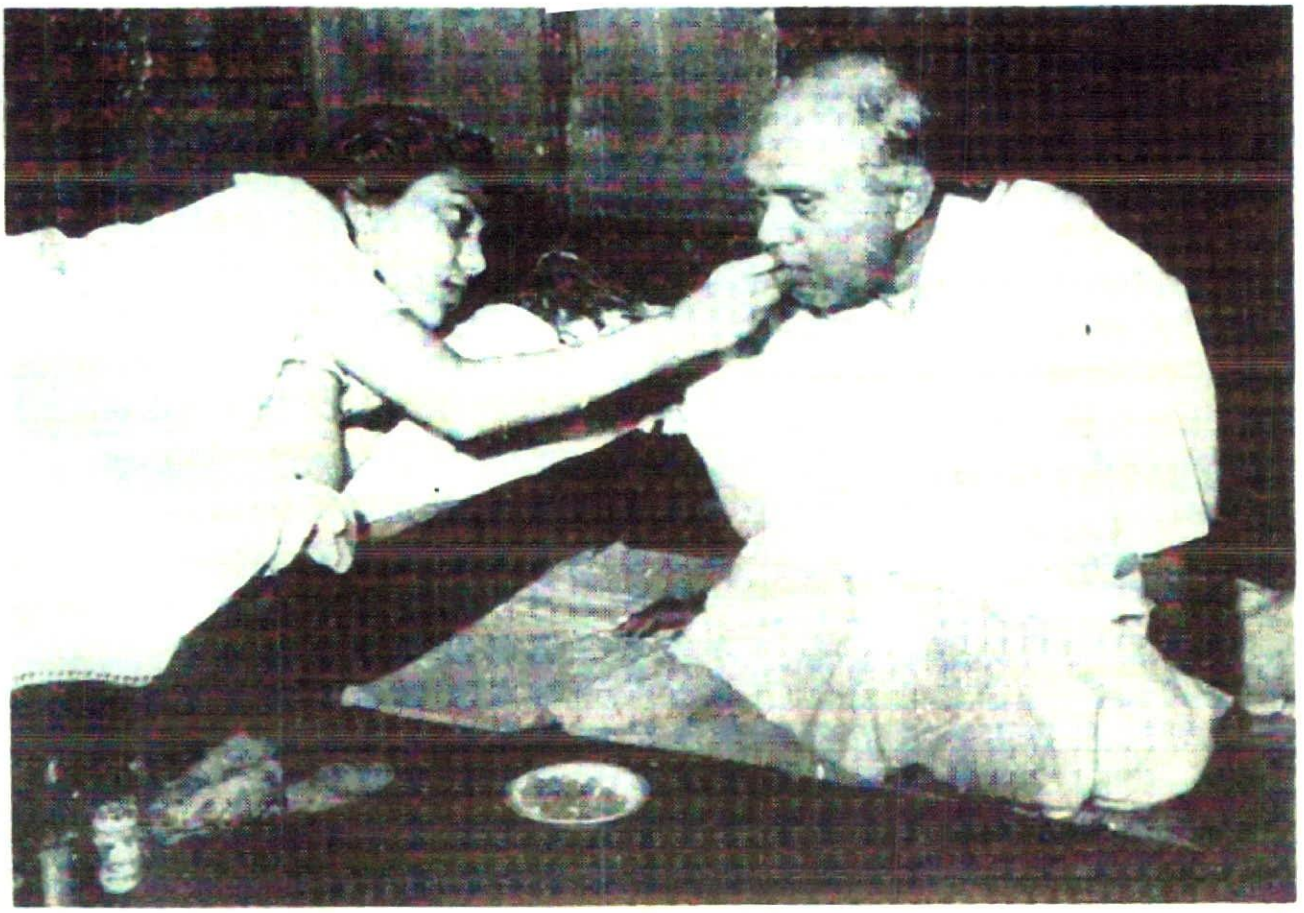

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে হাজারীবাগ (বিহার) এ কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম-এর তোলা ছবি কবিপত্নী প্রমীলা কবিকে খাইয়ে দিচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- এঃ

কোলকাতার ১৬ নং রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট এ ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলামের তোলা ছবি। ছবিতে কবি, কবি পত্নী, কবিপুত্র কাজী অনিরুদ্ধ (নিনি) লেখক, বুলবুল চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহীন ও বেগম আফরোজা বুলবুল

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ট

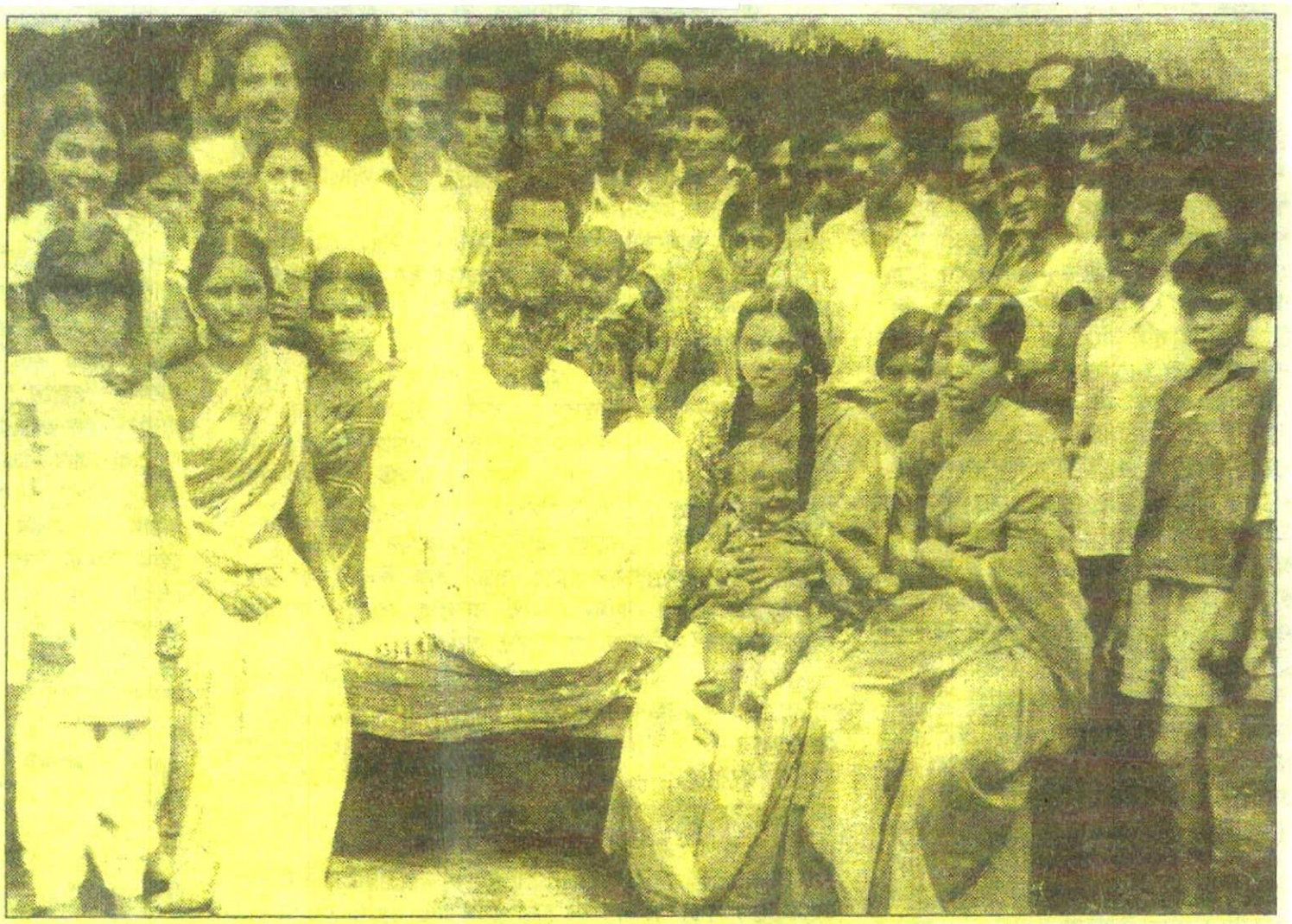

12 চুরুলিয়ায় স্বগৃহে আত্মীয়-পরিজনদের মাঝে কাজী নজরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ঠ

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ড

Nazrul at Kabi Bhaban, Dhanmondi

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ঢ

কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান উপলক্ষে পিজি হাসপাতালে তাঁকে সংবর্ধনা জানান নজরুল একাডেমীর সহ-সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক কবি তালিম হোসেন। সঙ্গে নজরুল সঙ্গীতশিল্পী শবনম মুশতারী ও পারভীন মুশতারী

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ণ

শেষ শয়নে নজরুল ইসলাম। পাশে কোরআন পাঠ করছেন
কবি-বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ত

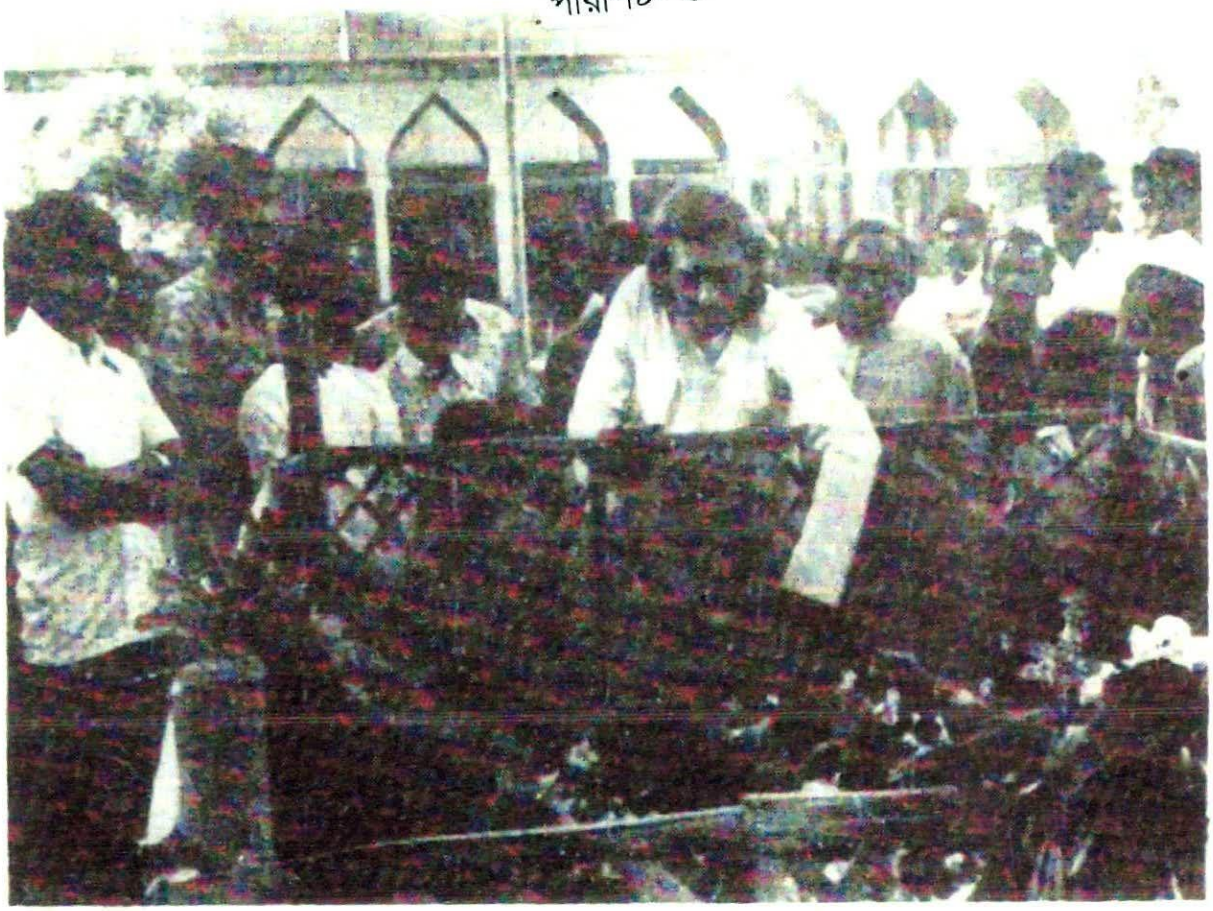

১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট কবিকে সমাহিত করার পর কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম (সানি) কবর দেখতে গেলে ছবিটি তোলা হয়। ছবিতে সানির পেছনে [illegible] ভারতীয় দূতাবাসের সৌজন্যে ছবিটি প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

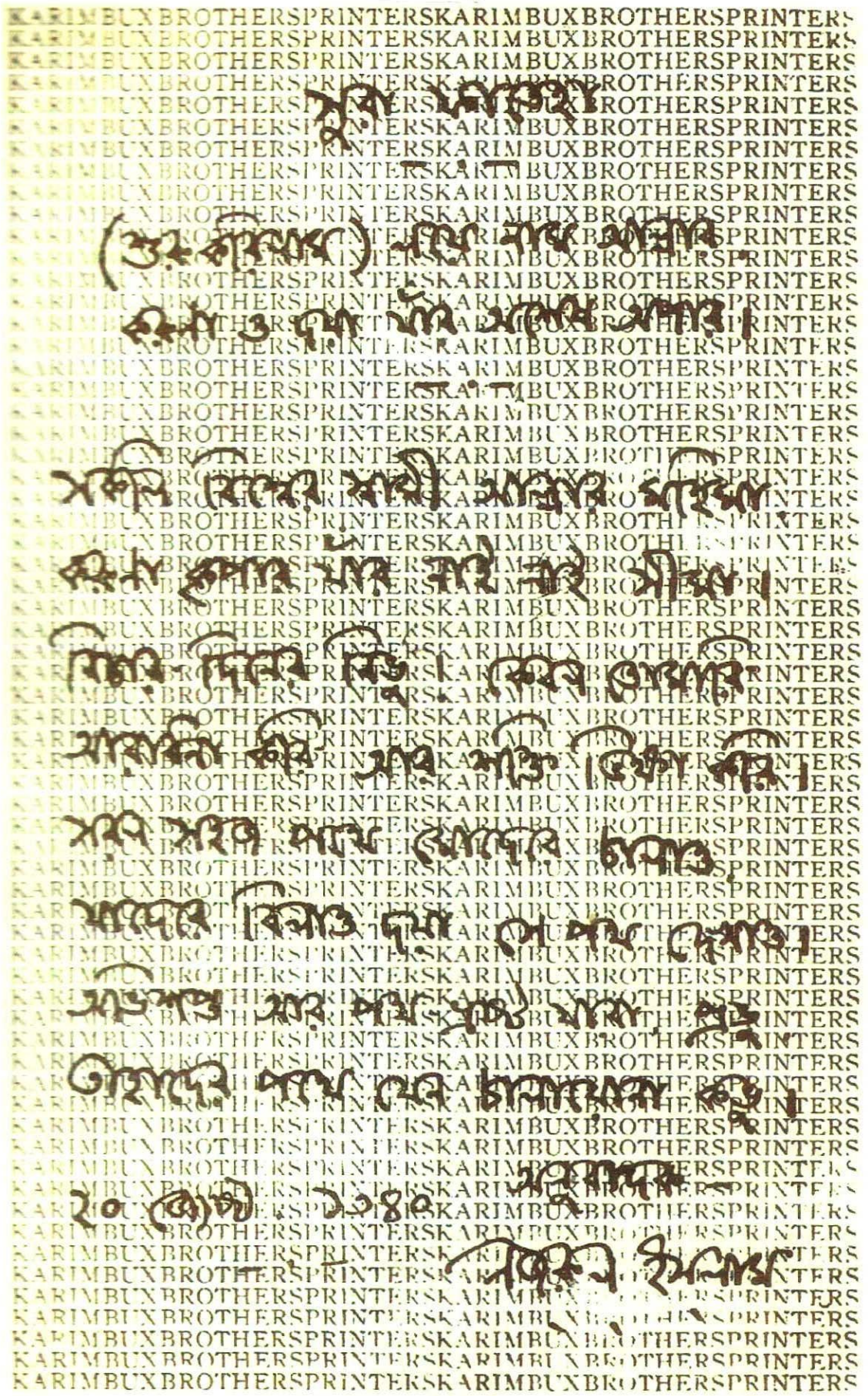

কাজী নজরুল ইসলামের হস্তলিপি : 'কাব্য আমপারা'র একটি পৃষ্ঠা (১৯৩৩)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- দ

3

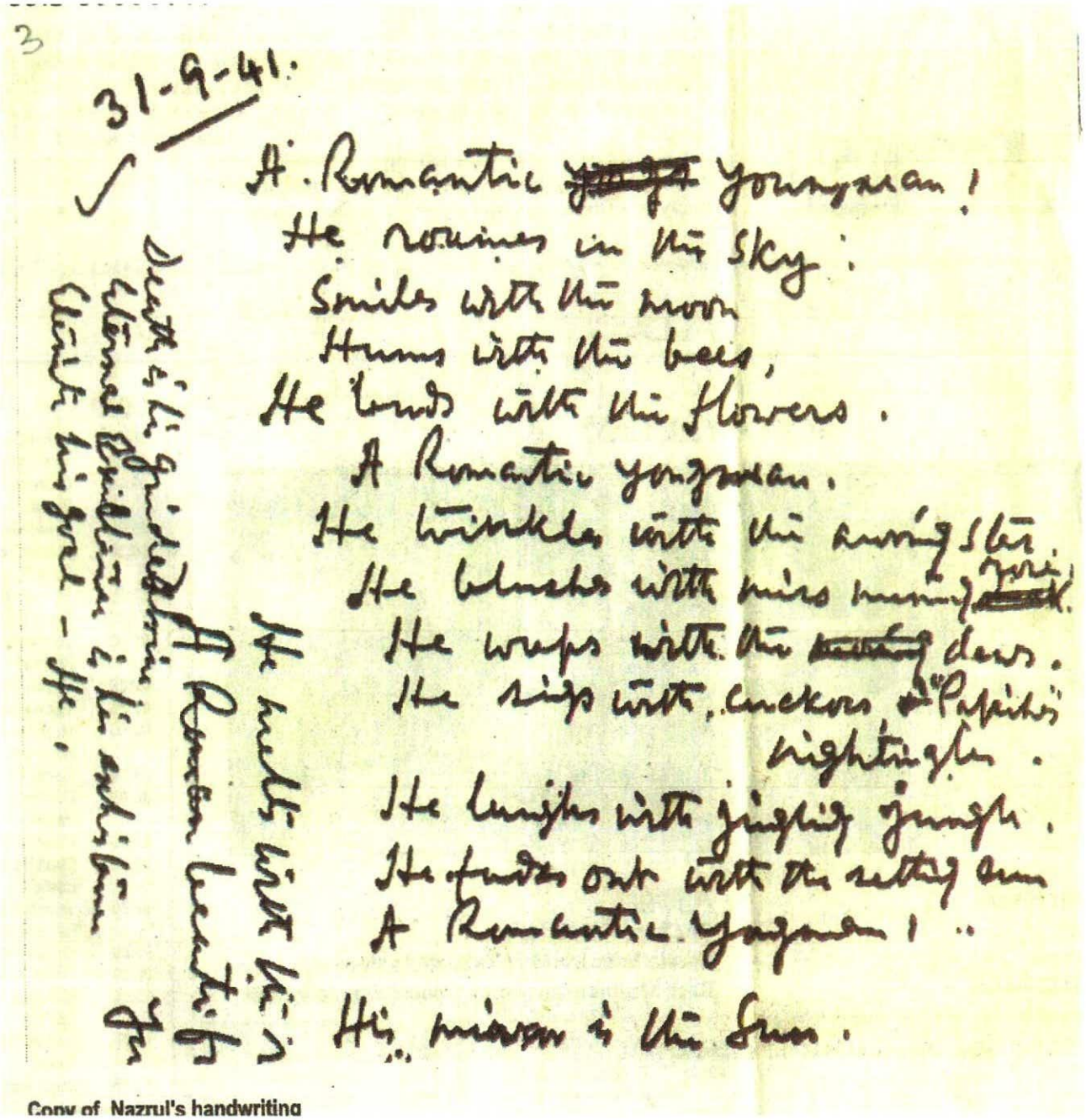

31-9-41.

A Romantic ~~youth~~ Youngman!
He roams in the Sky:
Smiles with the moon
Hums with the bees,
He bends with the flowers.
A Romantic youngman.
He twinkles with the evening star.
He blushes with miss morning ~~dusk~~ Zora.
He weeps with the ~~[illegible]~~ dews.
He sings with, cuckoos & "Papiha"
nightingales.
He laughs with jingling jungle.
He fades out with the setting sun
A Romantic Youngman! ..

His mirror is the Sun.

He melts with the rain
A Romantic wealth is his
Death is his [illegible]
Eternal Evolution is his exhibition
Wealth his god - He.

Copy of Nazrul's handwriting